CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-216 ■ 8 May, 2026 ■ আগরতলা ৮ মে, ২০২৬ ইং ■ ২৪ বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী নন

বিধানসভা ভেঙে দিলেন রাজ্যপাল

কলকাতা, ৭ মে ।। মমতা ব্যানার্জি আর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী নন। বৃহস্পতিবার রাজ্যপাল আর এন রবি রাজ্যের বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার ঘোষণা করেন। রাজভবনের তরফে জানানো হয়েছে, বিধানসভার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগ করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সরকারি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ভারতের সংবিধানের ১৭৪(২)(বি) অনুচ্ছেদের অধীনে রাজ্যপাল পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার নির্দেশ জারি করেছেন। ৭ মে থেকেই এই নির্দেশ কার্যকর হয়েছে।

এর আগে সোমবার নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করেছে, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। বিজেপি মোট ২০৭টি আসনে জয় পেয়েছে। অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেস বড় ধাক্কা খেয়ে মাত্র ৮০টি আসনে সীমাবদ্ধ হয়েছে। ২০২১ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজ বঙ্গে অমিত শাহ, নাম ঘোষণা করবেন নতুন মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ৭ মে ।। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির বিপুল জয়ের পর শুক্রবার রাজ্যে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বিজেপির পরিষদীয় দলনেতা নির্বাচন এবং নতুন বিজেপি সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতেই তাঁর এই সফর।

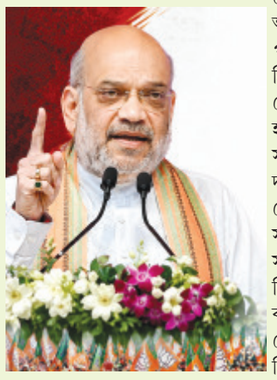

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের প্রকাশিত সূচি অনুযায়ী, শুক্রবার দুপুরে কলকাতায় পৌঁছবেন শাহ। এরপর বিজেপির পরিষদীয় দলের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে অংশ নেবেন তিনি। সেই বৈঠকেই পশ্চিমবঙ্গের নতুন মুখ্যমন্ত্রীর নাম আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা হতে পারে বলে জানা গিয়েছে।

শুক্রবার বিজেপির নবনির্বাচিত বিধায়কদের বৈঠক ডাকা হয়েছে অমিত শাহের নেতৃত্বে। পরিষদীয় দলনেতা নির্বাচনের জন্য শাহকে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক করা হয়েছে। পাশাপাশি সহ-পর্যবেক্ষক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মোহন চরণ মাঝি-কে। সূচি অনুযায়ী, শুক্রবার সকাল ১০টা ১৫ মিনিটে দিল্লির কৃষ্ণ মেনন মার্গের বাসভবন থেকে রওনা দেবেন শাহ। এরপর তিনি পালাম বিমানবন্দরে পৌঁছবেন। সকাল ১০টা ৪০ মিনিটে বিএসএফের বিশেষ বিমানে কলকাতার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মামলা নিতে অস্বীকার পুলিশের ভূমিকায় কড়া ভর্ৎসনা ত্রিপুরা হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে ।। অভিযোগ দায়ের করতে আসা ভুক্তভোগীদের অভিযোগ গ্রহণে পুলিশের অনীহা নিয়ে ফের কড়া অবস্থান নিল ত্রিপুরা হাইকোর্ট। পূর্ব আগরতলা থানার বিরুদ্ধে বেআইনি আচরণের অভিযোগে দায়ের হওয়া এক মামলার শুনানিতে আদালত পুলিশের ভূমিকাকে গুরুতরভাবে প্রশ্নের মুখে তুলেছে এবং সিসিটিভি ফুটেজ জব্দের নির্দেশ দিয়েছে।

রত্না রায়ের দায়ের করা রিট পিটিশনের শুনানিতে বিচারপতি এম এস রামচন্দ্র রাও এবং বিচারপতি বিশ্বজিত পালিত-এর ডিভিশন বেঞ্চ-র পর্যবেক্ষণ, অভিযোগকারিণীর সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও মামলা নথিভুক্ত না করে পুলিশ বেআইনি আচরণ করেছে।

মামলায় আবেদনকারীর পক্ষে আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মণ আদালতে জানান, গত ৪ এপ্রিল বনমালিপুর এলাকায় রত্না রায়ের বাড়িতে একদল দুষ্কৃতী ঢুকে তাঁর ছেলে সৈকত রায়কে মারধর করে। ছেলেকে বাঁচাতে গেলে সৈকতের বাবা-মাকেও আক্রান্ত করা হয় বলে অভিযোগ।

পিটিশনে আরও দাবি করা হয়েছে, এরপর অভিযুক্তরা জোর করে সৈকত রায়কে পূর্ব আগরতলা থানায় নিয়ে যায়, যেখানে তাঁকে পুনরায় মারধর করা হয়। এমনকি থানার ভিতরে তাঁর গোপনাঙ্গেও আঘাত করা হয়েছে বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

ঘটনার পর ৬ এপ্রিল রত্না রায় পূর্ব আগরতলা মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে গেলে পুলিশ মামলা নিতে অস্বীকার করে বলে অভিযোগ। পরে রাজ্যের ডিজিপি এবং জেলা পুলিশ সুপারকে বিষয়টি জানানো হলেও কোনও এফআইআর দায়ের হয়নি। এর পরই রত্না রায় হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন।

বুধবার মামলার শুনানিতে আদালত অভিযোগ গ্রহণে পুলিশের অনীহা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং রাজ্য সরকারকে পাল্টা হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হয়েছে আগামী ১২ মে।

এক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশে আদালত পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মুখ্য বিচার বিভাগীয় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শ্রীমন্তপুর এলাকায় উদ্ধার ৪ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে ।। সোনামুড়া মহকুমার শ্রীমন্তপুর সীমান্ত সড়কে টহলদারির সময় বিপুল পরিমাণ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করল নিরাপত্তা বাহিনী। পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার হওয়া মোট ৪ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, নিয়মিত টহলদারির সময় নিরাপত্তা বাহিনীর নজরে আসে সন্দেহজনক কিছু পাউচ। পরে সেগুলি তল্লাশি চালিয়ে মোট ২০টি পাউচের ভিতর থেকে প্রায় ৪ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া মাদকদ্রব্যের মোট ওজন প্রায় ৪০০ গ্রাম বলে জানা গেছে। আইনানুগ সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে উদ্ধার হওয়া ইয়াবাগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, সীমান্ত এলাকা ব্যবহার করে মাদক পাচারের উদ্দেশ্যেই এগুলি সেখানে ফেলে রাখা হয়েছিল। উদ্ধার হওয়া ইয়াবার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৩ লক্ষ টাকা বলে জানিয়েছে পুলিশ।

ঘটনার বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে গিয়ে তাপস দাস বলেন, গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং এই বিপুল পরিমাণ ইয়াবার প্রকৃত মালিক বা পাচারচক্রের সঙ্গে জড়িতদের খুঁজে বের করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। সীমান্ত এলাকায় নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে বলেও তিনি জানান।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। সীমান্তবর্তী এলাকায় পুনরায় মাদক পাচারের ঘটনা সামনে আসায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারাও।

বিধায়কের সামনে বিস্ফোরক অভিযোগ প্রয়াত যুবনেতার স্ত্রীর

স্বদলীয় গোষ্ঠী কোন্দলের স্বীকার রাহুল

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৭ মে ।। ধর্মনগরের যুব মোর্চার মণ্ডল সভাপতি তথা ধর্মনগর পুর পরিষদের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রয়াত রাহুল কিশোর রায়ের মৃত্যুর চারদিন পর তার বাড়িতে যান বিধায়ক জহর চক্রবর্তী। এদিন বিধায়কের সামনেই একাধিক বিস্ফোরক মন্তব্য করেন প্রয়াত যুবনেতার স্ত্রী অনন্যা ভট্টাচার্য, যা ঘিরে নতুন করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে রাজনৈতিক মহলে।

আজ শোকসন্তপ্ত পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে রাহুল কিশোর রায়ের বাড়িতে পৌঁছান বিধায়ক জহর চক্রবর্তী। তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির উত্তর জেলা সভাপতি কাজল দাস, ধর্মনগর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন মিতালী রানী দাস সেন, কাউন্সিলার নবনীতা আচার্য সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্বরা।

এসময় প্রয়াত যুবনেতার স্ত্রী অনন্যা ভট্টাচার্য বিধায়কের সামনেই ক্ষোভ উগরে দেন এবং একাধিক অভিযোগ তোলেন। তাঁর অভিযোগ, স্বদলীয় গোষ্ঠী কোন্দলের শিকার হয়েছে রাহুল। তাঁর স্বামীর মৃত্যুর জন্য দায়ী বিজেপি। পাশাপাশি তিনি দাবি করেন, তাঁদের পরিবারের সদস্যরা সবসময় বিজেপিকেই ভোট দিয়েছেন। অথচ আজ তাদের এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে তীব্র আলোচনা।

অন্যদিকে বিধায়ক জহর চক্রবর্তী শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে বলেন, এই ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের কাউকেই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বেআইনিভাবে ফি বৃদ্ধি প্রত্যাহারের দাবিতে এবিভিপির স্মারকলিপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে ।। ত্রিপুরা ইনস্টিটিউট অফ প্যারামেডিকেল সায়েন্স কলেজে সেমিস্টার ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে সরব হল অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)। বৃহস্পতিবার এবিভিপি ত্রিপুরা প্রদেশের এক প্রতিনিধিদল কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং ডাইরেক্টর অফ মেডিকেল এডুকেশনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে এবং একটি স্মারকলিপি প্রদান করে।

এবিভিপির অভিযোগ, বর্তমানে কলেজের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি নেওয়ার সময় নির্দিষ্ট ফি কাঠামোর কথা জানানো হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে মাঝপথে হঠাৎ করে সেমিস্টার ফি বৃদ্ধি করা হয়েছে, যা সম্পূর্ণ বেআইনি এবং অযৌক্তিক। এর ফলে বহু ছাত্র-ছাত্রী আর্থিক সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন বলে দাবি সংগঠনের। প্রতিনিধিদলের সদস্যরা জানান, বিষয়টি নিয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করা হলেও তারা ফি বৃদ্ধির কোনও সন্তোষজনক কারণ দেখাতে পারেননি। এরপরই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

১৩ মে বিধায়ক পদে শপথ নেবেন জহর চক্রবর্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে।। আগামী ১৩ মে বেলা ১২টায় ত্রয়োদশ ত্রিপুরা বিধানসভার নবনির্বাচিত সদস্য জহর চক্রবর্তীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান ত্রিপুরা বিধানসভার লবিতে অনুষ্ঠিত হবে। নবনির্বাচিত সদস্য জহর চক্রবর্তীকে রিটার্নিং অফিসারের প্রদত্ত নির্বাচনী সার্টিফিকেট সহ শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে ত্রিপুরা বিধানসভার সচিব অনুরোধ জানিয়েছেন। ত্রিপুরা বিধানসভার সচিবালয় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দোকানে হামলা ও ভাঙচুরের অভিযোগ, বিচারের দাবিতে আমতলী থানার দ্বারস্থ পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে।। দুষ্কৃতি নিলয় সিংহের নেতৃত্বে একদল উচ্ছৃঙ্খল যুবকের বিরুদ্ধে দোকানে হামলা, ভাঙচুর ও মারধরের অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে সুশান্ত দেবের পরিবারে। অভিযোগ, আমতলী থানায় এফআইআর দায়ের করা হলেও এখনও পর্যন্ত পুলিশ কোনও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। পরিবার সূত্রে জানা যায়, গত ৪ মে রাতে একদল যুবক সুশান্ত দেবের দোকানে চড়াও হয়। অভিযুক্তরা দোকানে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় এবং সেখানে লাগানো সিসিটিভি ক্যামেরা নষ্ট করার পাশাপাশি হার্ডডিস্কও নিয়ে যায় বলে অভিযোগ। হামলার সময় দোকানের বিভিন্ন সামগ্রীও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সুশান্ত দেবের পরিবারের দাবি, এর আগেও অভিযুক্তরা তাদের পরিবারের উপর হামলা চালিয়েছিল। কিছুদিন আগে সুশান্ত দেবের শ্বশুরকে শারীরিকভাবে নির্যাতন ও মারধর করা হয় বলেও অভিযোগ তুলেছেন তারা।

ঘটনার পর সুশান্ত দেব আমতলী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তবে অভিযোগ দায়েরের চার দিন পেরিয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত পুলিশ কোনও দৃশ্যমান ব্যবস্থা নেয়নি বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন পরিবারের সদস্যরা। এদিকে অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতার এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছে আক্রান্ত পরিবার।

কনিষ্ঠ পুত্রের নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচতে থানার দ্বারস্থ গর্ভধারিণী মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে ।। ছোট ছেলের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচতে অবশেষে থানার দ্বারস্থ হতে বাধ্য হলেন এক অসহায় মা।

জানা যায়, আমতলী থানার অন্তর্গত কাঞ্চনমালা মুসলিম পাড়া ১ নং ওয়ার্ড এলাকার বাসিন্দা স্বপন সরকার ২০১২ সালে মারা যান। স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী অমিতা সরকার অত্যন্ত কষ্ট করে মানুষের বাড়িতে কাজ করে দুই ছেলে ও এক মেয়েকে বড় করে তোলেন। পরবর্তীতে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি বড় ছেলেরও বিয়ে দেন তিনি। দীর্ঘদিন শান্তিপূর্ণভাবেই চলছিল তাদের সংসার।

কিন্তু ইদানিং অমিতা সরকারের ছোট ছেলে কর্ণজিৎ সরকার মায়ের উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন শুরু করে বলে অভিযোগ। শুধু মাকেই নয়, তার বড় ভাইয়ের স্ত্রীকেও বিভিন্নভাবে হেনস্থা ও নির্যাতন করতে থাকে সে। অভিযোগ, প্রায়শই নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বাড়িতে ফিরে এসে কর্ণজিৎ সরকার বাড়ি থেকে মাকে বের করে দেওয়ার চেষ্টা করে। এমনকি লাঠি নিয়ে মা ও বৌদিকে মারধরেরও চেষ্টা চালায়। পাশাপাশি অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ এবং খুনের হুমকিও দেওয়া হয় বলে অভিযোগ পরিবারের।

দীর্ঘদিন ধরে ছেলের অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করছিলেন অমিতা সরকার। কিন্তু বুধবার গভীর রাতেও একইভাবে হামলার চেষ্টা চালানো হলে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায় মা ও বৌদির। অবশেষে বৃহস্পতিবার দুপুরে অমিতা সরকার এবং তার পুত্রবধূ আমতলী থানায় গিয়ে অভিযুক্ত কর্ণজিৎ সরকারের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এদিন সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে পুত্রবধূ জানান, "যে ছেলে নিজের মা এবং বড় ভাইকে সম্মান ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিয়োগের দাবি : শিক্ষা ভবনের সামনে বিক্ষোভ টেট উত্তীর্ণদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে ।। ২০২৪ সালে টেট-১ ও টেট-২ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১,৮৫৬ জন প্রার্থীর একযোগে নিয়োগের দাবিতে বৃহস্পতিবার ফের সরব হলেন বেকার চাকরি প্রার্থীরা। এদিন তারা শিক্ষা ভবনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবং জেআরবিটি বোর্ডের চেয়ারম্যানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নিজেদের দাবি তুলে ধরেন।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, টেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরও দীর্ঘদিন ধরে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

যুবরাজনগর বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, পুড়ে ছাই তিনটি দোকান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে ।। বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই তিনটি দোকান। গতকাল রাতে যুবরাজনগর বাজারে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে বাজারের পরপর তিনটি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। ওই ঘটনায় গোটা বাজারের ব্যবসায়ীদের মনে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে দমকলবাহিনী। ওই অগ্নিকাণ্ডে প্রায় লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানা যায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তর জেলার যুবরাজনগর বাজারে গতকাল রাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। রাত আনুমানিক সাড়ে ৯টা নাগাদ আচমকাই বাজারের একটি দোকান থেকে আগুনের লেলিহান শিখা দেখা যায়। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে পাশের দোকানগুলিতেও।

আগুনে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায় অন্তত তিনটি দোকান। এর মধ্যে রয়েছে মুসাব্বির আলীর মুদির দোকান, আকরাম হোসেনের মুদির দোকান এবং একটি হার্ডওয়ারের দোকান। আগুনের তীব্রতায় দোকানগুলিতে থাকা বিপুল পরিমাণ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফল প্রকাশ হবে আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে ।। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ (টিবিএসই)-এর অধীন পরিচালিত ২০২৬ সালের মাধ্যমিক, মাদ্রাসা আলিম, উচ্চমাধ্যমিক এবং মাদ্রাসা ফাজিল পরীক্ষার ফলাফল আগামী ৮ মে (বৃহস্পতিবার) দুপুর ১২টা নাগাদ প্রকাশ করা হবে। বুধবার পর্ষদের তরফে জারি করা এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, পরীক্ষার্থীরা টিবিএসই-র নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটের মাধ্যমে নিজেদের ফলাফল জানতে পারবেন। এছাড়াও দুপুর ১২টা থেকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

১৫ বছরের অপেক্ষা, তবুও মিলল না জল-রাস্তা, ক্ষোভে ফুঁসছে ভুবনপুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে ।। মন্ত্রী সান্তনা চাকমা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন পানীয় জল ও রাস্তার সমস্যার সমাধান হবে। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি আজও বাস্তবায়িত না হওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়লেন মাছমারা এলাকার ভুবনপুর গ্রামের বাসিন্দারা। দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে পানীয় জল ও রাস্তার বেহাল অবস্থার মধ্যে মানবেতর জীবন কাটাচ্ছেন বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর।

পেঁচারথল ব্লকের মাছমারা এডিসি ভিলেজের অন্তর্গত ভুবনপুর গ্রামে প্রায় ১৫ বছর আগে কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হয়েছিল একটি পানীয় জলের ট্যাংকি। ট্যাংকি রয়েছে, পাইপলাইনও বসানো হয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই লাইনে জল পৌঁছায়নি বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের। ফলে বর্ষাকালে ছড়ার জল ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছেন তারা। আর গ্রীষ্মের সময় ২ থেকে ৩ কিলোমিটার দূর থেকে মাথায় কলসি করে জল আনতে হয়।

গ্রামের মহিলাদের অভিযোগ, প্রতিদিন জল সংগ্রহ করতেই দিনের বড় সময় নষ্ট হয়ে যায়। দূষিত জল ব্যবহারের কারণে শিশুদের মধ্যে পেটের অসুখসহ বিভিন্ন রোগ বাড়ছে বলেও জানান তারা।

এদিকে গ্রামের মূল সড়কের অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয়। সামান্য বৃষ্টি হলেই রাস্তা কাদায় ভরে যায়। রোগী বা গর্ভবতী মহিলাদের হাসপাতালে নিয়ে যেতে চরম ভোগান্তির শিকার হতে হয়। অনেক সময় কাঁধে করেই রোগী বহন করতে হচ্ছে বলে জানান এলাকাবাসী।

ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা বলেন, ভোটের সময় মন্ত্রী সান্তনা চাকমা গ্রামে এসে জল ও রাস্তার সমস্যার দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু বছরের পর বছর কেটে গেলেও বাস্তবে কোনও কাজ হয়নি। বারবার পঞ্চায়েত, বিডিও অফিস এবং সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেও শুধু আশ্বাস ছাড়া কিছুই মেলেনি বলে অভিযোগ তাদের।

বর্তমানে ভুবনপুর গ্রামে প্রায় ৫০টি পরিবারের বসবাস। ডিজিটাল ইন্ডিয়ার যুগেও মৌলিক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত থাকার ক্ষোভ উগরে দিয়ে গ্রামবাসীরা বলেন, "আজও আমাদের কলসি মাথায় নিয়ে জল আনতে হয়। রাস্তার অভাবে স্কুল পড়ুয়ারাও ঠিকমতো যাতায়াত করতে পারে না। আমরা আর কতদিন অপেক্ষা করব?"

এলাকাবাসীর দাবি, অবিলম্বে ভুবনপুর গ্রামে পানীয় জলের স্থায়ী ব্যবস্থা এবং রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু করতে হবে। অন্যথায় আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তারা। এখন দেখার, প্রশাসন কবে নজর দেয় দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত এই গ্রামের দিকে।

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1

08-05-2026, 00:51

জাগরণ
আগরতলা, ৮ মে, ২০২৬ ইং
২৪ বৈশাখ, শুক্রবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

অতি নির্ভরশীলতাই কাল হইয়া দাঁড়াইয়াছে

মুসলিম ভোটের ওপর অতি নির্ভরশীলতায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেসের জন্য বিপদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মালদা, মুর্শিদাবাদ বা উত্তর দিনাজপুরের মতো জেলাগুলোতে যেখানে মুসলিম ভোটারদের প্রভাব বেশি, সেখানে ভোটের মেরুকরণ বা বিভাজন তৃণমূল কংগ্রেসের জন্য বড় চিন্তার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।দীর্ঘদিন ধরিয়া মুসলিম ভোট তৃণমূলের একচেটিয়া ব্যাঙ্ক হিসাবে পরিচিত ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে কংগ্রেস-বাম জোটের উত্থান সেই ভোটে ভাগ বসাইয়াছে। যখনই এই ভোট ভাগ হয়, তখন পরোক্ষভাবে বিজেপি সুবিধা পায়।সাগরদিঘি উপনির্বাচনের পর থেকেই একটি ধারণা তৈরি হইয়াছিল যে, মুসলিম ভোটব্যাঙ্কে ফাটল ধরিয়াছে। যদিও পরবর্তীতে তৃণমূল তাহা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছে, তবে কিছু পকেটে 'অ্যান্টি-ইনকামবেন্সি' বা প্রতিষ্ঠানবিরোধী হাওয়া স্পষ্ট।বিজেপি যখন ধর্মীয় মেরুকরণের কার্ড খেলে, তখন তাহার পাল্টা হিসাবে তৃণমূল মুসলিম ভোটের ওপর নির্ভরশীল হইয়া পড়ে। কিন্তু এই অতি-নির্ভরশীলতা অনেক সময় হিন্দু ভোটারদের একটি বড় অংশকে তৃণমূল থেকে দূরে সরাইয়া দেয়, যাহা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য হিতে বিপরীত বা 'কাল' হইয়া দাঁড়াইতে পারে।তৃণমূলের "ইমাম ভাতা" বা "মাদ্রাসা উন্নয়ন" নিয়া অনেক প্রচার থাকিলেও, নিচুতলার অনেক মুসলিম ভোটার মনে করেন যে প্রকৃত কর্মসংস্থান বা অর্থনৈতিক উন্নয়নে পিছাইয়া রহিয়াছেন তাহারা। এই অসন্তোষই ভোটের বাক্সে প্রতিফলিত হয়।মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য মুসলিম ভোট যেমন বড় শক্তি, তেমনি এই ভোটের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা এবং এর বিভাজনই তাঁহার রাজনৈতিক কৌশলের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ বিধান্সভার নির্বাচনে এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেসের ভয়াবহ বিপর্য্যয় ও বিজেপির দুই তৃতীয়াংশ আসন জয়ের প্রশ্নে নানা রাজনৈতিক বিশ্লেষণ শুরু হইয়াছে। তৃণমুল কংগ্রেসের অন্দরে এমন কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ শিবিরও মানিতেছেন যে, রাজ্যে একচেটিয়া মুসলিম সমর্থন পাইয়া আসিয়াছে, এবার তাহাতে ধাক্কা খাইয়াছে তৃণমূল। মুসলিম সমাজে বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী মুসলিম সমাজেও তৃণমূল বিরোধী ক্ষোভ বাড়ছিল। পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত কয়েকটি জেলায় মুসলিম ভোট বিভাজনের কারণে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) উল্লেখযোগ্য সুবিধা পাইয়াছে বলিয়াই রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারণা।মুর্শিদাবাদ, মালদা ও উত্তর দিনাজপুর-এই তিন জেলায় মোট ৪৩টি আসনের মধ্যে বিজেপি এবার ১৮টি আসনে জয় পাইয়াছে। অন্যদিকে, মমতা ব্যানার্জীর নেতৃত্বাধীন তৃণমুল কংগ্রেস পাইয়াছে ২০টি আসন। বাকি আসনগুলো গিয়াছে কংগ্রেস, সিপিএম ও আইএসএফের আঞ্চলিক দলগুলোর ঝুলিতে।

বিশেষ করিয়া মুর্শিদাবাদ জেলায়, যেখানে মুসলিম জনসংখ্যা ৭০ শতাংশের বেশি, সেখানে পাঁচটি দলের মধ্যে ভোট ভাগ হইয়া যায়। ফলে তৃণমুল কংগ্রেসের আসন সংখ্যা কমিয়া দাঁড়ায় ৯-এ, যেখানে ২০২১ সালে দলটি পাইয়াছিল ২০টি আসন। এই জেলায় বিজেপি পাইয়াছে ৮টি আসন। বিজেপির জয় এই জেলায় অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বিজেপির নেতা শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেন, একদিকে হিন্দু ভোটের সংহতি এবং অন্যদিকে মুসলিম ভোটের বিভাজন-এই দুই কারণই দলের সাফল্যের পেছনে বড় ভূমিকা রাখিয়াছে। তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক বিপর্য্যয়ের অন্যতম কারণ মুসলিম ভোট ভাগ। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, মালদা ও উত্তর দিনাজপুরেও একই চিত্র দেখা গিয়াছে। মালদার কিছু আসনে কংগ্রেস ও সিপিএম মুসলিম ভোটের একটি অংশ নিজেদের দিকে টানিতে সক্ষম হওয়ায় বিজেপি সুবিধা পাইয়াছে। উত্তর দিনাজপুরের করণদিঘি আসনেও মুসলিম ভোট বিভক্ত হওয়ায় বিজেপি প্রার্থী জয়ী হন।বিশ্লেষকদের মতে, এই ফলাফল পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক সমীকরণে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিতেছে, যেখানে সংখ্যালঘু ভোটের ঐক্য ভাঙা একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হিসেবে সামনে আসিয়াছে।উত্তর ২৪ পরগনায় মুসলিম অধ্যুষিত দেঙ্গগায় তৃণমূল-আই এস এফের ভোট ভাগে বাজিমাৎ করিয়াছে হিন্দুত্ববাদী শিবির। উত্তর-২৪ পরগণা জেলায় এবার ৩৩ আসনের মধ্যে ২৩ আসনে বিজয়ী হইয়াছে। এখানে মুসলিম ভোটের বিভাজনে তৃণমূল কংগ্রেস বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। হুগলি, হাওড়া, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, নদীয়া, বীরভূম, পূর্ব বর্দমান ও পশ্চিম বর্দমান জেলাতেও এবার যে তৃণমূল কংগ্রেস একচেটিয়া মুসলিম সমর্থন পায় নি তাহা নিয়া নিশ্চিত রাজনৈতিক মহল।বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কৌশলে ভোটার তালিকাও নিবিড় সংশোধনে কয়েক লাখ বাঙ্গালী মুসলিমের নাম বাদ যাওয়ার পাশে মুসলিম ভোটের বিভাজনে ফায়দা পাইয়াছে বিজেপি। রাজ্যে তৃণমূলের বিপর্য্যয়ের পর কংগ্রেস, বাম শিবির ও আই এস এফ আগামী দিনে আরো মুসলিম সমর্থন পাওয়ার আশায় দিন গুণিতেছেন। তৃণমূল ক্ষমতা থেকে চলিয়া যাওয়ায় কংগ্রেস ও বামপন্থীরা রাজ্যে বিজেপির প্রয়োচামুলক বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি হওয়ার স্বপ্ন দেখা শুরু করিয়াছে বলিয়াই মনে করা হইতেছে।

'হর ঘর জল' প্রকল্পের সাইনবোর্ড থাকলেও মিলছে না পানীয় জল, দুর্ভোগে ওএনজিসি পাড়ার বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মেঃ সরকারি প্রকল্পে 'হর ঘর জল'-এর প্রচার চললেও বাস্তবে পানীয় জলের সংকটে ভুগছেন সাতচাঁদ ব্লকের ওএনজিসি পাড়া এলাকার বাসিন্দারা। দীর্ঘ প্রায় দুই মাস ধরে এলাকায় নিয়মিত পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ থাকায় চরম সমস্যার মুখে পড়েছেন বহু পরিবার।

স্থানীয়দের অভিযোগ, বারবার সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত স্থায়ী কোনও সমাধান করা হয়নি। ফলে বাধ্য হয়ে বহু মানুষ দূরবর্তী এলাকা থেকে জল সংগ্রহ করছেন। যদিও দপ্তরের পক্ষ থেকে গাড়িতে করে জল সরবরাহ করা হচ্ছে, তবে তা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অপ্রতুল বলে দাবি এলাকাবাসীর।

স্থানীয় বাসিন্দা অমূল্য কর্মকার জানান, গত দুই মাস ধরে এলাকায় পানীয় জলের সরবরাহ পুরোপুরি ব্যাহত। এর ফলে প্রতিদিনের রান্নাবান্না, পানীয় জল সংগ্রহ এবং অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। বিশেষ করে মহিলা, শিশু ও বয়স্কদের সমস্যার মাত্রা আরও বেড়েছে।

এলাকাবাসীদের আরও অভিযোগ, অনেক সময় টিউবওয়েল বা বিকল্প উৎস থেকেও পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ জল পাওয়া যাচ্ছে না। দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যা চলতে থাকায় এলাকায় ক্ষোভ বাড়ছে। স্থানীয়দের দাবি, অবিলম্বে পানীয় জল পরিষেবা স্বাভাবিক করতে প্রশাসনকে জরুরি ভিত্তিতে পদক্ষেপ নিতে হবে।

সোমনাথ ও ভারতের অপরাজেয় চেতনা

নরেন্দ্র মোদী

২০২৬ সালের শুরুর দিকে, সোমনাথ মন্দিরে প্রথম আক্রমণের সহস্রবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত 'সোমনাথ স্বাভিমান পর্ব-তে যোগ দিতে আমি সোমনাথ গিয়েছিলাম। আর এখন, আগামী ১১ই মে আমি পুনরায় সোমনাথ যাবএবার তৎকালীন ভারতের রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ কর্তৃক পুনর্নির্মিত মন্দিরটির উদ্বোধনের ৭৫ বছর পূর্তি উদযাপন করতে। মাত্র ছয় মাসেরও কম সময়ের ব্যবধানে, সোমনাথ এবং তার ধ্বংসস্তূপ থেকে নবজাগরণের পথে- বা যাকে আমরা 'বিধ্বংস থেকে সৃজন' হিসেবে বর্ণনা করি- সেই যাত্রার সাথে সম্পর্কিত দুটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলকের সাক্ষী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করাটা আমার জন্য একটি বিশেষ সম্মানের বিষয়।

সোমনাথ আমাদের এক সভ্যতানির্ভর বার্তা প্রদান করেছে। এর সম্মুখে বিস্তৃত বিশাল সমুদ্র অনাদিত্বের এক অনন্য অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। সমুদ্রের ঢেউগুলো আমাদের বলে যায়- ঝড় যতই প্রবল হোক কিংবা জোয়ার যতই উত্তাল হোক না কেন, মানুষ সর্বদা মর্যাদা ও শক্তির সাথে পুনরায় মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে। ঢেউগুলো বারবার তীরে ফিরে আসে; যেন তারা প্রতিটি প্রজন্মকে এই কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় যে, মানুষের অদম্য প্রাণশক্তিকে কখনোই দীর্ঘকাল ধরে দাবিয়ে রাখা সম্ভব নয়।

আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র বলে: 'প্রভাসং চ পরিক্রম্য পৃথিবীক্রমসম্ভবম। এর অর্থ হলোপবিত্র প্রভাস তীর্থের (সোমনাথ) একবার প্রদক্ষিণ করা সমগ্র পৃথিবীর একবার প্রদক্ষিণ করারই সমতুল্য! মানুষ এখানে প্রার্থনার উদ্দেশ্যে সমবেত হলেও, তারা একইসাথে এমন এক সভ্যতার বিস্ময়কর ধারাবাহিকতাকেও প্রত্যক্ষ করেছে, যার শিখা কখনোই নির্বাপিত হয়নি। সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন ঘটেছে, সময়ের স্রোত পরিবর্তিত হয়েছে, ইতিহাস জয় ও বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে পথ চলেছেতবুও সোমনাথ আমাদের চেতনার গভীরে অটুট হয়ে টিকে রয়েছে।

সেই অগণিত মহান ব্যক্তিত্বদের স্মরণ করার এখনই উপযুক্ত সময়, যাঁরা স্বৈরাচারের মুখেও অটল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ছিলেন লকুলিশ এবং সোম শর্মা- যাঁরা প্রভাসকে দর্শনের এক মহান কেন্দ্রে রূপান্তরিত করেছিলেন। বল্লভীর চক্রবর্তী মহারাজ চতুর্থ ধরসেন শত শত বছর পূর্বে সেখানে দ্বিতীয় মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন। বহিরাক্রমণের মুখে সভ্যতার মর্যাদা রক্ষায় অসামান্য ভূমিকার জন্য ভীমদেব, জয়পাল এবং আনন্দপাল চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। কথিত আছে যে, রাজা ভোজও এই পুনর্নির্মাণ কাজে সহায়তা করেছিলেন। গুজরাটের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শক্তি পুনরুদ্ধারে কর্ণদেব এবং সিদ্ধরাজ জয়সিংহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ভব বৃহস্পতি, কুমারপাল সোলাঙ্কি এবং পাশুপত আচার্যগণ এই তীর্থস্থানটিকে উপাসনা ও বিদ্যার এক মহান কেন্দ্র হিসেবে পুনর্নির্মাণ ও সযত্নে রক্ষা করেছিলেন। বিশালদেব বাঘেলা এবং ত্রিপুরান্তক এই স্থানের বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে সুরক্ষা প্রদান করেছিলেন। ধ্বংসলীলার পর পুনরায় উপাসনা প্রবর্তন ও পুনরুজ্জীবনে মহীপালদেব এবং রা খঙ্গার মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। পুণ্যশ্লোক অহল্যাবাই হোলকার- যাঁর ৩০০তম জন্মবার্ষিকী বর্তমানে উদযাপিত হচ্ছে- তিনিই চরম দুর্দিনেও এই তীর্থের ভক্তিধারার অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ নিশ্চিত করেছিলেন। ছিলেন বরোদার গায়কোয়াড়গণ- যাঁরা তীর্থযাত্রীদের অধিকার সুরক্ষিত করেছিলেন। এবং অবশ্যই, আমাদের এই পুণ্যভূমি ধন্য- কারণ সে বীর হামিরজি গোহিল এবং বীর বেগদাজি ভিলের মতো সাহসী ব্যক্তিত্বদের লালন করেছে; যাঁদের আত্মত্যাগ ও শৌর্য্য আজ সোমনাথের জীবন্ত স্মৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে।

১৯৪০-এর দশকে, যখন স্বাধীনতার উন্মাদনা সমগ্র ভারত জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং সর্দার প্যাটেলের মতো বরেণ্য ব্যক্তিত্বদের নেতৃত্বে এক নতুন প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপিত হচ্ছিল, তখন একটি বিষয় তাঁকে গভীরভাবে পীড়িত করে চলেছিল- তা হলো সোমনাথের দুর্দশা। ১৯৪৭ সালের ১৩ই নভেম্বর, দীপাবলির শুভলগ্নে, তিনি সমুদ্রের জল হাতে নিয়ে মন্দিরটির ভগ্নস্তূপের পাশে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, "(গুজরাটি) নববর্ষের এই পুণ্যলগ্নে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, সোমনাথের পুনর্নির্মাণ করা হবে। আপনারা- সৌরাষ্ট্রের অধিবাসীবৃন্দ- আপনাদের সাধ্যমতো সর্বস্ব দিয়ে এই কাজে ব্রতী হোন। এটি এক পবিত্র কর্মযজ্ঞ, যেখানে সকলেরই অংশগ্রহণ করা উচিত।" সর্দার প্যাটেলের সেই এক উদাত্ত আহ্বানে কেবল গুজরাটের মানুষই নয়, বরং সমগ্র ভারতের মানুষই বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে সাড়া দিয়েছিল।

দুর্ভাগ্যবশত, ভাগ্য সর্দার প্যাটেলকে সেই স্বপ্নের বাস্তবায়ন প্রত্যক্ষ করার সুযোগ দেয়নি, যে স্বপ্নকে তিনি অত্যন্ত আবেগ ও নিষ্ঠার সাথে লালন করেছিলেন। পুনর্নির্মিত সোমনাথ মন্দির ভক্তদের জন্য তার দ্বার উন্মুক্ত করার আগেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেছিলেন। তবুও, প্রভাস পাটনের পবিত্র তীরে তাঁর প্রভাব অব্যাহত ছিল। তাঁর সেই স্বপ্নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার গুরুদায়িত্ব পালন করেন শ্রী কে.এম. মুন্সি, এবং এই কাজে তিনি নওয়ানগরের জামসাহেবের বলিষ্ঠ সমর্থন লাভ করেন। ১৯৫১ সালে, যখন মন্দিরের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হলো, তখন এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভারতের রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদকে আমন্ত্রণ জানানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর তীব্র আপত্তি উপেক্ষা করে ড. প্রসাদ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে একে আরও অধিক বিশেষ ও ঐতিহাসিক করে তুলেছিলেন।

আমার মন ২০০১ সালের অক্টোবরের দিনগুলোতেও ফিরে যায়- ঠিক যখন আমি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলাম। ২০০১ সালের ৩১শে অক্টোবর, সর্দার প্যাটেলের জন্মজয়ন্তীর দিনে, সোমনাথ মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটনের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজনের বিরল সম্মান লাভ করেছিল গুজরাট সরকার। কাকতালীয়ভাবে, দিনটি সর্দার প্যাটেলের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উদযাপনেরও সমাপন হয়েছিল। সেই অনুষ্ঠানে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী এবং তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী এল.কে. আদবানী উপস্থিত ছিলেন।

১৯৫১ সালের ১১ই মে প্রদত্ত তাঁর ভাষণে ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ বলেছিলেন, সোমনাথ মন্দির বিশ্ববাসীর কাছে এই বার্তা ঘোষণা করে যে- অতুলনীয় বিশ্বাস ও ভালোবাসা দ্বারা সিক্ত কোনো কিছুই ধ্বংস করা সম্ভব নয়। তিনি এই আশা প্রকাশ করেছিলেন যে, এই মন্দিরটি মানুষের হৃদয়ে চিরঞ্জীব হয়ে থাকবে। তিনি আরও বলেছিলেন যে, মন্দিরটির পুনর্নির্মাণ ছিল সর্দার প্যাটেলের স্বপ্নেরই এক বাস্তব রূপ; তবে সেই চেতনাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে, মানুষের জীবনে সমৃদ্ধি ফিরিয়ে আনা আমাদের জন্য অত্যন্ত জরুরি। এগুলি ছিল তাঁর প্রদত্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অনুপ্রেরণাদায়ক বার্তা। এটাই সেই পথ, যে পথে আমরা এক দশকেরও বেশি সময় ধরে হেঁটে চলেছি। আমি একে আমার সৌভাগ্য বলেই মনে করি যে'বিকাশ ভি, বীরাসত ভি অর্থাৎ বিকাশও ঐতিহ্যও- এই নীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সোমনাথ থেকে কাশী, কামাখ্যা থেকে কেদারনাথ, অযোধ্যা থেকে উজ্জয়িনী এবং ত্র্যম্বকেশ্বর থেকে শ্রীশৈলম পর্যন্ত আমাদের আধ্যাত্মিক কেন্দ্রগুলোর ঐতিহ্যবাহী রূপ অক্ষুণ্ণ রেখে সেগুলোকে অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধায় সমৃদ্ধ করার সুযোগ আমাদের দলের হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে গৃহীত প্রচেষ্টার পাশাপাশি এই উদ্যোগটি নিশ্চিত করেছে যে, আরও অধিক সংখ্যক মানুষ যেন এই স্থানগুলো পরিদর্শন করতে পারেন। এটি স্থানীয় অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ঘটায়, মানুষের জীবিকা সুরক্ষিত করে এবং 'এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত'-এর চেতনাকে আরও গভীর ও সুদৃঢ় করে তোলে।

সোমনাথকে রক্ষা করতে যাঁরা নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন এবং যাঁরা বারবার এর পুনর্নির্মাণ করেছেন- তাঁদের সংগ্রাম ও আত্মত্যাগ কখনোই বিস্মৃত হবে না। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা অগণিত মানুষ এর হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারে অবদান রেখেছেন। তাঁরা ভারতের প্রতিটি অংশকেই পবিত্র বলে গণ্য করতেন; ভৌগোলিক সীমানা অতিক্রমকারী এক অখণ্ডতার বোধে তাঁরা ছিলেন একে অপরের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। বিভেদ-বিচ্ছিন্নতায় জর্জরিত এই পৃথিবীতে, ঐক্যের এই চেতনা আজ যেকোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক। সোমনাথ তার পূর্ণ মহিমায় চিরকাল মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকবে; কারণঐক্যের বোধ এবং অভিন্ন সভ্যতাকেন্দ্রিক চেতনা প্রতিটি ভারতীয়ের হৃদয়ে আজও অম্লান হয়ে বেঁচে আছে। এর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনস্বরূপ এবং সহস্র বছরের সেই অসাধারণ সাহসিকতাকে স্মরণ করে- আগামী এক হাজার দিন ধরে সোমনাথে বিশেষ পূজার্চনার আয়োজন করা হবে। এই পূজা- অনুষ্ঠানের জন্য বহু মানুষকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অর্থসাহায্য প্রদান করতে দেখে সত্যিই অত্যন্ত আনন্দ অনুভূত হচ্ছে। আমি আমার দেশবাসী ভারতীয়দের প্রতি আহ্বান জানাই- এই বিশেষ সময়ে আপনারা সোমনাথ ভ্রমণে যান। যখন আপনারা সোমনাথের তীরে এসে দাঁড়াবেন, তখন সেখানকার প্রাচীন প্রতিধ্বনিগুলোকে আপনাদের সাথে কথা বলতে দিন। আপনারা কেবল ভক্তির আবেশেই অভিভূত হবেন না, বরং অনুভব করবেন এক সভ্যতার চেতনার প্রবল স্পন্দন- যা কখনো ম্লান হয় না, যা অটুট ও অদম্য। আপনারা অনুভব করবেন ভারতের সেই অপরাজেয় চেতনাকে এবং বুঝতে পারবেন- কেন শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আমাদের সংস্কৃতি চিরকাল অজেয় হয়ে টিকে আছে; আর আপনারা লাভ করবেন সেই শাশ্বত বিজয়ের এক দিব্য দর্শনের সুযোগ। এ অভিজ্ঞতা নিশ্চিতভাবেই অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

জয় সোমনাথ।

(লেখক ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং শ্রী সোমনাথট্রাস্টের চেয়ারম্যানও)

নন্দলাল বসুর অন্তর্ধান রহস্য

সুশোভন অধিকারী

নন্দলাল বসুর এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে চলে যাওয়ায় কলাভবন ঘিরে রবীন্দ্রনাথের আশা যেন নিভে গেল। নিজের ইচ্ছেয় নন্দলাল চলে গিয়েছিলেন বলে মনে হয় না। অবনীন্দ্রনাথ একটা চিঠি দিয়ে তাঁকে কলকাতায় ডেকে নেন। ঘটনার সময়ে রবীন্দ্রনাথ কি আশ্রমে ছিলেন না? যদি থাকেন তাহলে কি তাঁর সঙ্গে দেখা না-করেই চলে গেলেন নন্দলাল?

কলাভবনের প্রথম অধ্যক্ষ কে ছিলেন? সাধারণভাবে আমাদের মনে হবে নিশ্চয়ই নন্দলাল বসু! কিন্তু ইতিহাস তা বলছে না। রবীন্দ্রনাথ চাইলেও, শুরুতে সে-ইচ্ছে পূর্ণ হয়নি তাঁর। ওদিকে কলকাতার শিকড় একেবারে ছিন্ন করে শান্তিনিকেতনে চলে আসা নন্দলালের পক্ষেও সহজ ছিল না। এর অন্যতম কারণ অবনীন্দ্রনাথ। তিনি তাঁর প্রিয়তম শিষ্যটিকে হাতছাড়া করতে গোড়ায় একেবারেই রাজি ছিলেন না।

বিষয়টা আরেকটু খোলসা করে বলা যাক। আজকে যাকে 'কলাভবন' হিসেবে জানি, শুরুতে তার নাম কলাভবন ছিল না। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ আলাদা করে একটা চিত্রকলা বিভাগ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। ভবিষ্যতে সেইটিই 'কলাভবন' নামে পরিচিত। জামাতা নগেন্দ্রকে এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন--- 'নন্দলাল আর সুরেন চিত্রকলা শেখাবেন। নন্দলালের কাছে মদনাপল্লি থেকে একজন ছাত্র আসার কথা আছে।' অর্থাৎ চিত্র বিভাগের কাজ বেশ এগিয়ে চলেছে। বিনোদবিহারী অবশ্য তাঁর স্মৃতিকথায় এই চিত্রকলা বিভাগকে 'কলাভবন' নামেই অভিহিত করেছেন। তাঁর স্মৃতি-আলেখ্য অনুসারে--- 'ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের পুরনো কাঠামো নতুন করে গড়বার সূচনা যখন, সেই মুহূর্তে আমি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে যোগ দিয়েছিলাম। কলা, সংগীত এবং গবেষণা--- এই তিনের সংযোগে বিশ্বভারতীর কল্পনা রবীন্দ্রনাথের মনে জেগেছিল। আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই কলাভবনের সূচনা হয়।'

বিনোদবিহারী তাঁর কলাবিভাগে যোগদানের যে-গল্প শুনিয়েছেন, সে-ও বেশ আকর্ষণীয়। তিনি বলেছেন, "সকালে ক্লাসে চলেছি যথারীতি বই-আসন নিয়ে, এমন সময় ধীরেন্দ্রকৃষ্ণের সঙ্গে শালতলায় আমার সাক্ষাৎ। ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ আমাকে বলেন, 'গুরুদেব কলাভবন খুলেছেন, আমরা যারা ছবি আঁকতে চাই, সেখানে যেতে পারি। আমি চলে গেছি, তুমিও চল।' আমার চেয়ে তাঁর উৎসাহ বেশি। তিনি তখনই আমাকে নিয়ে গেলেন তৎকালীন অধ্যক্ষ বিধুশেখর শাস্ত্রীর কাছে। ক্লাসের বইখাতা আসন তখনও আমার হাতে। 'কলাভবন' বলে নতুন বিভাগ খোলা হয়েছে--- এ খবর শাস্ত্রীমশাই জানতেন না। যাই হোক, বাড়ি থেকে অনুমতিপত্র আনিয়ে দেব, এই প্রতিশ্রুতিতে কলাভবনে যোগ দেবার অনুমতি পেলাম। এরপর ধীরেনকৃষ্ণই আমাকে নিয়ে গেলেন জগদানন্দবাবুর কাছে। জগদানন্দবাবু শুনে অবাক, 'কলাভবন, সে আবার কবে হল?' সব শুনে জগদানন্দবাবু অনুমতি দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরা ছাত্রাবাস থেকে বাক্স-বিছানা দু'জনে ধরাধরি ক'রে শমীন্দ্র-কুটির উপস্থিত হলাম। ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বললেন, "তুমি ও আমি এ ঘরেই থাকব।" কলাভবনের প্রথম যুগের ছাত্র বিনোদবিহারীর কথায় কলাভবনের ছাত্র হিসেবে এমনি করেই তাঁর যোগদান। তাঁর লেখা থেকে বোঝা যাচ্ছে, চিত্রকলা বিভাগ ওরফে কলাভবন তখনও স্বতন্ত্র হয়ে ওঠেনি। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের দায়িত্বে ছিলেন জগদানন্দ রায়, এবং পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী ছিলেন গবেষণা-সহ অন্যান্য বিভাগের অধ্যক্ষ। সদ্যসূচিত কলাভবন ছিল তাঁরই অধীনে। বিনোদের লেখায় আরও জানতে পারি, শমীন্দ্র-কুটির বা কলাভবনের ছাত্রাবাসের কাজ তখনও সম্পূর্ণ হয়নি। বিনোদবিহারী এবং ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ সেই অসমাপ্ত ছাত্রাবাসেই প্রবেশ করেছেন। বিনোদ জানিয়েছেন, 'শমীন্দ্র- কুটির তখনো তৈরি হচ্ছে। চারদিকে ভারা বাঁধা এবং চুনবালি, ইট ইত্যাদি ছড়ানো।' তাছাড়া, বিনোদ এবং ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ কলা বিভাগে যোগ দেওয়ার আগে অসিতকুমার হালদার কলকাতা থেকে যে তিনজন ছাত্রকে পাঠিয়েছেন, তাঁরা তখন থাকেন পাশের ঘরে। বিনোদের কথায়, 'পাশের ঘরে থাকেন অর্ধেন্দুপ্রসাদ, হীরাচাঁদ ও কৃষ্ণকিংকর এবং সকলেই আমার চাইতে বয়সে বেশ বড়। কলকাতার আর্ট-স্কুলে অসিতবাবুর কাছে তাঁরা শিখছিলেন এবং অসিতকুমারের কথামতোই তাঁরা শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে, কলাভবনের প্রথমবেলার ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন অর্ধেন্দুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, হীরাচাঁদ দুগার, কৃষ্ণকিংকর ঘোষ ও ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা। এঁদের সঙ্গে এবারে যোগ দিলেন বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়।

বিনোদবিহারীর স্মৃতিকথা থেকে চোখ সরিয়ে সেই সময়ে শান্তিনিকেতনের অন্যান্য খবরাখবরের দিকে তাকাই। এই পর্বের গড়ে ওঠা চিত্রকলা বিভাগ প্রসঙ্গে 'আশ্রম সংবাদ'-এ বলা হয়েছে, নন্দলাল এবং সুরেন কর এখানে চিত্রবিদ্যার পাঠ দেবেন। এই সময়েই রানুকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন বিশ্বভারতীর সামগ্রিক বিদ্যাচর্চার কথা। বলছেন, 'এখানে আজকাল অধ্যয়ন অধ্যাপনার খুব ধুম পড়ে গেচে। পালি প্রাকৃত সংস্কৃত সিংহলী বাংলা ইংরেজি দর্শন ব্যাকরণ অলঙ্কার ইত্যাদি চলচে। ছবি ও গানও জমে উঠেচে' ইত্যাদি।

তরুণ শিল্পী সুরেন কর যদিও সেই সময় রবীন্দ্রনাথের আশ্রমে ছিলেন। তবে নন্দলাল কলকাতা থেকে এসেছেন জুন মাসের শেষ দিকে। সময়ের হিসেবে ১৯১৯ সালের জুন মাসের শেষে নন্দলাল শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের গরমের ছুটির পর জোড়াসাঁকোর 'বিচিত্রা' স্কুল থেকে শান্তিনিকেতনের চিত্রকলা বিভাগে যোগ দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, এই ব্যবস্থায় অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'রবিকা'র মুখের ওপর কিছু বলতে না-পারলেও মনে মনে একেবারেই খুশি ছিলেন না। যদিও নন্দলাল শান্তিনিকেতনে ছবি আঁকা শেখাতে শুরু করলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাবনা যেন এতদিনে সার্থক রূপ পেল। নন্দলাল যোগ দিলেন বটে, তবে বেশিদিন শান্তিনিকেতনে থাকতে পারলেন না। হঠাৎ গুরু অবনীন্দ্রনাথের ডাক পেয়ে কলকাতায় ফিরে গেলেন। আর গেলেন একেবারে হঠাৎ, কাউকে কিছু না-জানিয়ে। সে এক আলোছায়ার গল্প, সেটা এখানে সেরে রাখি।

নন্দলাল তো গরমের ছুটির পরে শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দিলেন, তারপর পুজোর ছুটির আগে পর্যন্ত রইলেন। তারপর সেই যে পুজোর ছুটিতে কলকাতায় গেলেন--- ব্যস, আর ছুটির শেষে ফিরলেন না। এদিকে রবীন্দ্রনাথ তখন শিলং, গৌহাটি, আগরতলা হয়ে পুজোর ছুটির পরে, নভেম্বরের শেষে শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন করেছেন। ফিরে শুনলেন, পুজোর ছুটির পরে বিদ্যালয় খুললেও নন্দলাল আর কাজে যোগ দেননি। স্বাভাবিকভাবেই রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত হতাশ এবং ক্ষুব্ধ হলেন। তীব্র অভিমানের সঙ্গে পরম বন্ধু C. F Andrews কে চিঠিতে জানালেন, 'Boys have come from holydays and our works have commenced Nandalal has left this place. He has his employment in Calcuttaf This has been a lesson to me'.

নন্দলাল এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে চলে যাওয়ায় কলাভবন ঘিরে রবীন্দ্রনাথের আশা যেন নিভে গেল। নিজের ইচ্ছেয় নন্দলাল চলে গিয়েছিলেন বলে মনে হয় না। অবনীন্দ্রনাথ একটা চিঠি দিয়ে তাঁকে কলকাতায় ডেকে নেন। আবার বিনোদবিহারীর লেখা একটু অন্যরকম--- যা আর কারও লেখায় নেই। তবে প্রত্যক্ষদর্শী ছাত্র হিসেবে বিনোদের সেই বিবরণ নিঃসন্দেহে জরুরি। যাই হোক, বিনোদবিহারীর বয়ান এই রকম--- 'বিশ্বভারতীর অপরিণত অবস্থায় নন্দলাল ও তাঁর ভ্রাতা (মাসতুতো ভাই) সুরেন্দ্রনাথ কর শান্তিনিকেতনে যোগ দেন শিল্পীরূপে। একটি চিত্র-প্রতিযোগিতার ঘোষণা থেকে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের ছাত্ররা নন্দলালের উপস্থিতি প্রথম জানলেন। সম্ভবত ছাত্রদের মধ্যে সৃজনী শক্তির অনুসন্ধান ছিল এই প্রতিযোগিতার লক্ষ্য। প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল এইরূপ: ১, ইলেকট্রিক পোস্ট, ২, গোরু-মোষ, ৩, গাছ ও ফুল। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের অধিকাংশ ছাত্র এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিলেন। প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্তে উপস্থিত হবার পূর্বেই অকস্মাৎ নন্দলাল তাঁর তিনজন ছাত্রসহ আশ্রম ত্যাগ করেন এবং পরে তাঁরা সোসাইটিতে যোগ দেন।' নন্দলালের এই হঠাৎ অন্তর্ধান আমাদের অবাক করে। ঘটনার সময়ে রবীন্দ্রনাথ কি আশ্রমে ছিলেন না? যদি থাকেন তাহলে কি তাঁর সঙ্গে দেখা না-করেই চলে গেলেন নন্দলাল? কিন্তু এমন তো হওয়ার কথা নয়। তাহলে ঠিক কী হয়েছিল--- এইসব নানা প্রশ্ন মনে ঘুরপাক খেতে থাকে। এখনও মনে হয়, নন্দলালের এভাবে চলে যাওয়ার নেপথ্যে ঠিক কী কারণ থাকতে পারে! অথচ নন্দলাল বরাবর রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে, শান্তিনিকেতনের প্রকৃতির মধ্যে অবগাহিত হতে চেয়েছিলেন। ভিতরে ভিতরে শান্তিনিকেতনের প্রতি বিশেষ টান অনুভব করছিলেন। ১৯১৬ নাগাদ রবীন্দ্রনাথ যখন নন্দলাল, মুকুল দে আর সুরেন করকে শিলাইদহে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন--- নন্দলালের জন্য সে হয়ে উঠেছিল মুক্তির আনন্দ। সে-কথা তিনি নিজেই জানিয়েছেন। লিখেছেন, "পদ্মার পরিবেশ দেখাবার জন্যে কবি আমাদের ডাকলেন শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে। গেলুম আমি সুরেন কর আর মুকুল দে। সুরেন আগেই গিয়েছিল কবির সঙ্গে। তখন শীতকাল। নেমেই দেখি কবি স্বয়ং এসেছেন আমাদের নিয়ে যেতে। তাঁর পিছু পিছু হাঁটছি, হঠাৎ দেখি কী, এক ঝাঁক বালিহাঁস উড়ে গেল ঠিক আমাদের মাথার ওপর দিয়ে। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলুম। আমার গতিক দেখে কবি বললেন--- "চলো না, আরও কত দেখবে"। পদ্মার ধূ ধূ চর। নানা পাখি চড়ে কত। সকালে আসে, সন্ধ্যায় ফেরে। তাদের গতিবিধি সব জানা ছিল কবির। সে সব তিনি আবিষ্ট হয়ে দেখতে বলতেন আমাদের।

শিলাইদহে প্রকৃতির সেই উন্মুক্ত কোলে এসে নন্দলালের মনে হয়েছে, 'আমাদের হল হাতে-কলমে নেচার স্টাডির সেই হাতে-খড়ি। আগে ছবি আঁকতুম শাস্ত্র পুরাণ পড়ে। অবনীবাবু পণ্ডিত রেখে পড়াতেন। আইডিয়া পেতুম তখন বই থেকে। কিন্তু এখানে গুরুমশাই হলেন পদ্মার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য আর তার ব্যাখ্যাতা হলেন বিশ্বকবি। এ মণিকাঞ্চনযোগ দুর্লভ। আমাদের এই সৌভাগ্যের সীমা নাই।' এ হেন নন্দলাল বীরভূমের প্রকৃতি আর রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য ত্যাগ করে কাউকে কিছু না-জানিয়ে হঠাৎ শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে গেলেন কেন? এ প্রশ্ন বারবার উঠে আসে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের প্রত্যাবাসনে দ্রুত নাগরিকত্ব যাচাইয়ের আর্জি ভারতের

নয়াদিল্লি, ৭ মে (আইএএনএস): ভারতে থাকা বেআইনি বাংলাদেশি নাগরিকদের প্রত্যাবাসনের জন্য দ্রুত নাগরিকত্ব যাচাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার আর্জি জানাল ভারত। বৃহস্পতিবার বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, বর্তমানে ২,৮৬০টিরও বেশি নাগরিকত্ব যাচাইয়ের মামলা বাংলাদেশের কাছে ঝুলে রয়েছে, যার মধ্যে বহু মামলা পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে অমীমাংসিত।

সাপ্তাহিক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, "ভারত থেকে বেআইনি বাংলাদেশিদের প্রত্যাবাসনের মূল বিষয়টি বাংলাদেশের সহযোগিতার উপর নির্ভর করছে। আমাদের আইন, প্রক্রিয়া এবং দ্বিপাক্ষিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে সমস্ত বেআইনি বিদেশি নাগরিককে ফেরত পাঠানোই ভারতের নীতি।"

তিনি আরও বলেন, "বাংলাদেশ দ্রুত নাগরিকত্ব যাচাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে বলে আমরা আশা করছি, যাতে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া মসৃণভাবে সম্পন্ন করা যায়।"

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির জয়ের পর বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী খলিলুর রহমান-এর মন্তব্য প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে রণধীর জয়সওয়াল বলেন, "গত কয়েকদিন ধরে এই ধরনের মন্তব্য আমরা দেখছি। এগুলিকে বেআইনি বাংলাদেশিদের প্রত্যাবাসনের মূল ইস্যুর প্রেক্ষিতেই দেখা উচিত।"

তিস্তা নদী ইস্যুতে চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের আলোচনার বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "ভারত ও বাংলাদেশ ৫৪টি নদী ভাগ করে নেয়। জল সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ে আলোচনার জন্য দুই দেশের মধ্যে নির্দিষ্ট দ্বিপাক্ষিক কাঠামো রয়েছে এবং সেই বৈঠক নিয়মিত হয়।"

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী খলিলুর রহমান ৫ থেকে ৭ মে পর্যন্ত তিন দিনের সফরে চীন-এ রয়েছেন। তিনি চীনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই-এর আমন্ত্রণে এই সফরে গিয়েছেন।

এদিকে, গত মাসে ভারত বাংলাদেশের পরবর্তী হাইকমিশনার হিসেবে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দিনেশ ত্রিবেদী-র নাম ঘোষণা করে। তিনি এর আগে রেলমন্ত্রী এবং স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব সামলেছেন।

৮ এপ্রিল বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী খলিলুর রহমানের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়।

সোশ্যাল মিডিয়ায় জয়শঙ্কর লিখেছিলেন, "দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিক শক্তিশালী করার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পরিস্থিতি নিয়েও মতবিনিময় হয়েছে।"

খলিলুর রহমানের ভারত সফর বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে, কারণ ফেব্রুয়ারিতে বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় আসার পর এটিই কোনও বাংলাদেশি মন্ত্রীর প্রথম ভারত সফর।

র আগে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনুস-এর আমলে হিন্দু সংখ্যালঘুদের উপর হামলা এবং ভারতবিরোধী বক্তব্যের জেরে দুই দেশের সম্পর্কের টানাপোড়েন তৈরি হয়েছিল বলে কূটনৈতিক মহলের মত।

ফেব্রুয়ারিতে লোকসভার স্পিকার ওম বিরলা ঢাকা সফরে গিয়ে বিএনপি সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দেন এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারিক রহমান-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

প্রধানমন্ত্রী মোদির বেঙ্গালুরু সফর ঘিরে জোর প্রস্তুতি, জানাল কর্নাটক বিজেপি

বেঙ্গালুরু, ৭ মে (আইএএনএস): পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন শেষ হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র বেঙ্গালুরু সফর ঘিরে জোর প্রস্তুতি শুরু করেছে কর্নাটক বিজেপি। বৃহস্পতিবার এই কথা জানিয়েছেন কর্নাটক বিধানসভার বিরোধী দলনেতা আর. অশোকা। বেঙ্গালুরুতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আর. অশোক বলেন, "বিজেপির সাফল্য এখন বিশ্বজোড়া পরিচিত। এমনকি আমেরিকার রাষ্ট্রপতিও প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।" তিনি আরও বলেন, পশ্চিমবঙ্গে প্রথমবার বিজেপির সরকার গঠন দলীয় কর্মীদের কাছে গর্বের বিষয়।

তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী বেঙ্গালুরুর জনগণের উদ্দেশে ভাষণ দেবেন এবং এই কর্মসূচি সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। আর. অশোক বলেন, "দলের সমস্ত কর্মী এবং সাধারণ মানুষকে এই অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানানো হচ্ছে। প্রস্তুতি নিয়ে ইতিমধ্যেই একাধিক বৈঠক হয়েছে।"

তিনি জানান, তুমকুর রোড সংলগ্ন বিধানসভা কেন্দ্রগুলির বিজেপি কর্মীরা চিত্রদুর্গের কর্মসূচিতে যোগ দেবেন। অন্যদিকে, বেঙ্গালুরু আরবান জেলার ১০টি বিধানসভা কেন্দ্রের কর্মীরা বেঙ্গালুরুর অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন।

বিধানসভা উপনির্বাচনের ফল প্রসঙ্গে আর. অশোক বলেন, "উপনির্বাচনের ফলকে কখনও বিধানসভা নির্বাচনের মানদণ্ড হিসেবে ধরা উচিত নয়।"

তাঁর বক্তব্য, "বিজেপি ক্ষমতায় থাকার সময় আমরা ১৫টি উপনির্বাচনে জয় পেয়েছিলাম। কিন্তু পরে বিধানসভা নির্বাচনে সরকার গঠন করতে পারিনি। তাই উপনির্বাচনের ফল সবসময় ভবিষ্যৎ নির্বাচনের ইঙ্গিত দেয় না।"

উল্লেখ্য, ১০ মে কর্নাটক সফরে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পশ্চিমবঙ্গ, অসম এবং পুদুচেরির বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ-র বড় জয়ের পর এই প্রথম কর্নাটকে আসছেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রীর সফর উপলক্ষে বৃহস্পতিবার কর্নাটক বিজেপির তরফে এক প্রস্তুতি বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী অরবিন্দ লিম্বাবলি, প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী অশ্বথ নারায়ণ, বিধায়ক এস.আর. বিশ্বনাথ, মুনিরাজু, সি.কে. রামমূর্তি এবং বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক নন্দীশ রেড্ডি-সহ অন্যান্য নেতারা।

প্রধানমন্ত্রী মোদি ১০ মে বেঙ্গালুরু সফরে এসে আর্ট অফ লিভিং ফাউন্ডেশন-এর ৪৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এবং সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা শ্রী শ্রী রবি শঙ্কর-এর ৭০তম জন্মদিনের অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন।

আশ্রমের তরফে প্রকাশিত বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে মূল ভাষণ দেবেন এবং নতুন ধ্যান মন্দিরের উদ্বোধন করবেন। পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্য, গ্রামীণ উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং সামাজিক পরিবর্তন সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকল্পেরও সূচনা করবেন।

এই উদযাপনের অংশ হিসেবে আগামী ১৩ মে বিশ্বশান্তির উদ্দেশ্যে এক বিশ্বব্যাপী ধ্যান কর্মসূচির আয়োজন করা হবে, যার নেতৃত্ব দেবেন শ্রী শ্রী রবিশঙ্কর।

শ্রীরামপুরে পুলিশকর্মীকে মারধরের অভিযোগে গ্রেফতার তৃণমূল কাউন্সিলর

কলকাতা, ৭ মে (আইএএনএস): হুগলির শ্রীরামপুরে এক পুলিশ আধিকারিককে মারধর করে নাক ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার হলেন রাজেশ শাহ নামে এক তৃণমূল কাউন্সিলর। এই ঘটনায় মোট তিন জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার ধৃতদের শ্রীরামপুর আদালতে তোলা হয় এবং পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানানো হয়।

অভিযুক্ত কাউন্সিলর রাজেশ শাহ ওরফে কুকুয়া অবশ্য তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করে দাবি করেছেন, তাঁকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হতে হচ্ছে।

আহত পুলিশ আধিকারিক স্থানীয় একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন বলে পুলিশ সূত্রে খবর। পুলিশ জানিয়েছে, বুধবার হুগলির শ্রীরামপুর পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের টিন বাজার এলাকায় একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায়। ওই কেন্দ্রটি বন্ধ ছিল এবং তালা খোলার জন্য পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী সেখানে যায়।

সেই সময় তৃণমূল কাউন্সিলর রাজেশ শাহ সেখানে গিয়ে বাধা দেন বলে অভিযোগ। পুলিশকর্মীদের সঙ্গে তাঁর বচসা শুরু হয়। অভিযোগ, এরপর তিনি এক সহকারী সাব-ইনস্পেক্টরকে ঘুষি মারেন, যার ফলে ওই পুলিশকর্মীর নাক দিয়ে রক্তপাত শুরু হয়।

ঘটনার পর পুলিশ রাজেশ শাহ এবং তাঁর দুই সহযোগীকে গ্রেফতার করে।

যদিও আদালতে নিয়ে যাওয়ার পথে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজেশ শাহ দাবি করেন, রাজ্য সরকারের 'পাড়ায় সমাধান' প্রকল্পের অধীনে ওই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছিল।

তাঁর অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর বিজেপি এবং সিপিআই(এম) ওই কেন্দ্রের দখল নেওয়ার চেষ্টা করে, যার জেরেই সংঘর্ষের পরিস্থিতি তৈরি হয়।

তবে পুলিশকে মারধরের অভিযোগ তিনি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। তাঁর দাবি, তাঁর ও তাঁর স্ত্রীর ওয়ার্ডে তৃণমূল এগিয়ে থাকায় রাজনৈতিক প্রতিহিংসা থেকেই তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, ৪ মে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ভোট-পরবর্তী হিংসার অভিযোগ সামনে আসছে। কোথাও তৃণমূল কর্মীদের মারধর ও দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে, আবার কোথাও বিজেপি কর্মীদের উপর হামলার অভিযোগও সামনে এসেছে। পুলিশ জানিয়েছে, ভোট-পরবর্তী হিংসায় জড়িতদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে।

তামিলনাড়ুতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণে তৎপর টিভিকে, জোট সমর্থন জোগাড়ে জোর প্রচেষ্টা

চেন্নাই, ৭ মে (আইএএনএস): তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনে কোনও দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় সরকার গঠন ঘিরে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা জারি রয়েছে। এর মধ্যেই অভিনেতা-রাজনীতিক সি. জোসেফ বিজয় নেতৃত্বাধীন তামিলগা ভেট্রি কাজাগাম (টিভিকে) ২৩৪ আসনের বিধানসভায় ১০৮টি আসন জিতে একক বৃহত্তম দল হিসেবে উঠে এসেছে।

কংগ্রেসের সমর্থনে জোটের শক্তি বেড়ে ১১২-এ পৌঁছালেও সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় ১১৮ আসনের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থেকে এখনও ছয়টি আসন দূরে রয়েছে টিভিকে।

এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার রাজ্যপাল রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ আরলেকার-এর সঙ্গে দেখা করে সরকার গঠনের দাবি জানান বিজয়। তবে সূত্রের খবর, পর্যাপ্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রমাণ ছাড়া সরকার গঠনের আমন্ত্রণ জানানো সম্ভব নয় বলে তাঁকে জানিয়ে দেন রাজ্যপাল।

এরপর বুধবার ফের রাজ্যপালের সঙ্গে প্রায় ৪০ মিনিট বৈঠক করেন বিজয়। পরে রাজভবনের তরফে প্রকাশিত বিবৃতিতে জানানো হয়, টিভিকের কাছে এখনও সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় বিধায়কের সংখ্যা নেই বলে বৈঠকে স্বীকার করেছেন বিজয়।

সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের লক্ষ্যে বুধবার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জোরদার আলোচনা শুরু করেছে টিভিকে নেতৃত্ব।

দলের সাধারণ সম্পাদক সিটিআর নির্মল কুমার বাম দলগুলির রাজ্য সম্পাদকদের সঙ্গে বৈঠক করে সমর্থন চেয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

একই সঙ্গে টিভিকের প্রতিনিধি অরুণরাজ ও মুস্তাফা ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগের জাতীয় সভাপতি কাদের মহিউদ্দিন-এর সঙ্গে বৈঠক করেন।

বৈঠকের পর কাদের মহিদিন সাংবাদিকদের বলেন, "একক বৃহত্তম দলের নেতা হিসেবে সরকার গঠনের দাবি জানানোর পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার রয়েছে বিজয়ের।"

তবে তিনি স্পষ্ট করেন, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভারতীয় ইউনিয়ন মুসলিম লীগ নেতৃত্ব এম. কে. স্ট্যালিন-এর সঙ্গে আলোচনা করবে।

তিনি বলেন, "আমরা প্রায় ৩০ বছর ধরে দ্রাবিড় মুনেত্র কাঝগম জোটের সঙ্গে রয়েছি। তাই যে কোনও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ডিএমকে নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করেই নেওয়া হবে।"

বর্তমানে টিভিকের সরকার গঠনের জন্য অন্তত আরও ছয় জন বিধায়কের সমর্থন প্রয়োজন। বাম দল এবং ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগ মিলিয়ে মোট ছয়টি আসন রয়েছে, ফলে বিজয়ের ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনায় তাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

এদিকে, সিটিআর নির্মল কুমার স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে, বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ-র সমর্থন টিভিকে চাইবে না। ফলে বিজেপির সঙ্গে কোনও জোটের সম্ভাবনাও কার্যত উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

শুভেন্দু অধিকারীর সহকারীর খুনে ব্যবহৃত মোটরবাইক উদ্ধার, মালিকানা নিয়ে ধোঁয়াশা

কলকাতা, ৭ মে (আইএএনএস): পশ্চিমবিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী-র দীর্ঘদিনের ব্যক্তিগত সহকারী চন্দ্রনাথ রথ খুনের ঘটনায় ব্যবহৃত মোটরবাইক উদ্ধার করল বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)। তবে মোটরবাইক এবং ঘটনায় ব্যবহৃত চারচাকা গাড়ির প্রকৃত মালিকানা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা কাটেনি।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে বিজেপির একটি কর্মসূচি থেকে ফেরার সময় চন্দ্রনাথ রথের গাড়িকে অনুসরণ করছিল একটি মোটরবাইক।

উত্তর ২৪ পরগনার মধ্যমগ্রাম-এর দোহারিয়া মোড়ে পৌঁছতেই একটি চারচাকা গাড়ি তাঁর গাড়ির পথ আটকে দেয় বলে অভিযোগ।

গাড়ি থামতেই হেলমেট পরা এক দুষ্কৃতী মোটরবাইক নিয়ে পাশে এসে কাছ থেকে এলোপাথাড়ি গুলি চালায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় চন্দ্রনাথ রথের। গুরুতর জখম হন তাঁর গাড়ির চালক বুদ্ধদেব বেরা।

পুলিশ সূত্রে খবর, বুধবার রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ খুনের ঘটনার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পথ আটকানো চারচাকা গাড়িটির সন্ধান মেলে। বৃহস্পতিবার বিকেলে ঘটনাস্থল থেকে প্রায় চার কিলোমিটার দূরে পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় মোটরবাইকটি।

শুভেন্দু অধিকারী জানান, এই তথ্য পুলিশই তাঁকে দিয়েছে।

তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, মোটরবাইকটির নথিভুক্ত মালিক হিসেবে মোটর ভেহিকলস দফতরের রেকর্ডে বিভাস ভট্টাচার্য নামে এক ব্যক্তির নাম রয়েছে। ঠিকানা হিসেবে পশ্চিম বর্ধমানের বার্নপুর শিল্পাঞ্চলের একটি কারখানা কোয়ার্টারের উল্লেখ রয়েছে।

কিন্তু তদন্তে পুলিশ জানতে পারে, ওই ঠিকানায় কখনও বিভাস ভট্টাচার্য নামে কেউ থাকতেন না। বর্তমানে সেখানে বসবাস করেন ধর্মবীর কুমার নামে এক ব্যক্তি। তিনি জানিয়েছেন, তাঁর কোনও মোটরবাইক নেই এবং বিভাস ভট্টাচার্য নামে কাউকে তিনি চেনেনও না।

অন্যদিকে, যে চারচাকা গাড়িটি চন্দ্রনাথ রথের গাড়ির পথ আটকেছিল, তার নম্বরপ্লেটও ভুয়ো বলে জানা গিয়েছে। ওই নম্বরটি আসলে অন্য একটি গাড়ির নামে নথিভুক্ত, যার মালিক উইলিয়াম জোসেফ। তিনি দার্জিলিং জেলার মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি এলাকার একটি চা বাগানের ম্যানেজার।তদন্তে জানা গিয়েছে, প্রকৃত গাড়িটি এখনও উইলিয়াম জোসেফের কাছেই রয়েছে এবং সেটির রং ও মডেলও আলাদা।

বুধবার রাতেই পশ্চিমবঙ্গের ডিজি এস. এন. গুপ্ত নিশ্চিত করেছিলেন যে মোটরবাইক ও চারচাকা গাড়ি দু'টিরই নম্বরপ্লেট ভুয়ো ছিল।

পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, যেভাবে এই হামলা চালানো হয়েছে, তাতে স্পষ্ট যে খুনের পরিকল্পনা অনেক আগেই করা হয়েছিল এবং দীর্ঘদিন ধরে চন্দ্রনাথ রথের গতিবিধির উপর নজর রাখা হচ্ছিল।তদন্তকারীদের মতে, হামলাকারী যেভাবে গাড়ির পাশে এসে কাছ থেকে অন্তত ১০ রাউন্ড গুলি চালিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়, তাতে সে পেশাদার ও অভিজ্ঞ শার্পশুটার বলেই মনে করা হচ্ছে।

১২ মে অসমে এনডিএ সরকারের শপথগ্রহণ উপস্থিত থাকবেন মোদি-শাহ: দিলীপ শইকিয়া

গুয়াহাটি, ৭ মে (আইএএনএস): আগামী ১২ মে গুয়াহাটির খানাপাড়ায় বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-সহ এনডিএ-র একাধিক শীর্ষ নেতা। বৃহস্পতিবার এই ঘোষণা করেন অসম বিজেপির সভাপতি দিলীপ সাইকিয়া।

সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে দিলীপ শইকিয়া জানান, খানাপাড়ার ভেটেরিনারি কলেজের মাঠে সকাল ১১টা থেকে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান শুরু হবে। অনুষ্ঠানে এক লক্ষেরও বেশি মানুষের উপস্থিতি হতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, "অসমজুড়ে নতুন এনডিএ সরকার গঠনকে ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। বহু মানুষ এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী থাকতে খানাপাড়ায় উপস্থিত হবেন।"

দিলীপ শইকিয়ার কথায়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ১২ মে সকাল প্রায় ১০টা ১৫ মিনিট নাগাদ গুয়াহাটির লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরদলই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছবেন। সেখান থেকে তিনি নারেঙ্গি হেলিপ্যাড হয়ে অনুষ্ঠানস্থলে যাবেন।

তিনি আরও জানান, অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, বিভিন্ন এনডিএ শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও উপমুখ্যমন্ত্রীদের পাশাপাশি বিজেপির বহু শীর্ষ নেতা উপস্থিত থাকবেন। বিজেপির প্রাক্তন সর্বভারতীয় সভাপতি জে. পি. নাড্ডা-ও অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন বলে জানা গিয়েছে।

শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। দল ও রাজ্য সরকারের তরফে একাধিক মন্ত্রী এবং সংগঠনের নেতাদের বিভিন্ন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, আগামী ১০ মে বিজেপি বিধায়ক দল এবং এনডিএ বিধায়ক দলের বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে বলেও জানিয়েছেন দিলীপ শইকিয়া। ওই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন জে.পি. নাড্ডা এবং নায়েব সিং সাইনি। বৈঠকে নতুন বিধায়ক দলনেতা নির্বাচনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে পারে বলে সূত্রের খবর।

মালদহে বিজেপি সমর্থককে কুপিয়ে খুন, গ্রেফতার ২

কলকাতা, ৭ মে (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলার ইংলিশ বাজার এলাকায় এক বিজেপি সমর্থককে কুপিয়ে খুনের ঘটনায় দু'জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মৃতের নাম কিশান হালদার (২৮)।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার গভীর রাতে ইংলিশ বাজার পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের গাদুয়া মোড় এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। পরিবারের অভিযোগ, বুধবার রাতে কয়েকজন যুবক কিশানকে ফোন করে ডেকে নিয়ে যায়। এরপর তিনি আর বাড়ি ফেরেননি।

পরে মহেশপুরের বাগানপাড়া এলাকা থেকে, যা তাঁর বাড়ি থেকে প্রায় ৫০০ মিটার দূরে, কিশানের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়। দেহের পাশ থেকে একটি বড় ছুরিও উদ্ধার করেছে পুলিশ।

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়েই খুন করা হয়েছে কিশানকে। ঘটনায় তাঁর আরও দুই বন্ধু আহত হয়েছেন বলেও জানা গিয়েছে। এই ঘটনায় প্রতিবেশী গোলাম হালদার ও তাঁর ছেলে সুমন হালদার-সহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

তবে বিজেপির দাবি, এটি রাজনৈতিক খুন নয়। স্থানীয় কিছু যুবকের মধ্যে ব্যক্তিগত বিবাদের জেরেই এই ঘটনা ঘটেছে। কিশানের সঙ্গে গোলাম ও সুমনের দীর্ঘদিনের বিবাদ ছিল বলেও জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যেই পুলিশ দু'জনকে গ্রেফতার করেছে।

বিজেপির আরও দাবি, অভিযুক্তদের কোনও রাজনৈতিক পরিচয় নেই।

ঘটনার পরেই এলাকায় পৌঁছয় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

উল্লেখ্য, ৪ মে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে রাজনৈতিক হিংসার অভিযোগ সামনে এসেছে। কোথাও তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের মারধর ও দলীয় কার্যালয় ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে, আবার কোথাও বিজেপি কর্মীদের উপর হামলার ঘটনাও ঘটেছে। পুলিশ জানিয়েছে, হিংসার সঙ্গে যুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

'অপারেশন সিঁদুর শেষ নয়, এটাই শুরু' প্রথম বর্ষপূর্তিতে কড়া বার্তা সেনাবাহিনীর

জয়পুর, ৭ মে (আইএএনএস): অপারেশন সিঁদুরের প্রথম বর্ষপূর্তিতে বৃহস্পতিবার জয়পুরের সাউথ ওয়েস্টার্ন কমান্ডে এক যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে ভারতের তিন বাহিনীর শীর্ষ আধিকারিকরা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কড়া বার্তা দিলেন। তাঁদের বক্তব্য, এই অভিযান কোনও সমাপ্তি নয়, বরং ভারতের নতুন কৌশলগত সংকল্পের সূচনা।

সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল জুবিল এ. মিনওয়ালা, লেফটেন্যান্ট জেনারেল রাজীব ঘাই, এয়ার মার্শাল অবধেশ কুমার ভারতী এবং ভাইস অ্যাডমিরাল এ. এন. প্রমোদ। পরে অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং-এরও।

লেফটেন্যান্ট জেনারেল রাজীব ঘাই বলেন, "অপারেশন সিঁদুর স্পষ্ট করে দিয়েছে, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের লড়াই অব্যাহত থাকবে।" তিনি দাবি করেন, বর্তমানে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে ব্যবহৃত প্রায় ৬৫ শতাংশ অস্ত্র দেশেই তৈরি হচ্ছে। তিনি আরও জানান, "অপারেশন সিঁদুরে পাকিস্তানের ১০০-র বেশি সেনা নিহত হয়েছে এবং ভারতের নিশানায় থাকা ৯টি জঙ্গি ঘাঁটিতে ১০০-র বেশি জঙ্গি খতম হয়েছে।" পাকিস্তানের প্রচারযুদ্ধ নিয়েও কটাক্ষ করে তিনি বলেন, "যদি পাকিস্তান প্রচারের বদলে সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বেশি গুরুত্ব দিত, তাহলে হয়তো তাদের পারফরম্যান্স আরও ভালো হত।"

রাজীব ঘাইয়ের বক্তব্য, "অপারেশন সিঁদুর দেখিয়ে দিয়েছে পাকিস্তানে কোনও জঙ্গি ঘাঁটিই আর নিরাপদ নয়। ভারত তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সব ধরনের পদক্ষেপ নেবে।"

তিনি জানান, ২০২৫ সালের ৭ মে অভিযানের সময় ভারতীয় সেনা সাতটি এবং বায়ুসেনা দুটি লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানে। যুদ্ধবিরতি প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, "ভারী ক্ষতির পর পাকিস্তান যুদ্ধবিরতির আবেদন জানায়। আমরা পিছিয়ে এসেছি, কিন্তু তা দুর্বলতা নয়।"

তিনি কবি দুষ্যন্ত কুমার-এর লাইন উদ্ধৃত করে বলেন, "শুধু হইচই করা আমার উদ্দেশ্য নয়, পরিস্থিতি বদলানোই লক্ষ্য।"

এয়ার মার্শাল অবধেশ কুমার ভারতী পাহেলগাঁও জঙ্গি হামলাকে "দেশের জন্য গভীর বেদনাদায়ক ঘটনা" বলে উল্লেখ করেন। তাঁর কথায়, "যখন শান্তির ইচ্ছাকে দুর্বলতা হিসেবে দেখা হয়, তখন আমাদের হাতে পদক্ষেপ করা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকে না।"

তিনি স্পষ্ট করেন, ভারতের লড়াই ছিল শুধুমাত্র জঙ্গি ও তাদের মদতদাতাদের বিরুদ্ধে। "আমরা এমনভাবে অভিযান চালিয়েছি যাতে কোনও সাধারণ নাগরিকের ক্ষতি না হয়," বলেন তিনি। তাঁর দাবি, অপারেশনে পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরের ৯টি জঙ্গি ঘাঁটি ধ্বংস হয়েছে, ১১টি এয়ারফিল্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ১৩টি বিমান ভূপাতিত করা হয়েছে।

ভাইস অ্যাডমিরাল এ.এন. প্রমোদ বলেন, "এই অভিযান যৌথতা, আত্মনির্ভরতা এবং দেশীয় প্রযুক্তির শক্তিকে তুলে ধরেছে।" তিনি জানান, তিন বাহিনীর মধ্যে সমন্বয় ও দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণই অভিযানের সাফল্যের মূল চাবিকাঠি ছিল।

তিনি আরও বলেন, "ভারতীয় নৌসেনা, সেনাবাহিনী ও বায়ুসেনা যে কোনও সময়, যে কোনও জায়গায়, নির্ভুলভাবে গভীর আঘাত হানতে সক্ষম।"

লেফটেন্যান্ট জেনারেল জুবিল এ. মিনওয়ালা বলেন, "চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ (সিডিএস) পদ সৃষ্টিসহ সরকারের একাধিক সংস্কারের ফলেই অপারেশন সিঁদুর সফল হয়েছে।" তিনি জানান, ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্রের মতো একাধিক হুমকির মোকাবিলায় সমন্বিত প্রতিরক্ষা কাঠামো আরও শক্তিশালী করা হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার আগরতলা কংগ্রেস ভবনে ধর্মনগর উপনির্বাচন, এডিসি নির্বাচন এবং ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠকে প্রদেশ সভাপতি আশিস সাহা, বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ, সহ অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃত্ব। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

জ্বর, পেশির যন্ত্রণা দিয়ে শুরু, হতে পারে মৃত্যুও

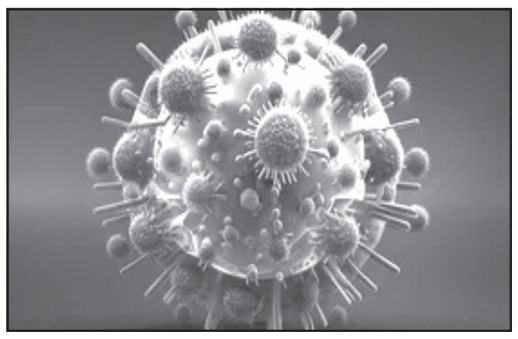

জানা গিয়েছে, হান্টা ভাইরাসের একটি প্রকাপ, অ্যানডেস ভাইরাস পাওয়া গিয়েছে। মূলত দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনা, চিলিতেই এই ভাইরাসের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। মানবদেহ থেকে সংক্রমিত হয় এই ভাইরাস। এটি কোভিডের মতো আকার ধারণ না করলেও, যথেষ্ট সংক্রামক।

আবার এক ভাইরাসের থাবা। ছড়িয়ে পড়ছে হান্টা ভাইরাস । ইতিমধ্যেই অনেকে আক্রান্ত। দ্বিতীয় করোনা ভাইরাস হতে চলছে হান্টা ভাইরাস? কী এই ভাইরাস, কীভাবে ছড়াচ্ছে, জেনে নিন বিস্তারিত। লাক্সারি ক্রুজ শিপে ছড়িয়ে পড়েছে হান্টা ভাইরাস। ওই ক্রুজের বেশ কয়েকজন যাত্রীর রিপোর্ট পজেটিভ আসতেই আতঙ্ক ছড়িয়েছে। আমেরিকার তিনটি স্টেটে নজরদারি চালানো হচ্ছে সম্ভাব্য সংক্রমণের আশঙ্কায়।

জানা গিয়েছে, হান্টা ভাইরাসের একটি প্রকার- অ্যানডেস ভাইরাস পাওয়া গিয়েছে। মূলত দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনা, চিলিতেই এই ভাইরাসের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। মানবদেহ থেকে সংক্রমিত হয় এই ভাইরাস। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, এটি কোভিডের মতো আকার ধারণ না করলেও, যথেষ্ট সংক্রামক। এই ভাইরাস সংক্রমণের কোনও চিকিৎসা নেই।

কীভাবে ছড়ায় এই ভাইরাস?— ইঁদুর-ছুঁচো থেকে ছড়ায় হান্টা ভাইরাস। ইদুরের মূত্র, লালা বা শরীর থেকে নির্গত তরলের সংস্পর্শে এলে এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে। বাতাসের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে এই ভাইরাস।

রোগের উপসর্গ কী?--- হান্টা ভাইরাসের প্রধান উপসর্গগুলি হল জ্বর, পেশির যন্ত্রণা, পেটের সমস্যা। সাধারণ ফ্লু বা সংক্রমণের মতো মনে হলেও, এই ভাইরাস অনেক বেশি মারণ রূপ ধারণ করে। ফুসফুসে জল জমতে থাকে। হান্টা ভাইরাসে মৃত্যুর হার ৫০ শতাংশ। কত দিন শরীরে থাকে হান্টা ভাইরাস? বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী, মানবদেহে এক থেকে ছয় সপ্তাহ থাকে এই সংক্রমণ। তার থেকে বেশি সময়ও থাকতে পারে হান্টা ভাইরাস। একটি লাক্সারি ক্রুজ জাহাজ, যা দক্ষিণ আটলান্টিকের আন্টার্কটিকা, সাউথ জর্জিয়া, সেন্ট হেলেনা, নাইটেঙ্গেল আইল্যান্ড ঘুরে এসেছে, সেখানে কয়েকজন যাত্রীর শরীরে হান্টা ভাইরাস পাওয়া গিয়েছে। ইতিমধ্যেই তিন যাত্রীর মৃত্যুর খবর মিলেছে। আক্রান্ত আরও কমপক্ষে পাঁচজন। এই ক্রুজ শিপের একজন যাত্রী জুরিখের হাসপাতালে ভর্তি। দক্ষিণ আফ্রিকা কর্তৃপক্ষও আগে জানিয়েছিল যে দুইজন যাত্রীর রিপোর্ট পজেটিভ এসেছিল। এদের মধ্যে একজন ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে ভর্তি, অন্যজন মারা গিয়েছেন। ২৩টি দেশের যাত্রী রয়েছে ওই ক্রুজ শিপে। এখন সেই ক্রুজ শিপ স্পেনের কেনেরি আইল্যান্ডের দিকে যাচ্ছে।

রাতে কি সত্যিই টক খাওয়া ভাল না

রাতে টক খাবার খাওয়া অনেকেরই অভ্যাস, বিশেষ করে এই আমের মরসুমে। কিন্তু এই স্বাদের আড়ালে লুকিয়ে আছে বড় স্বাস্থ্যঝুঁকি। পুষ্টিবিদদের মতে, এটি শরীরের হজমের সমস্যা এবং শ্লেষ্মা বাড়িয়ে দিতে পারে, যা আপনার রাতের প্রশান্তির ঘুম নষ্ট করার জন্য যথেষ্ট। বাইরে ঝোড়ো হাওয়া আর অকালবৃষ্টিতে গাছ থেকে টুপটুপ করে পড়ছে কাঁচা আম। সারাদিন কাজের চাপে সময় না হওয়ায় অনেকেই রাতের বেলা আয়েশ করে আম মাখিয়ে খেতে বসেন। কিন্তু এই জিভে জল আনা স্বাদই কি কাল হয়ে দাঁড়াচ্ছে না তো আপনার শরীরের জন্য?

সূর্য ডোবার পর টক খেতে নেই- বড়দের এই কথাকে আমরা অনেকেই পুরনো আমলের কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দেন। আসলে এই বারণের পেছনে লুকিয়ে আছে আধুনিক পুষ্টিবিজ্ঞান আর আয়ুর্বেদের এক গভীর এবং অকাট্য যুক্তি। শরীরকে সুস্থ রাখতে এই নিয়ম মেনে চলা জরুরি।

টক জাতীয় খাবার প্রকৃতিগতভাবেই অম্লীয় বা অ্যাসিডিক যা পাকস্থলীর ভারসাম্য নষ্ট করতে খুব পটু। ঘুমানোর ঠিক আগে এগুলো খেলে পাকস্থলীতে অ্যাসিডের মাত্রা হঠাৎ করেই অনেকটা বেড়ে যেতে শুরু করে। এর ফলে বুক জ্বালাপোড়া বা মারাত্মক অ্যাসিডিটির সমস্যায় ভুগতে হতে পারে আপনাকে।

আয়ুর্বেদ শাস্ত্র বলছে, রাতে টক খাবার খেলে শরীরের ভেতরে শ্লেষ্মা বা কফ তৈরির প্রবণতা বেড়ে যায়। এর ফলে হুট করেই সর্দি-কাশি হওয়া বা শ্বাসকষ্টের মতো অস্বস্তি দেখা দেওয়ার ঝুঁকি থেকে যায়। ভোরের দিকে নাক বন্ধ হয়ে আসা বা ক্লান্তিবোধ হওয়ার এটি অন্যতম বড় কারণ। যাঁরা কঠোর ডায়েট করে ওজন কমানোর চেষ্টা করছেন, তাঁদের জন্য রাতের টক খাবার দুঃস্বপ্ন হয়ে উঠতে পারে। টক স্যুপ বা ভিনিগারযুক্ত খাবার শরীরে জলীয় অংশ জমিয়ে ফেলে এবং ওজন বাড়িয়ে দেওয়ার পথ প্রশস্ত করে। তাই ডায়েট চার্টে রাতের বেলা টক খাবার রাখা মোটেও বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। দিনের বেলা আমাদের শরীর যতটা সক্রিয় থাকে, সূর্যাস্তের পর বিপাক প্রক্রিয়া বা মেটাবলিজম ততটাই ধীর হয়ে যায়। এই সময়ে পাচক রসগুলো খাবার হজম করার জন্য দিনের মতো অতটা শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে পারে না। ফলে রাতের টক খাবার পেটে গিয়ে হজমের বদলে অস্বস্তিই বেশি তৈরি করে।

ঘুমানোর আগে কিছু খেলে শরীর সেই খাবার থেকে হঠাৎ করে প্রচুর পরিমাণে শক্তি বা এনার্জি পেয়ে যায়। ঘুমের সময় শরীরের এই বাড়তি শক্তির প্রয়োজন নেই, বরং এনার্জি লেভেল কমে আসাটাই স্বাভাবিক নিয়ম। এই বাড়তি উদ্দীপনা আপনার মস্তিষ্কের শান্ত ভাব নষ্ট করে ঘুমের দফারফা করে দিতে পারে। টক খাওয়ার স্বাদ মেটাতে চাইলে তা অবশ্যই বিকেলের রোদে বা দুপুরের খাবারের সঙ্গে খেয়ে নেওয়া ভালো। সুস্থ শরীর আর চমৎকার ঘুমের জন্য ঘুমানোর অন্তত তিন ঘণ্টা আগে সব ধরনের ভারী খাবার এড়িয়ে চলুন। মনে রাখবেন, আপনার রাতের সঠিক খাদ্যাভ্যাসই নির্ধারণ করবে আপনার আগামীর সুস্থতা।

চিরন্তন রীতি, এখন নতুন রূপে

গুয়াহাটি।। ভারতের শীর্ষস্থানীয় অ্যারোমাথেরাপি কোম্পানি "ব্লসম কোচার অ্যারোমা ম্যাজিক" অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে তাদের আইকনিক এসেনশিয়াল অয়েল সংগ্রহটি পুনরায় বাজারে আনার ঘোষণা দিয়েছে যা এবার সম্পূর্ণ নতুন ও আভিজাত্যপূর্ণ রূপে উপস্থাপিত হচ্ছে। "ব্লসম কোচার গ্রুপ অফ কোম্পানিজ"-এর প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারপারসন ড. ব্লসম কোচার গুয়াহাটিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এই এসেনশিয়াল অয়েলগুলোর বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। একই সঙ্গে তিনি সেলুন পেশাজীবীদের জন্য উন্নতমানের ফেসিয়াল সেবায় ব্যবহারের উদ্দেশ্যে তৈরি নতুন দুটি কিট- "পেপটাইড পোশন" এবং "ভিটা বুস্ট"-এরও আনুষ্ঠানিক উন্মোচন করেন।

ড. ব্লসম কোচার বলেন, 'এসেনশিয়াল অয়েল বা সুগন্ধি তেলকে উদ্ভিদের প্রাণসত্তা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এগুলো অত্যন্ত ঘনীভূত অণু, যা উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ যেমন পাতা, ফল, ফুল ও বীজ থেকে আহরণ করা হয়। আমাদের এসেনশিয়াল অয়েলগুলো কেবল সৌন্দর্যবর্ধক বা সুস্থতা সহায়ক পণ্যের চেয়েও অনেক বেশি কিছু। এই তেলগুলোর মধ্যে মানুষের মন, শরীর ও আত্মাকে প্রশান্ত, সুন্দর, প্রাণবন্ত, ভারসাম্যপূর্ণ এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলার অসাধারণ ক্ষমতা রয়েছে।' তিনি গুয়াহাটিতে সেলুন পেশাজীবীদের জন্য নতুন ফেসিয়াল কিট বাজারে আনার ঘোষণা দেন এবং ''পেপটাইড পোশন'' ও ''ভিটা বুস্ট'' ফেসিয়াল কিটের ব্যবহারিক গুরুত্ব তুলে ধরেন। কিটগুলো সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ড. ব্লসম কোচার বলেন, 'আমার নিজস্ব উদ্ভাবন এবং সেলুন ও স্পা শিল্পের জন্য বিশেষভাবে তৈরি একটি অনন্য উপহার হলো ''পেপটাইড ও সিরামাইড পোশন অ্যাডভান্সড সিরাম মাস্ক কিট''। পেপটাইড ত্বকে প্রোটিন গঠনে সহায়তা করে, ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি করে এবং কোষ পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করে। ফলে মাত্র কয়েকটি ধাপেই ত্বক হয়ে ওঠে আরও সুন্দর ও সজীব। আজ আমি সেলুন পেশাজীবীদের উদ্দেশ্যে এই কিটগুলো পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি, যাতে তাঁরা তাঁদের গ্রাহকদের আরও উন্নতমানের ও কার্যকর ফেসিয়াল সেবা প্রদান করতে পারেন। এই কিটে ব্যবহৃত "মাল্টি-পেপটাইড ও সিরামাইড কমপ্লেক্স" ত্বকের সূক্ষ্ম রেখা ও বলিরেখা হ্রাসে সহায়তা করে, ত্বককে করে তোলে আরও কোমল ও মসৃণ। এটি ত্বকের আর্দ্রতা বৃদ্ধি করে এবং কোলাজেন উৎপাদনকে উদ্দীপিত করে, ফলে এটি একটি কার্যকর অ্যান্টি-এজিং ফেসিয়াল ট্রিটমেন্ট হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। যদিও এসেনশিয়াল অয়েলগুলোর বাহ্যিক রূপ ও মোড়কে পরিবর্তন আনা হয়েছে তবে পণ্যের মূল গুণাগুণ অপরিবর্তিত রয়েছে। এগুলো ১০০ শতাংশ বিশুদ্ধ ও থেরাপিউটিক - গ্রেডের এসেনশিয়াল অয়েল, যা ভালোবাসা, যত্ন এবং প্রকৃতির সেরা নির্যাস দিয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে। বর্তমানে এই সংগ্রহে ১৫ ধরনের এসেনশিয়াল অয়েল নতুন ১০ মিলিলিটারের মোড়কে পাওয়া যাচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে ল্যাভেন্ডার, বেসিল (তুলসী), চন্দন, গোলাপ, নেরোলি, লেমনগ্রাস, টি ট্রি, ইলাং-ইলাংসহ আরও কয়েকটি জনপ্রিয় ভ্যারিয়েন্ট।

আপনার শিশু অজান্তেই হতে পারে অটিজমের শিকার মোবাইলের কারণে

আমাদের দেশে মা-বাবা বাচ্চাকে ভাল খাওয়ানোর চেষ্টা করেন। রাস্তার নোংরা, বাজে খাবার খেতে বারণ করেন। কিন্তু নিজেরা হাতে করে স্মার্টফোন তুলে দিয়ে বাচ্চাদের খাদের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন সেই বাবা মায়েরাই। মোবাইলের স্ক্রিন শুধু বাচ্চার চোখের ক্ষতি করছে না, সরাসরি প্রভাব ফেলছে মস্তিষ্কেও। আপনার বাচ্চাও কি মোবাইল ফোন না দেখে খেতে চায় না? খাওয়ানোর জন্য আপনিও কি বাচ্চার হাতে মোবাইল দেওয়ার লোভ দেখান? তাহলে আপনি একজন অভিভাবক হিসাবে নিজের বাচ্চাকে বড় বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। শিশুকে ভোলানোর জন্য আপনি যে স্মার্টফোন তাদের হাতে দিচ্ছেন, সেটাই কিলার ডিভাইসের কাজ করছে। একথা আমরা বলছি না, বলছে দিল্লি AIIMS -এর বিশেষজ্ঞরা। বাচ্চা খেতে চাইছে না। খাওয়ার সময় বায়না করছে। মুখ সরিয়ে নিচ্ছে। বাবা-মা তখন বাচ্চার সামনে মোবাইল ফোন ধরছেন। রঙ-বেরঙের নানা ভিডিও দেখিয়ে বাচ্চাকে ভোলানোর, খাওয়ানোর চেষ্টা করছে। বহু ভারতীয় বাড়িতেই এটা চেনা ছবি। কিন্তু দিল্লি AIIMS-এর সাম্প্রতিকতম সমীক্ষা ভারতীয় অভিভাবকদের জন্য চরম দুঃসংবাদ বয়ে এনেছে! মোবাইলের রঙিন ভিডিও শিশুর ভবিষ্যৎকে ঠেলে দিচ্ছে গভীর অন্ধকারে। চিকিতকেরা বলেন, মোবাইল ফোনের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার শিশুদের ডিজিটাল অটিজমের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বাড়ির খুদে সদস্যটিকে এখন কেউ ঠাকুমার ঝুলি বা পঞ্চতন্ত্র শোনায় না। তার জায়গা নিয়েছে মোবাইল ফোন, ট্যাব বা টিভির রিমোট। বাচ্চা খেতে চাইছে না— হাতে মোবাইল দাও। বাচ্চা বিরক্ত করছে- হাতে মোবাইল দাও। বাচ্চা বায়না করছে, কাঁদছে- মোবাইল দাও। এটাই এখন বহু বাড়ির অলিখিত নিয়ম। কিন্তু এই প্রবণতা ধীরে ধীরে বাচ্চার স্বাভাবিক আচরণকে নষ্ট করে দিচ্ছে। তার মস্তিষ্ককে গ্রাস করছে ডিজিটাল অটিজম। দিল্লি AIIMS-এর সাম্প্রতিকতম রিপোর্ট দেখলে অনেক বাবা মায়ের পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে যাবে। বাচ্চাদের হাতে মোবাইল ফোন দেওয়ার সঙ্গে সরাসরি অটিজমের যোগ উঠে এল দিল্লি AIIMS-এর রিপোর্টে। কীভাবে বুঝবেন বাচ্চা অটিজমের শিকার? ১. চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারে না। ২. নাম ধরে ডাকলেও সাড়া দেয় না। ৩. কথা বলতে, শিখতে দেরি ৪. অস্থির আচরণ, এক জায়গায় বেশিক্ষণ না দাঁড়ানো, ৫. রেগে গেলে হিতাহিত জ্ঞান হারায়, ৬. আচমকাই আগ্রাসী, এই হাসছে, এই কাঁদছে

খেয়াল করে দেখুন তো, আপনার বাড়ির শিশুটি কি খেলনা নিয়ে খেলার বদলে খালি মোবাইল ফোন চাইছে? মোবাইলটি জোর করে কেড়ে নিলে কান্নাকাটি জুড়ে দিচ্ছে? অটিজমের জন্য আলাদা কোনও মেডিক্যাল পরীক্ষা সাধারণত হয় না। বাচ্চাদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করে বিশেষজ্ঞরা এই সমস্যা ধরতে পারেন। AIIMS-এর চাইল্ড নিউরোলজি বিভাগের বিশেষজ্ঞ বক্তব্য, ১. শিশুদের অটিজমের জন্য দায়ী বেশি স্ক্রিন-টাইম, ২. এক বছরের বাচ্চা যারা বেশি মোবাইল দেখেছে, তারা তিন বছর বয়সে অটিজমের শিকার, ৩. বাচ্চা ছেলে ও মেয়ে --- দুপক্ষের ক্ষেত্রেই একই পর্যবেক্ষণ চিকিৎসকদের। ৪. যত ছোট বাচ্চাকে মোবাইল দেওয়া হয়েছে, যত বেশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে, ততই দ্রুত অটিজমের শিকার হয়েছে বাচ্চাটি। AIIMS-এর দাওয়াই ১. শিশুদের স্ক্রিন টাইম কমাতেই হবে , ২. ১৮ মাসের নিচে শিশুকে মোবাইল দেবেন-ই না, ৩. ১৮ মাস থেকে ৬ বছরের বাচ্চাকে সর্বোচ্চ এক ঘণ্টা স্ক্রিন টাইম, ৪. ৭ বছরের বড় বাচ্চাকে সর্বোচ্চ ২ ঘণ্টা, ৫. শিশু যেন নিজে অনিয়ন্ত্রিত ভাবে মোবাইল ফোন হাতে না পায়, ৬. শিশুদের সঙ্গে বাড়ির সদস্যদের কথা বলতে হবে, গল্প করতে হবে

বিশ্বের বহু দেশেই ছোটদের স্ক্রিন টাইম নিষিদ্ধ। আমাদের দেশে মা-বাবা বাচ্চাকে ভাল খাওয়ানোর চেষ্টা করেন। রাস্তার নোংরা, বাজে খাবার খেতে বারণ করেন। কিন্তু নিজেরা হাতে করে স্মার্টফোন তুলে দিয়ে বাচ্চাদের খাদের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন সেই বাবা মায়েরাই। মোবাইলের স্ক্রিন শুধু বাচ্চার চোখের ক্ষতি করছে না, সরাসরি প্রভাব ফেলছে মস্তিষ্কেও। AIMS-এর চাইল্ড নিউরোলজি বিভাগের বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, বাচ্চাদের প্রথম ১০০০ দিন খুব জরুরি ও সংবেদনশীল। এই সময়ই শিশুদের ব্রেন সবচেয়ে দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পায়। এই ১০০০ দিনেই এক শিশু তার বাবা মা, পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে চোখমুখের অভিব্যক্তি দেখে শেখে, স্বাদ বোঝে, গন্ধ পায়, আবেগের বহিঃপ্রকাশ করতে শেখে। এই গুরুত্বপূর্ণ সময়টা বাচ্চা মোবাইলে মগ্ন থাকলে অটিজমের মতো জটিল নিউরো-ডেভলপমেন্ট কন্ডিশনের শিকার হতে পারে। যা একজন শিশুর আচার-আচরণ, শেখার ক্ষমতা, কথাবার্তা-য় প্রভাব ফেলতে পারে। নিজের বাড়ির খুদে সদস্যের আচরণে অস্বাভাবিকত্ব দেখলেই দ্রুত শিশুরোগ বিশেষজ্ঞরা পরামর্শই নেবেন। কিন্তু তারও আগে বাড়ির ভিতরে চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে চলার চেষ্টা করুন। বাচ্চার হাতে মোবাইল ফোন দেবেন না। নিজেকে বাচ্চার সামনে রোল-মডেল করুন। নিজেও ফোন বারবার হাতে নেবেন না। বেডরুমকে নো-মোবাইল জোন করুন। বাচ্চা 'বোর' হোক। তবেই সে খেলনা, ছবি আঁকা, গল্প শোনা বা অন্য দিকে ঝুঁকবে। বাচ্চাকে পার্কে নিয়ে যান। আর একান্তই ফোন দিতে হলে তার সময় বেঁধে দিন। শিশুকে কিছুক্ষণের জন্য ভোলাতে তার হাতে মোবাইল ফোন দেবেন, নাকি তার ভবিষ্যৎকে দীর্ঘমেয়াদি সুরক্ষিত রাখবেন, সে সিদ্ধান্ত এবার আপনার হাতে।

হার্ট ভালো রাখতে ভাত নাকি রুটি?

আমাদের বাঙালি হেঁশেলে ভাত আর রুটির লড়াই বেশ পুরনো। কেউ ভাতের ভক্ত, তো কেউ মনে করেন রুটিই স্বাস্থ্যের শেষ কথা। বিশেষ করে যখন প্রশ্ন আসে হৃদযন্ত্র বা হার্টের সুস্থতা নিয়ে, তখন আমরা অনেকেই দ্বিধায় পড়ে যাই। কার্বোহাইড্রেটের উৎস হিসেবে এই দুই খাবারই আমাদের শক্তি যোগায়, কিন্তু হার্টের ধমনী সচল রাখতে এবং কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখতে কার ভূমিকা বেশি?

হার্টের স্বাস্থ্যের জন্য ফাইবার অত্যন্ত জরুরি। সাদা ভাতের তুলনায় আটার রুটিতে (বিশেষ করে হোল হুইট আটা) ফাইবারের পরিমাণ অনেক বেশি থাকে, যা কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

সাদা ভাতের গ্লাইসেমিক ইনডেক্স বেশি হওয়ায় তা রক্তে শর্করার মাত্রা দ্রুত বাড়িয়ে দেয়। অন্যদিকে, রুটির জিআই তুলনামূলক কম, যা হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে সহায়ক।ভাতের তুলনায় রুটিতে সোডিয়ামের পরিমাণ কিছুটা বেশি থাকে (যদি ময়দা বা প্রক্রিয়াজাত আটা হয়)। তাই হার্টের রোগীদের ক্ষেত্রে রুটি তৈরির সময় আলাদা করে লবণ না মেশানোই ভালো। আপনি যদি ভাত পছন্দ করেন, তবে সাদা ভাতের বদলে লাল চালের ভাত বেছে নিন। এতে থাকা প্রচুর পুষ্টিগুণ এবং আঁশ হার্টের ধমনীকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। হার্টকে আরও সুরক্ষিত রাখতে সাধারণ আটার বদলে জোয়ার, বাজরা বা ওটসের মিশ্রণে তৈরি মাল্টিগ্রেন আটার রুটি বেশি উপকারী। এটি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। ভাত খুব দ্রুত হজম হয়ে যায়, ফলে তাড়াতাড়ি খিদে পায়। অন্যদিকে রুটি হজম হতে সময় নেয় বলে পেট অনেকক্ষণ ভরা থাকে, যা ওজন নিয়ন্ত্রণে রেখে হার্টের ওপর চাপ কমায়। রুটিতে ভাতের তুলনায় প্রোটিন এবং ম্যাগনেশিয়ামের পরিমাণ বেশি থাকে। ম্যাগনেশিয়াম হার্ট বিট স্বাভাবিক রাখতে এবং রক্তনালীর পেশিকে শিথিল রাখতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

আসল কথা হলো পরিমাণ। আপনি ভাত বা রুটি যা-ই খান না কেন, প্লেটের অর্ধেকটা সবজি দিয়ে ভরিয়ে রাখুন। অতিরিক্ত তেল-মশলা ছাড়া রান্না করা খাবারই হার্টের আসল বন্ধু।

বৃষ্টির দিনে ত্বকের যত্ন নিতে সানস্ক্রিন ব্যবহারের প্রয়োজন

আকাশ মেঘলা বা ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি- ভাবছেন আজ রোদের তেজ নেই, তাই সানস্ক্রিন না মাখলেও চলবে? এই ভুল ধারণাই আপনার ত্বকের বারোটা বাজাচ্ছে। বৃষ্টির দিনে ত্বকের যত্ন নিতে সানস্ক্রিন ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম, কারণ সূর্য্যের অতিবেগুনি রশ্মি মেঘের আড়াল দিয়েও ত্বকের ক্ষতি করতে সমানভাবে সক্রিয় থাকে। ঠিক কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা?

অনেকেই মনে করেন আকাশ মেঘলা থাকলে সানস্ক্রিন ব্যবহারের কোনও প্রয়োজন নেই। কিন্তু মেঘের আস্তরণ ভেদ করে প্রায় ৮০ শতাংশ অতিবেগুনি রশ্মি পৃথিবীতে চলেও আসে। তাই বাইরে রোদ না থাকলেও আপনার ত্বক কিন্তু মোটেই সুরক্ষিত নয়।

বৃষ্টির সময় সূর্যের দাহ কম থাকলেও ইউভিএ রশ্মি সমানভাবে সক্রিয় থাকে। এই রশ্মি ত্বকের গভীরে প্রবেশ করে অকাল বার্ধক্য এবং বলিরেখা তৈরি করে থাকে। দীর্ঘমেয়াদে এই অবহেলাই ত্বকের ক্যানসারের ঝুঁকি কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিতে পারে।

বিকেল ৫টার পর রোদের তীব্রতা কমলেও সূর্য পুরোপুরি অস্ত যাওয়ার আগে অবধি বিপদ কাটেনা। সূর্য্যদাহের ভয় হয়তো এ সময় কম থাকে, কিন্তু ত্বকের বয়স বাড়ানোর কারিগর ইউভিএ রশ্মি তখনও থেকে যায়। তাই বিকেলের দিকে বাইরে বের হলেও সানস্ক্রিন লাগানো বাধ্যতামূলক। সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত রোদ সবচেয়ে কড়া থাকলেও তার আগেও দিকেও ঝুঁকি থাকে। সকালের নরম আলোয় ইউভিএ রশ্মির উপস্থিতি বেশি থাকে যা ধীরে ধীরে ত্বকের ক্ষতি করে। তাই দিনের শুরু থেকেই সানস্ক্রিন মাখার অভ্যাস করা সবথেকে ভালো উপায়।

শুধু বাইরে নয়, ঘরে বা অফিসে থাকলেও আপনার ত্বকের জন্য সানস্ক্রিন দরকার হতে পারে। যদি আপনি জানালার পাশে বা কাচঘেরা কোনও ঘরে দীর্ঘ সময় বসে কাজ করেন, তবে সাবধান। মনে রাখবেন, সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি কাচ ভেদ করে অনায়াসেই আপনার ত্বকে পৌঁছায়।

গাড়ির সামনের কাচ কিছুটা সুরক্ষা দিলেও পাশের বা পেছনের জানালা দিয়ে রোদ ভেতরে ঢুকে পড়ে। ফলে দীর্ঘ সময় ভ্রমণের সময় ত্বকের এক পাশ রোদে পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়। তাই ট্রাভেলের সময় সানস্ক্রিন ব্যবহারের কথা কোনওভাবেই ভুললে চলবে না।

কেবল সানস্ক্রিন মাখলেই চলবে না, প্রখর রোদ বা বৃষ্টির দিনউভয় ক্ষেত্রেই ছাতা ব্যবহার করা হল বুদ্ধিমানের কাজ। এর পাশাপাশি ভালো মানের সানগ্লাস এবং বড় টুপি আপনার ত্বক ও চোখকে অতিরিক্ত সুরক্ষা দিতে সাহায্য করবে।

অল্প সময়ের জন্য বাজারে বা অফিসে গেলেও সানস্ক্রিন মাখাটা রোজকার অভ্যাসে পরিণত করা উচিত। আবহাওয়া যেমনই হোক, বাইরে বের হওয়ার অন্তত ২০ মিনিট আগে নিয়ম করে সানস্ক্রিন মেখে নিন। সচেতনতাই আপনার ত্বককে রাখবে উজ্জ্বল এবং স্বাস্থ্যোজ্জ্বল।

পঞ্জাবে ইডি হানাকে ঘিরে রাজনৈতিক ঝড়, আপ সরকারের বিরুদ্ধে ‘বৃহৎ দুর্নীতি চক্র’-এর অভিযোগ বিরোধীদের

চণ্ডীগড়, ৭ মে (আইএএনএস): মোহালি ও চণ্ডীগড়ে একাধিক নির্মাতা সংস্থা এবং তাদের ঘনিষ্ঠদের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর তল্লাশিকে ঘিরে পঞ্জাবের রাজনীতিতে নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। বিরোধী দলনেতা প্রতাপ সিং বাজওয়া এবং শিরোমণি আকালি দলের নেতা বিক্রম সিং মাজিথিয়া আপ সরকারের বিরুদ্ধে “বৃহৎ দুর্নীতি চক্র” চালানোর অভিযোগ তুলেছেন।

ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, সানটেক সিটি প্রকল্প এবং কয়েকটি নির্মাণ সংস্থাঅজয় সেহগল, এবিএস টাউনশিপস প্রাইভেট লিমিটেড, অল্টাস বিল্ডার্স, ধীর কনস্ট্রাকশনস-সহ তাদের সহযোগীদের প্রায় ১২টি জায়গায় তল্লাশি চালানো হয়। অভিযোগ, গ্রেটার মোহালি এরিয়া ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (জিএমএডিএ)-র কাছ থেকে চেঞ্জ অফ ল্যান্ড ইউজ (সিএলইউ) লাইসেন্স পেতে বড়সড় জালিয়াতি করা হয়েছে এবং সাধারণ মানুষের কয়েকশো কোটি টাকা প্রতারণার মাধ্যমে আত্মসাৎ করা হয়েছে।

তল্লাশির আওতায় আসে নীতিন গোহালের সঙ্গে যুক্ত কয়েকটি জায়গাও। অভিযোগ, তিনি নির্মাতা সংস্থা ও পঞ্জাব সরকারের মধ্যে ‘মধ্যস্থতাকারী’ হিসেবে কাজ করতেন এবং রাজনৈতিক সুরক্ষা জোগাড় করে দিতেন। গোহাল মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান-এর ওএসডি রাজবীর গুহমানের ঘনিষ্ঠ বলেও দাবি উঠেছে।

ইডি-র পদক্ষেপের পর কংগ্রেস নেতা প্রতাপ সিং বাজওয়া বলেন, “আমরা শুরু থেকেই এই অভিযোগ তুলে আসছিলাম। আজ মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের উপর ইডি-র হানা আমাদের অভিযোগকেই সত্য প্রমাণ করেছে।”

তিনি আরও বলেন, “এত বড় দুর্নীতির ঘটনা আমি শুধু হিন্দি সিনেমাতেই দেখেছি, যেখানে ৫০০ টাকার নোট ভর্তি ব্যাগ এক তলা থেকে অন্য তলায় ফেলা হচ্ছে। এটি কোনও সাধারণ মানুষের দল নয়, এটি হাজার হাজার কোটি টাকার দুর্নীতির চেহারা।”

বাজওয়ার অভিযোগ, গত চার বছরে পঞ্জাব থেকে প্রায় ২৫ থেকে ৩০ হাজার কোটি টাকা দিল্লিতে পাচার করা হয়েছে। তিনি বলেন, “এটি কেবলমাত্র সমুদ্রের এক ফোঁটা।”

তিনি তদন্তকারী সংস্থাগুলির ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলে বলেন, “এতদিন পরে কেন পদক্ষেপ নেওয়া হল, তা নিয়ে আমরা বিস্মিত। জমি পুলিং, আবগারি দুর্নীতি, বেআইনি খননসব ক্ষেত্রেই কোটি কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে।”

একইসঙ্গে বিদেশে অর্থ পাচারের অভিযোগ তুলে বাজওয়া দাবি করেন, “অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, কানাডা, আমেরিকা এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নে বিপুল অর্থ গচ্ছিত রয়েছে। তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছতে হবে।”

অন্যদিকে, আকালি দল নেতা বিক্রম সিং মাজিঠিয়াও আপ নেতৃত্বকে তীব্র আক্রমণ করে বলেন, “দীর্ঘদিন ধরে অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং ভগবন্ত মান পঞ্জাবে বৃহৎ লুটের চক্র চালাচ্ছেন।”

তিনি অভিযোগ করেন, জিএমএডিএ এবং পঞ্জাব আরবান প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটির অধীনে থাকা মূল্যবান জমি কৃষকদের কাছ থেকে কম দামে নিয়ে তা বড় নির্মাতাদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। “এর বিনিময়ে মোটা অঙ্কের কমিশন নেওয়া হচ্ছে,” দাবি মাজিঠিয়ার। তিনি আরও অভিযোগ করেন, বেআইনি খনন এবং মদের ব্যবসাও এই দুর্নীতির বড় উৎস। তাঁর কথায়, “এক কুখ্যাত গ্যাংস্টার এবং কয়েকজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে মিলে এই চক্র চলছে। এর একাংশ আপ নেতৃত্বের কাছে যাচ্ছে।”

কলকাতায় শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান ঘিরে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা, ব্রিগেড ময়দান ৩০ ভাগে বিভক্ত

কলকাতা, ৭ মে (আইএএনএস): নতুন মুখ্যমন্ত্রীর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড এলাকায় জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা। শনিবারের অনুষ্ঠানের আগে গোটা ব্রিগেড ময়দানকে ৩০টি ভাগে ভাগ করে নজরদারি চালানো হচ্ছে।

শনিবারের এই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-সহ বিজেপির একাধিক কেন্দ্রীয় নেতা এবং এনডিএ শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের।

বুধবার কলকাতা পুলিশ সদর দফতর লালবাজারে নিরাপত্তা নিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, অনুষ্ঠানে প্রায় ৪,০০০ পুলিশকর্মী মোতায়েন করা হবে।

নিরাপত্তা জোরদার করতে গোটা ময়দানকে ৩০টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি সেক্টরের দায়িত্বে থাকবেন ডেপুটি কমিশনার বা অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার পদমর্যাদার এক একজন আধিকারিক। তাঁদের সহায়তায় থাকবেন একাধিক ইন্সপেক্টর, সাব-ইন্সপেক্টর, এএসআই ও কনস্টেবল।

প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানও মোতায়েন করা হতে পারে বলে জানা গিয়েছে। পুরো ব্রিগেড এলাকার নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবেন অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার ও জয়েন্ট পুলিশ কমিশনার পদমর্যাদার আধিকারিকরা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শপথগ্রহণের মূল মঞ্চে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপস্থিত থাকার কথা। এছাড়াও উত্তরপ্রদেশ, ওড়িশা, রাজস্থান, বিহার ও মধ্যপ্রদেশ-সহ একাধিক বিজেপি শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরাও অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন।

ফলে মূল মঞ্চের নিরাপত্তায় বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। ময়দানে বসানো হবে একাধিক ডোর ফ্রেম মেটাল ডিটেক্টর এবং পুলিশকর্মীদের হাতে থাকবে হ্যান্ড মেটাল ডিটেক্টর। কেউ যাতে বেআইনি অস্ত্র নিয়ে অনুষ্ঠানে ঢুকতে না পারে, তার জন্য বিশেষ তল্লাশির ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

এছাড়া ব্রিগেডের চারপাশের একাধিক বহুতল ভবনের ছাদ থেকে দূরবীন দিয়ে নজরদারি চালানো হবে। গোটা এলাকায় বসানো হচ্ছে পর্যাপ্ত সংখ্যক সিসিটিভি ক্যামেরা। যানজট এড়াতে শনিবার শহরের বিভিন্ন রাস্তায় যান চলাচল ঘুরিয়ে দেওয়া হতে পারে বলেও জানিয়েছে পুলিশ।

পিএমইজিপি প্রকল্পে তৈরি ৩৬.৩৩ লক্ষ কর্মসংস্থান, মহিলাদের ক্ষমতায়নে জোর

নয়াদিল্লি, ৭ মে (আইএএনএস): প্রধানমন্ত্রী কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রকল্প প্রধানমন্ত্রীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি কর্মসূচি (পিএমইজিপি)-এর মাধ্যমে দেশে প্রায় ৩৬.৩৩ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে বলে বৃহস্পতিবার জানিয়েছে কেন্দ্র সরকার।

কেন্দ্রীয় ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প মন্ত্রকের এই ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পটি খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশন (কেভিআইসি)-এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। উদ্যোক্তা তৈরি এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে এই প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বলে জানিয়েছে মন্ত্রক।

সরকারি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, পঞ্চদশ অর্থ কমিশন চক্রে (২০২১-২২ অর্থবর্ষ থেকে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষ পর্যন্ত) প্রকল্পটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখিয়েছে। ১৩,৫৫৪.৪২ কোটি টাকার অনুমোদিত বাজেট পুরোপুরি ব্যবহার করে এই প্রকল্পের আওতায় ৪,০৩,৭০৬টি ক্ষুদ্র উদ্যোগ গড়ে তোলা হয়েছে, যা নির্ধারিত ৪,০২,০০০ লক্ষ্যমাত্রাকেও ছাপিয়ে গিয়েছে।

মন্ত্রকের বক্তব্য, “এই সাফল্য কার্যকর বাস্তবায়ন এবং উদ্যোগভিত্তিক কর্মসংস্থানের প্রতি মানুষের ধারাবাহিক আগ্রহের প্রতিফলন।”

প্রকল্পটির মাধ্যমে মহিলা এবং সমাজের পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মানুষদেরও বিশেষভাবে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রের দাবি, প্রকল্পের আওতায় সহায়তা পাওয়া মোট ক্ষুদ্র উদ্যোগের প্রায় ৪০ শতাংশই মহিলাদের নেতৃত্বাধীন। এছাড়া মোট মার্জিন মানি ভর্তুকির প্রায় ৪৫ শতাংশই মহিলা উদ্যোক্তাদের দেওয়া হয়েছে।এছাড়াও প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের প্রায় ৫৪ শতাংশ তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি এবং ওবিসি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলে জানিয়েছে সরকার।উল্লেখযোগ্যভাবে, পিএমইজিপি-র আওতায় গড়ে ওঠা প্রায় ৮০ শতাংশ উদ্যোগই গ্রামীণ এলাকায় অবস্থিত, যা গ্রামীণ শিল্পায়ন এবং সুষম আঞ্চলিক উন্নয়নে সহায়ক হয়েছে।এই প্রকল্পের মাধ্যমে ব্যাঙ্ক ঋণে ভর্তুকি প্রদান করে অ-কৃষি ক্ষেত্রে নতুন ক্ষুদ্র উদ্যোগ গড়ে তুলতে আগ্রহী উদ্যোক্তাদের সহায়তা করা হচ্ছে।

PNIe-T-06/EE/RD/BSGD/SPJ/2026-27/ dt. 06/05/2026

The Executive Engineer, R.D. Bishramganj Division, Bishramganj, Sepahijala District, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' Percentage rate two bid system e-tender from the eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTAADC/ MES/ CPWD/ Railway/OtherState PWD up to 3.00 P.M. on 12/05/2026 for 3 (three) nos work. (PWD SOR 2023).

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in. For any enquiry, please contact by e-mail to eerdbsg@gmail.com.

ICA/C-265/26

(Er. Samarendra Debbarma)
Executive Engineer
R.D. Bishramganj Division
Bishramganj, Sepahijala District, Tripura

PNIT No. 02/EE(FY)/2026-27 dated: 05/05/2026

Notice Inviting Request for Quotations (RFQ)

The Executive Engineer, Directorate of Fisheries, Tripura invites Request for Quotations (RFQ) from the supplier/agency for the following supply under World Bank aided project, "Tripura Rural Economic Growth and Service Delivery Project". Detailed RFQ can be obtained from, https://tripuratenders.gov.in. Last date of submission of the RFQ: 22nd May 2026 at 1500 hours (IST).

Sl No.	Title of RFQ
01	Procurement of Equipment for the Govt. farms / hatcheries for Chakmaghat FSC i.e. procurement of FRP Carp hatchery unit (Breeding pools, Hatching pool, Spawn/Egg Collection tank). Package No. IN-DOF-474710-GO-RFQ (4th call)

ICA/C-292/26

(ER. S. SARKAR)
EXECUTIVE ENGINEER
DEPARTMENT OF FISHERIES
GOVT. OF TRIPURA

PNIT NO: e-PT-06/W/EE/RDAD/2026-27 Dt. 06/05/2026

The Executive Engineer, R D Agartala Division, R D Department, Agartala, West Tripura invites percentage rate e-tender (two bid) in Tripura PWD Form No.7 from eligible bidders up to 3.00 P.M. of 13/05/2026 for 9 (Nine) no works. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 0381 2325988. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-298/26

Executive Engineer
RD Agartala Division
Gurkhabasti, Agartala

PNIeT No: 20/EE/CCD/PWD/2026-27, Dated, 05/0572026

The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD(Buildings), Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/Agencies of Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD /CPWD /MES /Railway for the following work through e-procurement portal:: Maintenance of Government residential building during the year 2026-27 / SH:- Repair / Maintenance of Type VI:16 Nos Qtr. at Kunjaban Township Qtr. complex, Agartala.The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in Any subsequent corrigendum will be available in the website only. The press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in.

DNIET No: 14/DNIT/EE/CCD/PWD/2026-27

Estimated Cost: : 24,24,151.00, Earnest Money: 48,483.00 and Time for completion : 180 (one hundred eighty) days'

Last date & time for online Bidding: 13/05/2026 upto 3:00 PM

ICA/C-305/26

(B. Das)
Executive Engineer
Capital Complex Division, PWD(Buildings)
Agartala, West Tripura.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO:- 01/EE/AGRI/N/2026-27

On behalf of the Governor of Tripura the Executive Engineer (Agri), Dharmanagar, North Tripura invites percentage rate e-tender on Single bid system from the eligible bidders for the following works :-

Sl No.	Name of Work	e-DNIT No.	Estimated Cost	Earnest Money (In Rs)
1	2	3	4	5
1	Repairing GCI Sheet roofing (part) Dolugoan Sub-Seed store at Dolugoan under Gournagar Agri Sub-Division Unakoti Tripura.	01/EE/ AGRI/ NORTH/ 2026-27	1,86,235.00	3,725.00

Last date and time for documents downloading and bidding up to 15:00 Hrs on 13/05/2026 and time and date of opening of bid at 15:30 Hrs on 13/05/2026 (if possible).

Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Notes: For more details, please kindly visit: tripuratenders.gov.in

For & on behalf of the Governor of Tripura

ICA/C-295/26

[Er. Sudhir Chandra Das]
Executive Engineer (North)
Department of Agriculture & F.W
Dharmanagar, North Tripura.

জাতীয় পুরস্কারে সম্মানিত সিকিম স্টেট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি, শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রী তামাংয়ের

গ্যাংটক, ৭ মে (আইএএনএস): ২০২৬ সালের জন্য মর্যাদাপূর্ণ সুভাষ চন্দ্র বসু আপদা প্রবন্ধন পুরস্কার-এ সম্মানিত হওয়ায় সিকিম রাজ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ-কে অভিনন্দন জানিয়েছেন সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং। তিনি এই স্বীকৃতিকে হিমালয় ঘেরা রাজ্যের মানুষের জন্য “গর্বের মুহূর্ত” বলে উল্লেখ করেছেন। সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ করা এক পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দুর্যোগ মোকাবিলা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান এবং মানুষের সেবায় অসাধারণ কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, “এই সম্মান সম্পূর্ণভাবে প্রাপ্য। দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতি, দ্রুত প্রতিক্রিয়া এবং রাজ্যজুড়ে দুর্যোগ সহনশীলতা বৃদ্ধিতে কর্তৃপক্ষের নিষ্ঠা, পেশাদারিত্ব ও নিরলস প্রচেষ্টারই প্রতিফলন এই পুরস্কার। এই জাতীয় স্বীকৃতিতে সিকিমবাসী অত্যন্ত গর্বিত।”

মুখ্যমন্ত্রী সংস্থার আধিকারিক, কর্মী, স্বেচ্ছাসেবক ও সংশ্লিষ্ট সকলের ভূয়সী প্রশংসা করেন। পাশাপাশি তিনি আশা প্রকাশ করেন, এই সম্মান ভবিষ্যতে আরও নিষ্ঠার সঙ্গে মানুষের জীবন ও সমাজকে সুরক্ষিত রাখতে অনুপ্রেরণা জোগাবে।

সুভাষ চন্দ্র বসু আপদা প্রবন্ধ পুরস্কার দেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে অন্যতম সর্বোচ্চ সম্মান। কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে চালু হওয়া এই বার্ষিক পুরস্কার দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, প্রস্তুতি, উদ্ধার, ত্রাণ, পুনর্বাসন, গবেষণা ও উদ্ভাবনে অসামান্য কাজের জন্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, ভূমিকম্প, ধস, হিমবাহ হ্রদের জল উপচে বন্যা এবং চরম আবহাওয়ার মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ঝুঁকিতে থাকা সিকিম-এ সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা, দ্রুত প্রতিক্রিয়া কাঠামো এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

No.F.1 (A) APP/CCHSS/VIDYAJYOTI/-UDP/2023
Office of the Principal
Chandrapur Colony H/s School
Udaipur, Gomati Dist. Tripura.

Dated: Chandrapur: 07/05/7026

Notice for Contractual Engagement

Application in plain paper is invited from bonafied residents of Tripura for engagement of the following post on Contractual basis. The appointment is purely on contract basis initially for a period of 1 (one) year from the engagement.

Sl No.	Name of Post	No of Post	Age Limit	Educational Qunalification	Remuneration Per Month/ Per Hour
1	Drama Teacher	1(one)	18-45 Years (Upper Age Relaxable Upto 5 years for SC/ST/ PH Candidates)	At least Bachelor Degree/ Diploma from any recognized university/ Institution in Specific field	Rs. 200/Per hour (Maximum 30 Hours in a Month)

The interested candidates who fulfill the criteria may submit their application in plain paper along with their big-data and supporting documents in the office of the undersigned from 11 July to 13" July 2026 between 12.00am to 3.00 pm. Incomplete applications without required documents shall be rejected.

Date and time of Interview: Date and time will be announced later on.

Venue of Interview: Chandrapur Colony H.S School,

No TA/DA is admissible for appearing in the interview.

If any unavoidable circumstance arises the interview may be postponed/cancelled without showing any reason

The authority reserves the right to make any changes in the advertisement if required.

Note:-The candidates have to produce all original documents on the day of interview.

Mausumi Saha
Principal
Chandrapur Colony H.S. School,
Chandrapur Udaipur, Gomati, Tripura

ঐতিহ্যবাহী শ্রী শ্রী মাতা মঙ্গলচণ্ডী মেলা-২০২৬

৯ মে, ২০২৬ – ১৫ মে ২০২৬
স্থান ঃ- শ্রী শ্রী মাতা মঙ্গলচণ্ডী বাড়ী সংলগ্ন মাঠ।
সময় ঃ- সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা।
উদ্যোক্তা ঃ- শ্রী শ্রী মাতা মঙ্গলচণ্ডী বাড়ী মেলা কমিটি, অমরপুর গোমতী জেলা।
সহযোগিতায় ঃ- অমরপুর নগর পঞ্চায়েত এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান
আমন্ত্রণ পত্র

মহাশয় / মহাশয়া,
আগামী ২৫ বৈশাখ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ (৯ মে ২০২৬) এক আনন্দঘন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে শুরু হতে চলছে ৭ দিন ব্যাপী ঐতিহ্যবাহী শ্রী শ্রী মাতা মঙ্গলচণ্ডী মেলা।

উক্ত মহতি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন -

উদ্বোধক :- শ্রী রতন লাল নাথ
মাননীয় মন্ত্রী বিদ্যুৎ, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ, আইন (পার্লামেন্টারি অ্যাফেয়ার্স), নির্বাচন দপ্তর ত্রিপুরা সরকার।

প্রধান অতিথি :- শ্রী সুশান্ত চৌধুরী, মাননীয় মন্ত্রী খাদ্য জনসংভরণ ও ক্রেতা বিষয়ক, পরিবহণ, পর্যটন দপ্তর ত্রিপুরা সরকার।

বিশেষ অতিথি :- শ্রী বিনয় ভূষণ দাস
মাননীয় বিধায়ক, ত্রিপুরা বিধানসভা।
শ্রী রঞ্জিত দাস
মাননীয় বিধায়ক, ত্রিপুরা বিধানসভা।
শ্রীমতি সুচিত্রা দাস
মাননীয়া চেয়ারপার্সন, অমরপুর পঞ্চায়েত সমিতি।
শ্রী রবিত্র জমাতিয়া
মাননীয় চেয়ারম্যান, অমরপুর বি.এ.সি।

সম্মানিত অতিথি :- শ্রী নির্মল দাস
মহকুমা পুলিশ আধিকারিক, অমরপুর।
শ্রী উজ্জ্বল দত্ত
সেক্রেটারী, অমরপুর ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন।
শ্রী সুশঙ্কর সাহা
সেক্রেটারী, অমরপুর কন্ট্রাক্টর অ্যাসোসিয়েশন।

সভাপতি :- শ্রী বিকাশ সাহা
মাননীয় চেয়ারপার্সন, অমরপুর নগর পঞ্চায়েত।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় মেলার মুক্ত মঞ্চে অনুষ্ঠিত হবে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

ICA/D-139/26

আহ্বায়ক
অনুপম চক্রবর্তী
মহকুমা শাসক
অমরপুর, গোমতী জেলা।

চন্দ্রনাথ রথ খুনে তদন্তভার নিল সিআইডি খতিয়ে দেখা হচ্ছে সিসিটিভি ফুটেজ

কলকাতা, ৭ মে (আইএএনএস): বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী-র দীর্ঘদিনের ব্যক্তিগত সহকারী চন্দ্রনাথ রথ খুনের তদন্তভার বৃহস্পতিবার সকালে গ্রহণ করল পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। বুধবার রাতে উত্তর ২৪ পরগনার মধ্যমগ্রাম-এ দুষ্কৃতীদের গুলিতে নিহত হন তিনি। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, বিজেপির একটি কর্মসূচি থেকে ফেরার সময় চন্দ্রনাথ রথের গাড়িকে একটি মোটরবাইক অনুসরণ করছিল। দোহারিয়া মোড়ে পৌঁছতেই একটি চারচাকা গাড়ি তাঁর গাড়ির পথ আটকে দেয়। এরপরই হেলমেট পরা আততায়ী মোটরবাইক নিয়ে রথের গাড়ির পাশে এসে কাছ থেকে এলোপাথাড়ি গুলি চালায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় চন্দ্রনাথ রথের। গুরুতর জখম হন তাঁর গাড়ির চালক বুদ্ধদেব বেরা।

রাজ্যের পুলিশ মহাপরিচালক সিদ্ধনাথ গুপ্ত জানিয়েছেন, ঘটনায় ব্যবহৃত মোটরবাইক ও চারচাকা গাড়ির নম্বরপ্লেট ছিল ভুয়ো। ঘটনাস্থল থেকে বেশ কয়েকটি খালি কার্তুজ ও বুলেটও উদ্ধার হয়েছে। যদিও তদন্তের স্বার্থে এর বেশি তথ্য প্রকাশ করতে চাননি তিনি।

বৃহস্পতিবার সকালেই সিআইডির তদন্তকারীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেন। এলাকার সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ এবং আশপাশের আবাসনের বাইরে লাগানো ক্যামেরার ভিডিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এদিকে শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, পুলিশ তাঁকে জানিয়েছে যে সিসিটিভি ফুটেজ থেকে তদন্তকারীরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ সূত্র পেয়েছেন। ঘটনাস্থল ঘিরে ফেলেছে সিআইডি। সেখানে মোতায়েন করা হয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীও। এলাকায় যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে এবং সাধারণ মানুষের চলাচলেও বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে।

অন্যদিকে, চন্দ্রনাথ রথের দেহের ময়নাতদন্ত করবে বারাসত মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল-এর তিন সদস্যের ফরেনসিক দল। ফরেনসিক বিভাগের প্রধানের নেতৃত্বে এই দলে থাকবেন আরও দুই সহকারী অধ্যাপক।

ইতিমধ্যেই রাজ্য পুলিশের ফরেনসিক দল ঘটনাস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করেছে। তদন্তের কাজ শেষ হওয়ার পর রথের গাড়িটি সেখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

উত্তরপ্রদেশে যমুনায় নৌকাডুবি, মৃত ২, নিখোঁজ ৬; জারি উদ্ধারকাজ

হামিরপুর, ৭ মে (আইএএনএস): উত্তরপ্রদেশের হামিরপুর জেলায় যমুনা নদীতে নৌকাডুবির ঘটনায় দুই জনের মৃত্যু হয়েছে এবং এখনও ছয় জন নিখোঁজ রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে এক মহিলা ও একাধিক শিশু রয়েছে বলে জানিয়েছে প্রশাসন।

একজনকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

বুধবার কুরারা থানার অন্তর্গত কুতুপুর পাতিয়া এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। ঘাটমপুর থেকে যমুনা নদী পারাপারের সময় নয় জন যাত্রী নিয়ে যাওয়া নৌকাটি আচমকাই নদীতে ডুবে যায়।

প্রশাসন সূত্রে খবর, প্রথমে ব্রজরানি নামে এক মহিলার দেহ উদ্ধার হয়। পরে ১৪ বছরের কিশোরী অর্চনার দেহও উদ্ধার করা হয়েছে। এখনও নিখোঁজদের খোঁজে তল্লাশি অভিযান চলছে।

জাতীয় দুর্যোগ মোকাবেলা বাহিনী (এনডিআরএফ), রাজ্য দুর্যোগ প্রতিক্রিয়া বাহিনী (এসডিআরএফ) এবং বন্যা মোকাবিলা বাহিনী বুধবার রাত থেকেই উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে। তবে প্রবল বৃষ্টির কারণে নদীতে তল্লাশির কাজে সমস্যা হচ্ছে।

নিখোঁজদের মধ্যে ৫ থেকে ১৫ বছর বয়সী চার শিশু রয়েছে বলে জানিয়েছে প্রশাসন। এসডিআরএফ, এনডিআরএফ এবং ফ্লাড পিএসি-র ডুবুরিরা যৌথভাবে তল্লাশি চালাচ্ছেন।

জেলার জেলাশাসক অভিষেক গোয়েল জানান, খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্থানীয় গ্রামবাসী ও পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। তিনি বলেন, “নয় জনকে নিয়ে যাওয়া নৌকাটি যমুনায় ডুবে যায়। তিন জনকে দ্রুত উদ্ধার করা সম্ভব হলেও এখনও ছয় জন নিখোঁজ। উদ্ধারকাজে এসডিআরএফ, এনডিআরএফ এবং বন্যা মোকাবিলা বাহিনীকে নামানো হয়েছে।”

গোয়েল আরও জানান, নৌকার মাঝির দাবি, নৌকাটি উল্টে যায়নি, বরং নিজে থেকেই জলে তলিয়ে যায়। যারা সাঁতার জানতেন তারা প্রাণে বাঁচতে সক্ষম হন।

এদিকে বিজেপি বিধায়ক মনোজ প্রজাপতি জানিয়েছেন, নিখোঁজদের মধ্যে পাঁচ শিশু ও এক মহিলা রয়েছেন। তিনি বলেন, “প্রশাসন সম্পূর্ণ সতর্ক রয়েছে। তিনটি এসডিআরএফ দল মোতায়েন করা হয়েছে। পুরো ঘটনার রিপোর্ট মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠানো হবে।”

বাঁদা রেঞ্জের ডিআইজি রাজেশ যশ বলেন, “নৌকায় মোট নয় জন ছিলেন। তিন জন সাঁতরে প্রাণে বাঁচেন। বাকিদের খোঁজে জোরকদমে অভিযান চলছে।”

উল্লেখ্য, গত ৩০ এপ্রিল জবলপুর জেলার বারগি বাঁধ এলাকায় একটি ক্রুজ নৌকা ডুবে ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছিল। এছাড়া এপ্রিল মাসেই উত্তরপ্রদেশের মথুরা-তেও আরেকটি নৌকাডুবির ঘটনায় ১৫ জনের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়।

মণিপুরে মহিলা জঙ্গি-সহ ৬ জঙ্গি গ্রেফতার, উদ্ধার বিপুল অস্ত্রভাণ্ডার

ইম্ফল, ৭ মে (আইএএনএস): মণিপুরে নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানে এক মহিলা জঙ্গি এবং এক শীর্ষ জঙ্গি নেতাসহ মোট ছয়জন জঙ্গিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পাশাপাশি উদ্ধার হয়েছে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র, গুলি ও বিস্ফোরক।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের মধ্যে রয়েছে ইউনাইটেড কুকি ন্যাশনাল আর্মি (ইউকেএনএ)-র স্বঘোষিত লেফটেন্যান্ট সেইমেনিয়াল হাওকিপ (২২)। চুরাচাঁদপুর, ইম্ফল পশ্চিম ও ইম্ফল পূর্ব-সহ বিভিন্ন জেলা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

বাকি পাঁচজনের মধ্যে মহিলা জঙ্গিসহ অন্যরা কাংলেইপাক কমিউনিস্ট পার্টি (কেসিপি) এবং কাংলেইপাকের জনগণের বিপ্লবী দল (প্রেপাক)-এর সদস্য বলে জানিয়েছে পুলিশ।

ইউকেএনএ জঙ্গিকে জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে নিরাপত্তা বাহিনী এসখোলেন এবং উখা লোইখাই এলাকার জঙ্গল থেকে বিপুল অস্ত্রভাণ্ডার উদ্ধার করে। উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে একটি ৭.৬২ মিমি একে-৪৭ রাইফেল, একটি একে ম্যাগাজিন, একটি গ্লক .৩২ এসিপি পিস্তল, একটি ৯ মিমি পিস্তলের ম্যাগাজিন, বিভিন্ন ক্যালিবারের ২৬ রাউন্ড গুলি, দুটি হ্যান্ড গ্রেনেড, একটি ওয়্যারলেস সেট, একটি স্মার্টফোন, চারটি আইইডি এবং একটি মারুতি জিপসি গাড়ি।

ধৃত মহিলা জঙ্গির নাম সালাম ওংবি কনজেংবম করুণা দেবী (৫১), ওরফে পিপিক। তিনি কেসিপি-র সক্রিয় সদস্য বলে জানিয়েছে পুলিশ। ইম্ফল পশ্চিম জেলার তাঁর বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁর কাছ থেকে ৬.৮১ লক্ষ টাকা, একটি মোবাইল ফোন এবং আধার কার্ড উদ্ধার হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, চাঁদাবাজি ও অন্যান্য অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িতদের ধরতে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে তল্লাশি ও চিরুনি অভিযান চালানো হচ্ছে।

এছাড়াও স্পর্শকাতর ও মিশ্র জনবসতিপূর্ণ এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনীর তরফে নিয়মিত এলাকা দখল অভিযান চালানো হচ্ছে। বেআইনি কার্যকলাপ ও সন্দেহজনক যানবাহনের গতিবিধি রুখতে উপত্যকা ও পাহাড়ি জেলা মিলিয়ে মোট ১১৪টি নাকা বা চেকপোস্ট বসানো হয়েছে।

অন্যদিকে, অত্যাবশ্যকীয় পণ্যবাহী ট্রাক-সহ বিভিন্ন যানবাহনকে নিরাপত্তা দিয়ে ইম্ফল-জিরিবাম জাতীয় সড়কেও চলাচল করানো হচ্ছে। এদিকে, সামাজিক মাধ্যমে ভুয়ো ভিডিও ও গুজব ছড়ানো নিয়ে সাধারণ মানুষকে সতর্ক করেছে মণিপুর পুলিশ। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, ভুয়ো পোস্ট বা বিভ্রান্তিকর তথ্য শেয়ার করলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বাংলার রাজনীতিতে নজিরবিহীন পরিস্থিতি, জয়ের পরও হিংসার মুখে বিজয়ী পক্ষ

নয়াদিল্লি, ৭ মে (আইএএনএস): “দমদম দাওয়াই”, “শায়েস্তা করা” কিংবা “চমকে দেওয়া” পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক অভিধানে বহুদিন ধরেই এই ধরনের শব্দবন্ধ শক্তি প্রদর্শন, দমননীতি কিংবা প্রতিশোধের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। তবে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে সম্ভবত এই প্রথম এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, যেখানে নির্বাচনে জয়ী পক্ষকেই বড় আকারে হিংসার মুখে পড়তে হচ্ছে।

কংগ্রেস, বামফ্রন্ট ও তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিটি রাজনৈতিক পর্বেই বাংলার রাজনৈতিক হিংসার চরিত্রে ধারাবাহিকতা দেখা গিয়েছে। সাধারণত পরাজিত পক্ষই হামলা ও প্রতিহিংসার শিকার হয়েছে।

“দমদম দাওয়াই” শব্দবন্ধের উৎপত্তি ১৯৬০-এর দশকের খাদ্য আন্দোলনের সময়। সেই সময় খাদ্য সংকট ও গণবিক্ষোভের আবহে এই শব্দটি “কঠোর ব্যবস্থা” বা “সরাসরি শাস্তি”-র প্রতীক হয়ে ওঠে। পরবর্তী সময়ে বাম আমলে স্থানীয় সমস্যার “সমাধান” বোঝাতেও এই শব্দবন্ধ ব্যবহৃত হত।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক দল বদলালেও কিছু কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য একই থেকেছে যেমন ক্যাডারভিত্তিক এলাকা নিয়ন্ত্রণ, প্রশাসনের রাজনৈতিক ব্যবহার এবং অপরাধচক্রের রাজনৈতিক মদত। স্থানীয় “দাদা” বা “মাস্তান”-দের বুথ দখল, পঞ্চায়েত নিয়ন্ত্রণ এবং বিরোধীদের দমনে ব্যবহার করা হত বলে অভিযোগ।

“হাতকাটা”, “গালকাটা”, “কানা”, “বাঘা” এই ধরনের ডাকনামও বাংলার রাজনৈতিক অপরাধ জগতের পরিচিত অংশ হয়ে ওঠে।

প্রবীণ কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে একসময় স্বীকার করেছিলেন যে, বাংলার রাজনীতিতে হিংসার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তিনি নিজেও বামপন্থী ঘনিষ্ঠ দুষ্কৃতীদের হামলার মুখে পড়েছিলেন বলে জানিয়েছিলেন।

সত্তরের দশকে নকশালবিরোধী অভিযানের সময় কংগ্রেস-ঘনিষ্ঠ যুব গোষ্ঠী ও পুলিশের অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ নিয়ে অভিযোগ ওঠে। পরে বাম আমলে ‘বৈজ্ঞানিক রিগিং” শব্দবন্ধ রাজনৈতিক অভিধানের অংশ হয়ে যায়। বিরোধীদের অভিযোগ ছিল, ভোটার তালিকা কারচুপি, বুথ দখল, ভয় দেখানো এবং বিরোধীদের প্রচারে বাধা দেওয়ার মতো পদ্ধতি নিয়মিত ব্যবহৃত হত।

বিশেষ করে নন্দীগ্রাম আন্দোলন বামফ্রন্ট সরকারের ভাবমূর্তিতে বড় আঘাত হানে। জমি অধিগ্রহণ বিরোধী আন্দোলনে পুলিশি গুলি ও সংঘর্ষকে “রাষ্ট্রীয় দমননীতি”-র প্রতীক হিসেবে তুলে ধরা হয়।

২০১১ সালে মমতা ব্যানার্জী-র নেতৃত্বে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর বিরোধীদের অভিযোগ ছিল, পুরনো দমনমূলক কাঠামো ভেঙে যায়নি, বরং নতুন শাসকের হাতে চলে গিয়েছে।

তৃণমূল আমলে “কাটমানি”, “তোলাবাজি” এবং “সিন্ডিকেট রাজ”-এর অভিযোগ বারবার সামনে এসেছে। এমনকি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও প্রকাশ্যে কাটমানি ইস্যু নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন।

২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচন বিশেষভাবে বিতর্কিত হয়ে ওঠে, কারণ বিরোধীদের অভিযোগ ছিল বহু এলাকায় তারা মনোনয়ন জমা দিতেই পারেননি। একাধিক মৃত্যুর ঘটনাও ঘটে।

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পরবর্তী হিংসা জাতীয় স্তরেও ব্যাপক চর্চার বিষয় হয়ে ওঠে। বিজেপি, কংগ্রেস ও বাম দলগুলি অভিযোগ তোলে যে শাসকদলের কর্মীরা বিরোধীদের উপর হামলা চালিয়েছে।

তবে সাম্প্রতিক নির্বাচনে তৃণমূলের ভরাডুবির পর পরিস্থিতি উল্টো চিত্র তুলে ধরছে বলে রাজনৈতিক মহলের একাংশের মত। এখন বিজয়ী ভারতীয় জনতা পার্টি-র কর্মীরাই হামলার শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। বুধবার রাতে বিজেপি নেতা চন্দ্রনাথ রথ-এর খুনের ঘটনায় রাজনৈতিক উত্তেজনা আরও বেড়েছে।

শুভেন্দু অধিকারী, যিনি ভবানীপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরাজিত করেছিলেন, জানিয়েছেন নতুন প্রশাসন ভোট-পরবর্তী হিংসার সমস্ত মামলা পুনরায় খতিয়ে দেখবে এবং ভুক্তভোগীদের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

‘রাজনৈতিক বার্তা দিতেই খুন’, শুভেন্দুর সহকারী হত্যাকাণ্ডে তৃণমূলকে নিশানা বঙ্গ বিজেপি সভাপতির

কলকাতা, ৭ মে (আইএএনএস): বিজেপি নেতা তথা সদ্য প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী-র ব্যক্তিগত সহকারী চন্দ্রনাথ রথ খুনের ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করলেন পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি সভাপতি সমিক ভট্টাচার্য। তাঁর অভিযোগ, নতুন সরকার গঠনের আগে “রাজনৈতিক বার্তা” দিতেই এই হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়ে থাকতে পারে।

বুধবার গভীর রাতে উত্তর ২৪ পরগনার মধ্যমগ্রাম এলাকায় দলীয় কর্মসূচি থেকে ফেরার পথে গুলিবিদ্ধ হন চন্দ্রনাথ রথ। মাথা, বুক ও পেটে একাধিক গুলি লাগে তাঁর। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে ভিভা সিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন।

একই গাড়িতে থাকা বুদ্ধদেব বেরা নামের আরেক ব্যক্তি গুরুতর জখম হন। তিনি এখনও হাসপাতালে সঙ্কটজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন।

টনা প্রসঙ্গে সমীক ভট্টাচার্য বলেন, “এটি কোনও সাধারণ ঘটনা নয়। ভিডিও ফুটেজে যা দেখা যাচ্ছে এবং পুলিশ ও সংবাদমাধ্যম যা বলছে, তাতে বোঝা যাচ্ছে প্রথমে গাড়ির উইন্ডশিল্ড রড দিয়ে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। এটা সাধারণ অপরাধ নয়।”

তিনি আরও বলেন, “আর দু’দিন পরেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং-সহ একাধিক শীর্ষ নেতা রাজ্যে আসছেন। বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরাও আসবেন। তার আগে এই ঘটনা ঘটল। কেউ রাজনৈতিক বার্তা দিতে চাইছে বা বিজেপিকে টার্গেট করতে চাইছে। বাংলার রাজনৈতিকভাবে সচেতন মানুষ নিশ্চয়ই বিষয়টি বুঝবেন।”

তিনি জানান, ঘটনার তদন্ত চলছে এবং “হিংসা ও ভয়ের বিরুদ্ধে মানুষ ইতিমধ্যেই নিজেদের রায় দিয়েছে।”

এদিকে বিজেপি সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো অভিযোগ করেন, নির্বাচনী পরাজয় মেনে নিতে পারছে না সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস। তাঁর বক্তব্য, “তৃণমূল কংগ্রেস হতাশ হয়ে পড়েছে। তাদের ঘনিষ্ঠ দুষ্কৃতীরাও এই ফল মেনে নিতে পারছে না। ৪ মে-র পর কী হবে, তা দেখিয়ে দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হয়েছিল। চন্দ্রনাথ রথ কোনও রাজনীতিক ছিলেন না, তিনি শুভেন্দু অধিকারীর ব্যক্তিগত সহকারী ছিলেন। ভয় দেখানো এবং টার্গেট করাই এই হামলার উদ্দেশ্য।”

অন্যদিকে বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা-ও এই ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেসকে দায়ী করেছেন। তাঁর অভিযোগ, “বাংলার মানুষ মনে করছেন এই ঘটনার পিছনে তৃণমূলের হাত রয়েছে। সরকার বদলের সময় এই ধরনের ঘটনা ঘটানো হয়েছে।”

‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরাজয়ে ভূমিকার জন্যই আমার ছেলেকে খুন করা হয়েছে’, দাবি চন্দ্রনাথ রথের মায়ের

কলকাতা, ৭ মে (আইএএনএস): বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী-র দীর্ঘদিনের ব্যক্তিগত সহকারী চন্দ্রনাথ রথ খুনের ঘটনায় বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন তাঁর মা হাসি রানি রথ। বৃহস্পতিবার তিনি দাবি করেন, দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে সদ্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী-কে পরাজিত করতে তাঁর ছেলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকায় তাঁকে টার্গেট করা হয়েছিল।

বুধবার রাতে উত্তর ২৪ পরগনার মধ্যমগ্রাম এলাকায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় চন্দ্রনাথ রথের। তিনি শুধু শুভেন্দু অধিকারীর ব্যক্তিগত সহকারীই ছিলেন না, ভবানীপুর এবং নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্র-এ শুভেন্দু অধিকারীর নির্বাচনী প্রচারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও সামলাচ্ছিলেন।

সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে হাসি রানি রথ বলেন, “আমার ছেলে ভবানীপুর এবং নন্দীগ্রাম দু’টি কেন্দ্রেই শুভেন্দু অধিকারীর নির্বাচনী প্রচারের দায়িত্বে ছিল। সম্ভবত সেই কারণেই, বিশেষ করে ভবানীপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরাজয়ের পর, ওকে নিশানা করা হয়েছে।”

তিনি আরও অভিযোগ করেন, নির্বাচনের আগে তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদের একাধিক উস্কানিমূলক এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ মন্তব্যও এই ঘটনার পেছনে প্রভাব ফেলেছে।

তাঁর বক্তব্য, “এত বড় জয়ের পরেও বিজেপি নেতৃত্ব কর্মীদের সংযত থাকার এবং আইন নিজের হাতে না তোলার বার্তা দিয়েছে। কিন্তু আগের শাসকদলের নেতারা নির্বাচনের আগে সভায় সভায় ভয়ঙ্কর পরিণতির হুমকি দিয়েছিলেন। আমার ছেলের সঙ্গে ঠিক সেটাই করা হয়েছে।”

হাসি রানি রথ নতুন সরকারের কাছে তাঁর ছেলের হত্যাকারীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। যদিও তিনি মৃত্যুদণ্ড চাননি।

তিনি বলেন, “আমি চাই দোষীরা শাস্তি পাক। আমি নিজেও একজন মা, তাই কাউকে ফাঁসির দাবি করব না। কিন্তু তাদের যেন যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। নতুন সরকারের কাছে আমার আবেদন, অপরাধীরা যেন কঠোর শাস্তি পায়।”

২০২১ সালের তুলনায় নির্বাচনী বাজেয়াপ্তিতে ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি, জানাল নির্বাচন কমিশন

নয়াদিল্লি, ৭ মে (আইএএনএস): পাঁচ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের নজরদারি দল ও ফ্লাইং স্কোয়াড বিপুল পরিমাণ নগদ, মাদক, মদ ও অন্যান্য বেআইনি প্রলোভন সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করেছে। নির্বাচন কমিশনের (ইসিআই) তথ্য অনুযায়ী, ২০২১ সালের নির্বাচনের তুলনায় এ বার বাজেয়াপ্তির পরিমাণ বেড়েছে প্রায় ৪০.১৪ শতাংশ।

বৃহস্পতিবার প্রকাশিত এক সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, চলতি বছরের ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ৬ মে পর্যন্ত মোট ১,৪৪৪.৯৬ কোটি টাকার বেআইনি সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ২০২১ সালের একই রাজ্যগুলির নির্বাচনে এই অঙ্ক ছিল ১,০২৯.৯৩ কোটি টাকা।

রাজ্যভিত্তিক হিসেব অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গিয়েছে। ২০২১ সালের তুলনায় এ রাজ্যে বাজেয়াপ্তির পরিমাণ বেড়েছে ৬৮.৯২ শতাংশ। অন্যদিকে তামিলনাড়ুতে এই বৃদ্ধি ৪৮.৪০ শতাংশ।

পশ্চিমবঙ্গে মোট ৫৭৩.৪১ কোটি টাকার সামগ্রী বাজেয়াপ্ত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ৩১.১৪ কোটি টাকা নগদ, ১৫১.৮৬ কোটি টাকার মদ, ১৩০.২৮ কোটি টাকার মাদক, ৬৯.৩৬ কোটি টাকার মূল্যবান ধাতু এবং ১৯০.৭৭ কোটি টাকার অন্যান্য উপহার সামগ্রী।

তামিলনাড়ুতে মোট বাজেয়াপ্তির পরিমাণ ৬৬২.২৮ কোটি টাকা। এর মধ্যে ১০৫.২২ কোটি টাকা নগদ, ৪.৯৪ কোটি টাকার মদ, ৭৮.৬১ কোটি টাকার মাদক, ১৬৫.৮৬ কোটি টাকার মূল্যবান ধাতু এবং ৩০৭.৬৫ কোটি টাকার অন্যান্য উপহার সামগ্রী রয়েছে।

কেরলে মোট ৮০.৬৭ কোটি টাকার সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ১২.১২ কোটি টাকা নগদ, ২.৫১ কোটি টাকার মদ, ৫৮.৪৭ কোটি টাকার মাদক, ২.২৫ কোটি টাকার মূল্যবান ধাতু এবং ৫.৩৩ কোটি টাকার অন্যান্য সামগ্রী।

অসমে মোট ১১৭.২৪ কোটি টাকার বাজেয়াপ্তির মধ্যে রয়েছে ৬.০৭ কোটি টাকা নগদ, ২২.৭১ কোটি টাকার মদ, ৭০.০৮ কোটি টাকার মাদক, ৩.৬৮ কোটি টাকার মূল্যবান ধাতু এবং ১৪.৭ কোটি টাকার অন্যান্য সামগ্রী।

পুদুচেরিতে মোট ৯.৭২ কোটি টাকার সামগ্রী বাজেয়াপ্ত হয়েছে, যার বেশিরভাগই ছিল মূল্যবান ধাতু। এর মূল্য প্রায় ৮.৯৯ কোটি টাকা।

নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় রাজস্ব পরিষেবার ৩৭৬ জন ব্যয় পর্যবেক্ষক, ৭,৪৭০টি ফ্লাইং স্কোয়াড এবং ৭,৪৭০টি স্ট্যাটিক সার্ভেইলেন্স টিম মোতায়েন করা হয়েছিল।

কমিশনের দাবি, ‘ইলেকশন সিজার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম’ (ইএসএমএস) নামের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয় ও তথ্য আদানপ্রদান আরও দ্রুত ও কার্যকর হয়েছে।

তিন রাজ্যে বিজেপির জয়ে খোয়াইয়ে বিজয় মিছিল, উচ্ছ্বাস কর্মী-সমর্থকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে : তিন রাজ্যে বিজেপির বিপুল জয়ে উচ্ছ্বাসে মাতল খোয়াই জেলা বিজেপি। বৃহস্পতিবার দুপুর প্রায় একটা নাগাদ বিজেপির খোয়াই মণ্ডল কার্যালয় থেকে বের হয় এক বিশাল বিজয় মিছিল। মিছিলে নারী ও পুরুষ কর্মী-সমর্থকদের ব্যাপক অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। বিজয় মিছিলটি শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পথ পরিক্রমা করে। দলীয় পতাকা, স্লোগান এবং আবির খেলায় উৎসবের আবহ তৈরি হয় গোটা এলাকাজুড়ে।

মিছিলে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সম্পাদক অমিত রক্ষিত, খোয়াই জেলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা সিংহ রায়, বিজেপির খোয়াই জেলা সভাপতি বিনয় দেববর্মা, জেলা সম্পাদক সমীর কুমার দাস, খোয়াই মণ্ডল সভাপতি অনুকূল চন্দ্র দাস, মণ্ডল সম্পাদক অনিমেষ নাগ, রঞ্জন দাস সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। এই সময় নেতৃত্বের বক্তব্যে বলা হয়, দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বিজেপির জয় সাধারণ মানুষের আস্থা ও উন্নয়নের রাজনীতির প্রতি সমর্থনের প্রতিফলন। আগামী দিনেও দল মানুষের স্বার্থে কাজ করে যাবে বলেও জানান তারা।

গাড়ি ঘোরানোকে কেন্দ্র করে গোয়ালাবস্তিতে মারপিট, দুই যুবক আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মেঃ গাড়ি ব্যাক গিয়ার দেওয়াকে কেন্দ্র করে মারপিটের ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে গোয়ালাবস্তি এলাকায়। ঘটনায় আহত এক যুবকের পরিবারের পক্ষ থেকে নিউ ক্যাপিটেল কমপ্লেক্স থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্তে নেমে দুই যুবককে আটক করেছে পুলিশ।

জানা গেছে, গাড়ি ঘোরানো ও ব্যাক গিয়ার দেওয়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে প্রথমে বচসা শুরু হয়। পরে সেই বচসা মারপিটের ঘটনায় রূপ নেয়। অভিযোগ, এক কলেজ ছাত্রীর সামনেই তার ভাইকে ধরে মারধর করা হয়। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

ঘটনার খবর পেয়ে নিউ ক্যাপিটেল কমপ্লেক্স থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং তদন্ত শুরু করে। প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে দুই যুবককে আটক করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। এদিকে আক্রান্ত পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে। পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে।

বিধানসভা ভোটের পর মডেল কোড তুলে নিল নির্বাচন কমিশন, বহাল শুধু ফলতা কেন্দ্রে

নয়াদিল্লি, ৭ মে (আইএএনএস): অসম, কেরল, তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরির বিধানসভা নির্বাচনের পর জারি থাকা আদর্শ আচরণবিধি বা মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট (এমসিসি) তুলে নেওয়ার নির্দেশ দিল নির্বাচন কমিশন (ইসিআই)। তবে পশ্চিমবঙ্গের চখনৰ্ক্ষথ বিধানসভা কেন্দ্র কেন্দ্রে এখনও এমসিসি বহাল থাকবে।

বৃহস্পতিবার কমিশনের তরফে জারি করা নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, নির্বাচনের সূচি ঘোষণার দিন থেকেই আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর হয় এবং নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তা বলবৎ থাকে।

ইসিআই জানিয়েছে, অসম, কেরল, তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ ও পুদুচেরির বিধানসভা নির্বাচনের ফল ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসাররা ঘোষণা করেছেন। পাশাপাশি গুজরাট, কর্নাটক, মহারাষ্ট্র, নাগাল্যান্ড ও ত্রিপুরার বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রে হওয়া উপনির্বাচনের ফলও প্রকাশিত হয়েছে।

এরপরই কমিশন ঘোষণা করেছে যে সংশ্লিষ্ট সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রে অবিলম্বে আদর্শ আচরণবিধি তুলে নেওয়া হচ্ছে। তবে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে নতুন করে ভোটগ্রহণের নির্দেশ দেওয়ায় সেখানে এমসিসি বহাল থাকবে।

উল্লেখ্য, গত ৩ মে ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে সম্পূর্ণ ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া বাতিল করার বিরল সিদ্ধান্ত নেয় নির্বাচন কমিশন। কমিশনের অভিযোগ ছিল, ২৯ এপ্রিল ভোটগ্রহণের দিন ব্যাপক অনিয়ম ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হওয়ার একাধিক অভিযোগ সামনে আসে।

কমিশন জানিয়েছে, আগামী ২১ মে ফলতা কেন্দ্রের সমস্ত ২৮৫টি বুথে, সহায়ক বুথ-সহ, পুনর্নির্বাচন হবে। ভোটগণনা হবে ২৪ মে।

এদিকে ৪ মে অসম, কেরল, তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ এবং পুদুচেরির ভোটগণনা সম্পন্ন হওয়ার পর কমিশন সব কেন্দ্রের ফল ঘোষণা করে।

বিহারে মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ, গান্ধী ময়দানে এনডিএ-র শক্তিপ্রদর্শনে শপথ নিলেন ৩২ মন্ত্রী

পাটনা, ৭ মে (আইএএনএস): বিহারের মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী-র মন্ত্রিসভা বৃহস্পতিবার সম্প্রসারিত হল জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। পাটনার গান্ধী ময়দান-এ আয়োজিত অনুষ্ঠানে এনডিএ জোটের ৩২ জন নেতা মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার-সহ এনডিএ-র একাধিক শীর্ষ নেতা। বিপুল সংখ্যক সমর্থকের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি কার্যত এনডিএ-র শক্তিপ্রদর্শনে পরিণত হয়।

এই মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণের অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিক ছিল একাধিক নতুন মুখের অন্তর্ভুক্তি। জনতা দল (ইউনাইটেড) বা জেডিইউ-এর তরফে নিশান্ত কুমার, বুলো মণ্ডল এবং শ্বেতা গুপ্তাকে মন্ত্রী করা হয়েছে। বিশেষ করে শ্বেতা গুপ্তার অন্তর্ভুক্তিকে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

অন্যদিকে বিজেপি-র তরফে প্রথমবার মন্ত্রী হয়েছেন মিথিলেশ তিওয়ারি, রামচন্দ্র পাসওয়ান, নন্দ কিশোর রাম এবং ইঞ্জিনিয়ার শৈলেন্দ্র।

মন্ত্রীদের বন্টনে এনডিএ শরিকদের মধ্যে ভারসাম্য রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। বিজেপির কোটায় ১৫ জন, জেডিইউ-এর ১৩ জন, লোক জনশক্তি পার্টি (রাম বিলাস)-এর ২ জন, হিন্দুস্তানি আওয়াম মোর্চা (ধর্মনিরপেক্ষ)-এর ১ জন এবং রাষ্ট্রীয় লোক মোর্চা-র ১ জন মন্ত্রী হয়েছেন।

নতুন মন্ত্রিসভায় জাতিগত ভারসাম্য রক্ষার দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রিসভায় রয়েছেন ১০ জন অত্যন্ত অনগ্রসর শ্রেণির (ইবিসি), ৬ জন ওবিসি, ৭ জন দলিত, ৯ জন উচ্চবর্ণের প্রতিনিধি এবং ১ জন মুসলিম মন্ত্রী।

বিহারের রাজ্যপাল সৈয়দ আতা হাসনাইন পর্যায়ক্রমে মন্ত্রীদের শপথবাক্য পাঠ করান।

নতুন মন্ত্রিসভায় মোট পাঁচজন মহিলা মন্ত্রী রয়েছেন, যার মধ্যে জেডিইউ-এর তরফে রয়েছেন তিনজন। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, প্রশাসনে মহিলাদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর বার্তা দিতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

রাজনৈতিক মহলের মতে, আসন্ন নির্বাচনের কথা মাথায় রেখেই সামাজিক ও জাতিগত সমীকরণ বজায় রেখে এই মন্ত্রিসভা গঠন করেছে এনডিএ। তবে এখন নতুন সরকারের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হবে রাজনৈতিক বার্তাকে বাস্তব প্রশাসনিক কাজে রূপ দেওয়া এবং জোটের ঐক্য বজায় রাখা।

১৩ মে বিধায়ক পদে শপথ নেবেন

● প্রথম পাতার পর

থেকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

স্বদলীয় গোষ্ঠী

● প্রথম পাতার পর

রেহাই দেওয়া হবে না। প্রকৃত দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

রাহুল কিশোর রায়ের অকাল মৃত্যু ঘিরে ইতিমধ্যেই ধর্মনগরে রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। তার উপর পরিবারের তরফে ওঠা বিস্ফোরক মন্তব্য নতুন করে ঘটনাকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে।

বেআইনিভাবে ফি বৃদ্ধি

● প্রথম পাতার পর

এবিভিপির পক্ষ থেকে ডাইরেক্টর অফ মেডিকেল এডুকেশনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে গোটা বিষয়টি তুলে ধরা হয়।

এবিভিপি দাবি জানিয়েছে, অবিলম্বে বর্ধিত ফি প্রত্যাহার করে ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থ রক্ষা করতে হবে। অন্যথায় আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটার ইঙ্গিত দিয়েছে সংগঠনটি।

কনিষ্ঠ পুত্রের নির্যাতনের

● প্রথম পাতার পর

করতে জানে না, সে কখনোই অন্য কাউকে সম্মান দিতে পারে না। যে মা দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধারণ করে জন্ম দিয়েছেন, আজ সেই মায়ের উপরই আক্রমণ চালাতে উদ্যত হচ্ছে সে।

অভিযোগপত্র জমা নেওয়ার পর পুলিশ তাদের আশ্বাস দিয়েছে যে, পুরো ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের

● প্রথম পাতার পর

পরীক্ষার্থীরা প্রভিশনাল সার্টিফিকেটও ডাউনলোড করতে পারবেন। পর্ষদ সূত্রে খবর, মার্কশিট ও সার্টিফিকেট বিতরণের স্থান এবং তারিখ পরবর্তীতে জানিয়ে দেওয়া হবে। এই ঘোষণা ঘিরে পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উৎকণ্ঠা দেখা দিয়েছে।

আজ বঙ্গে অমিত শাহ

● প্রথম পাতার পর

উদ্দেশে যাত্রা করার কথা রয়েছে তাঁর। দুপুর ১২টা ৪০ মিনিট নাগাদ কলকাতা বিমানবন্দরে অবতরণ করবে বিমানটি।

বিমানবন্দর থেকে সড়কপথে নিউ টাউনের একটি হোটেলে যাবেন শাহ। সেখানে দুপুর ২টো থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত একাধিক বৈঠক করার কথা রয়েছে তাঁর। বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, নবনির্বাচিত বিধায়কদের সঙ্গেও বৈঠক করবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

বিধানসভা নির্বাচনের পরে পরিষদীয় দলনেতা নির্বাচনের জন্য বিজেপি নেতৃত্ব সাধারণত কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক নিয়োগ করে। নবনির্বাচিত বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠকের মাধ্যমেই পরিষদীয় দলনেতার নাম ঘোষণা করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে এবার বিজেপি সরকার গঠন করতে চলেছে বলে পরিষদীয় দলনেতাই হবেন রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রী।

নতুন বিজেপি সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান শনিবার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

● প্রথম পাতার পর

কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় ফিরেছিল। তবে এবারের নির্বাচনে ভরাডুবির পরও মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিতে অস্বীকার করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সপ্তাহের শুরুতে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, আমার পদত্যাগের কোনও প্রশ্নই নেই। জনগণের রায়ে নয়, ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে আমাদের হারানো হয়েছে।

বুধবার দলের একটি বৈঠকেও তিনি নিজের অবস্থানে অনড় থাকেন। সূত্রের খবর, সেখানে তিনি বলেন, ওরা চাইলে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করুক। চাইলে আমাকে বরখাস্ত করুক।

মামলা নিতে

● প্রথম পাতার পর

ম্যাজিস্ট্রেটকে অবিলম্বে পূর্ব আগরতলা থানায় গিয়ে ৪ এপ্রিল থেকে ৬ এপ্রিল পর্যন্ত সময়ের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে বিচার বিভাগীয় হেফাজতে নেওয়ার নির্দেশ দেয়। আদালতের নির্দেশের পর বুধবারই থানার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে।

পিটিশনে আরও অভিযোগ করা হয়েছে, রত্না রায়ের বাড়িতে চলা নির্মাণকাজকে কেন্দ্র করেই এই ঘটনার সূত্রপাত। অভিযোগ অনুযায়ী, আগরতলা পুর নিগমের কর্মী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে নির্মাণকাজ বন্ধ করিয়ে ২ লক্ষ টাকা দাবি করেন। টাকা না দেওয়ায় রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ও তাঁর সহযোগীরা সৈকত রায়কে মারধর করেন বলে অভিযোগে দাবি করা হয়েছে।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফের পুলিশের জবাবদিহিতা এবং আইন অনুযায়ী অভিযোগ গ্রহণে গাফিলতির বিষয়টি নতুন করে আলোচনায় উঠে এসেছে।

নিয়োগের দাবি

● প্রথম পাতার পর

করা হচ্ছে না। ফলে অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে বহু চাকরি প্রার্থীকে। তাদের দাবি, টেট-১ ও টেট-২ উত্তীর্ণ সকল প্রার্থীকে একইসঙ্গে অবিলম্বে নিয়োগ করতে হবে।

এদিন শিক্ষা ভবনের সামনে জড়ো হয়ে চাকরি প্রার্থীরা বিভিন্ন স্লোগান দেন এবং দ্রুত নিয়োগের দাবিতে প্রতিবাদ জানান। আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, বহু আশা নিয়ে তারা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং সফলও হয়েছেন। কিন্তু নিয়োগে বিলম্ব হওয়ায় তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। তারা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, অবিলম্বে নিয়োগের ব্যবস্থা না করা হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হবেন টেট উত্তীর্ণরা।

যুবরাজনগর বাজারে

● প্রথম পাতার পর

মালপত্র পুড়ে যায়। ফলে ব্যবসায়ীদের ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে।

ওই ঘটনার পর বাজার এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার প্রাথমিক চেষ্টা চালালেও আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।

এদিকে, খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ধর্মনগরের দমকল কর্মীরা। দমকল বাহিনীর তৎপরতায় দীর্ঘ চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ফলে বড় ধরনের আরও ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো সম্ভব হয়েছে বলে জানা গেছে। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত হতে পারে। তবে ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে সংশ্লিষ্ট দপ্তর। ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় উদ্বেগের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1 08-05-2026, 01:11

অঙ্গন

ত্রিপুরাকে ১৫৯ রানে হারিয়ে লিটল মাস্টার্স চ্যাম্পিয়ন আসাম

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে।। এমবিবি স্টেডিয়ামের সবুজ গালিচায় আজ শুধুই আসামের জয়গান। দ্বিতীয় নর্থ ইস্ট লিটল মাস্টার্স ট্রফি অনূর্ধ-১৪ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের মেগা ফাইনালে ত্রিপুরাকে ১৫৯ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়নের শিরোপা ছিনিয়ে নিল আসাম। টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ৪০ ওভারে ৬ উইকেটের বিনিময়ে ২৮৬ রানের পাহাড় গড়েছিল অসমের কিশোররা। দলের পক্ষে বিধ্বংসী ব্যাটিং করে ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দেন তানভীর ইসলাম, যিনি মাত্র ৮২ বলে ১১২ রানের একটি ঝোড়ো ইনিংস খেলেন। তার এই ইনিংসে ছিল ১১টি চার ও ৭টি ছক্কার মার। তাকে যোগ্য সঙ্গত দেন বিনয় কৃষ্ণ দেবনাথ (৬৪) এবং কৌস্তভ গগৈ (২৬)। ত্রিপুরার হয়ে বল হাতে উদয়ন পাল ২ উইকেট এবং বিহান দাস ও বিজয় দেব ১টি করে উইকেট দখল করলেও রান আটকানো সম্ভব হয়নি। ২৮৭ রানের কঠিন লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই চাপে পড়ে যায় ত্রিপুরার ইনিংস। আসামের বোলারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে নির্ধারিত ৪০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে মাত্র ১২৭ রানেই থমকে যায় স্বাগতিকদের দৌড়। ত্রিপুরার হয়ে উদয়ন পাল ধৈর্যশীল ব্যাটিং করে ১০৯ বলে ৫৩ রান করলেও তা জয়ের জন্য যথেষ্ট ছিল না। এছাড়া অর্ণব দেববর্মা ও শাহীন হোসেন ১৮ রান করে অবদান রাখেন। আসামের হয়ে বল হাতে প্রীতম কুন্ডু, কুণাল বেজবড়ুয়া ও আয়ুষ পান্ডে ২টি করে উইকেট নিয়ে ত্রিপুরার মেরুদণ্ড ভেঙে দেন। অলরাউন্ড নৈপুণ্যের জন্য ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হন আসামের তানভীর ইসলাম। টুর্নামেন্টের আগের ম্যাচগুলোতে ত্রিপুরা ভালো পারফর্ম করলেও ফাইনালের মঞ্চে তারা খেই হারিয়ে ফেলে। যেখানে সেমিফাইনালে মিজোরামকে ১৪৮ রানে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল ত্রিপুরা, সেখানে অসম মণিপুরকে ৯৯ রানে হারিয়ে নিজেদের আধিপত্য বজায় রেখেছিল। মেগা ফাইনাল শেষে আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিসিসিআই-এর আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিল সদস্য খাইরুল জামাল মজুমদার (মামন)। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেঘালয় ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সচিব রেনল্ড খারখামনি, মিজোরামের সভাপতি রবার্ট লালফামকিমা, মণিপুরের সচিব লাইরেনজাম গীতরঞ্জন সিং, নাগাল্যান্ডের জাস্টিন খাটোমং এবং অসম ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি রমেন দত্ত ও সদস্য মুকুটানন্দ ভট্টাচার্য। এনইসিডিসির কো-কনভেনার নবব্রত ভট্টাচার্য ছাড়াও ত্রিপুরার তরফে উপস্থিত ছিলেন টিসিএ সহ-সভাপতি উপনন্দ দেববর্মা, সচিব সুব্রত দে এবং কোষাধ্যক্ষ বাসুদেব চক্রবর্তী। বিশিষ্ট অতিথিদের হাত থেকেই চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স-আপ ট্রফি গ্রহণ করে ক্রিকেটাররা।

বিশ্ব মাস্টার্স চ্যাম্পিয়নদের বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে বিশেষ সংবর্ধনা প্রদান

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা,৭ মে।। থাইল্যান্ডের মাটিতে ভারতের তেরঙা উড্ডীন করে রাজ্যের মুখ উজ্জ্বল করা কৃতি মাস্টার্স অ্যাথলিটদের এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সম্মাননা জানাল ‘প্রজাপিতা ব্রহ্ম কুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়’-এর ‘মাস্টার্স স্পোর্টস উইং’। আজ, বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে সাতটায় আগরতলা বাধেরঘাট শাখায় আয়োজিত এই বিশেষ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বিজয়ী অ্যাথলিটদের উৎসাহিত করেন ব্রহ্ম কুমারীসের বাধারঘাট শাখা ইন-চার্জ বি.কে. গৌরী বহিন জি। অনুষ্ঠানে তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বি.কে. স্বপ্না বহিন জি, বি.কে. অনামিকা বহিন জি সহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যরা। এছাড়াও বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের ইন-চার্জ ডঃ ভারতী নিগম, মাস্টার স্পোর্টস উইং-এর চেয়ারম্যান ডা: জ্যোতিশ্বর সেন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট সুপ্রভাত দেবনাথ ও নলিনী দেবনাথ। উল্লেখ্য, গত ১৭ থেকে ২০ এপ্রিল থাইল্যান্ডের সি রাচায় অনুষ্ঠিত ”ওয়ার্ল মাস্টার্স স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬”-এ ভারত তথা ত্রিপুরার চার প্রতিনিধি প্রিয়া লাল সাহা (সচিব), আশীষ কর (নির্বাহী সভাপতি), নারায়ণ ঘোষ ও মালু মিয়া অসাধারণ সাফল্য লাভ করেন। পদক তালিকার বিচারে আশীষ কর ৫ কিমি রেস ওয়াক, ৫ কিমি দৌড় এবং ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল সাঁতারে তিনটি স্বর্ণপদক ও ডিসকাস থ্রো-তে রৌপ্যপদক জয় করেন। প্রিয়া লাল সাহা হাই জাম্প-এ স্বর্ণপদক, লং জাম্প-এ রৌপ্যপদক এবং ট্রিপল জাম্প-এ ব্রোঞ্জপদক অর্জন করেন। নারায়ণ ঘোষ লং জাম্প-এ স্বর্ণপদক জেতার পাশাপাশি ১০০ মিটার স্প্রিন্টে রৌপ্য ও ২০০ মিটারে ব্রোঞ্জপদক পান। অন্যদিকে মালু মিয়া ১০০ মিটার স্প্রিন্টে ব্রোঞ্জপদক লাভ করেন। এদের মধ্যে বর্তমানে ক্রীড়া দপ্তরে কর্মরত তথা ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলে নিযুক্ত প্রিয়া লাল সাহার জয়ের কাহিনী এক প্রকার রূপকথার মতো। থাইল্যান্ড যাত্রার মাত্র পনেরো দিন আগে এক ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনায় তাঁর গাড়ি গিরিখাতে পড়ে গেলেও তিনি অলৌকিকভাবে বেঁচে যান, যদিও তাঁর স্ত্রী গুরুতর আহত হন। সেই মানসিক ও শারীরিক ধকল সামলে এবং প্রতিযোগিতার কদিন শুধু শুকনো খাবার ও ফল খেয়ে লড়াই চালিয়ে তিনি স্বর্ণপদক নিশ্চিত করেন। ২০০০ সাল থেকে ব্রহ্ম কুমারীসের সঙ্গে যুক্ত প্রিয়া লাল গত দু”বছর ধরে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলে উদীয়মান খেলোয়াড়দের ধ্যানের শিক্ষাও দিয়ে আসছেন। আজকের অনুষ্ঠানে বক্তারা এই চার অ্যাথলিটের অদম্য জেদ ও পরিশ্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতে তাঁরা দেশের জন্য আরও বড় সাফল্য বয়ে আনবেন বলে আশা প্রকাশ করেন।

দলের সঙ্গে গোয়া যাচ্ছেন আপুইয়া, ডার্বি নিয়ে এখনই ভাবতে চান না মোহনবাগান কোচ

আগের নর্থইস্ট ম্যাচে চোটের জন্য ছিলেন না আলবার্তো রডরিগেজ ও আপুইয়া। বৃষ্টিস্নাত গুয়াহাটিতে সেই ম্যাচে জয় এলেও মোহনবাগান কোচের চিন্তা ছিল পরের ম্যাচে নামার আগে আপুইয়া আর আলবার্তোকে পাবেন কিনা। আপাতত আলবার্তো কয়েকদিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠলেও আপুইয়াকে নিয়ে কয়েকদিন আগে পর্যন্ত সন্দেহে ছিলেন মোহনবাগান কোচ সার্জিও লোবেরা। বুধবার সরাসরি তিনি জানিয়ে দেন পরের ম্যাচে খেলার জন্য পুরোপুরি তৈরি আপুইয়া। বৃহস্পতিবার সকালে অনুশীলন করে গোয়া উড়ে যাচ্ছে মোহনবাগান। যা খবর, আপুইয়া ফিট হলেও পুরো ম্যাচ না-ও খেলাতে পারেন লোবেরা। মোহনবাগান আইএসএলে শেষ ম্যাচ খেলেছে ১৯ এপ্রিল। তারপর যেহেতু দু’সপ্তাহের বেশি সময় ম্যাচ খেলেননি ম্যাকলারেনরা। স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা হলেও চিন্তায় রয়েছেন লোবেরা। তবে এই দীর্ঘ সময় ম্যাচ না থাকা নিয়ে অভিযোগ নেই মোহনবাগান কোচের। তার উপরে মঙ্গলবার মুম্বই সিটি এফসিকে হারিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষে উঠে এসেছেন ইউসেফ এজেজারিরা। স্বাভাবিকভাবেই চাপ বাড়ছে মোহনবাগানের উপর।

মোহনবাগানের আর বাকি মাত্র চারটে ম্যাচ। এই চার ম্যাচের মধ্যে রয়েছে ডার্বি। আপাতত ডার্বি নিয়ে ভাবতে নারাজ মোহনবাগান কোচ। লোবেরা বলছিলেন, “আমি ডার্বি নিয়ে এখনই কথা বলতে চাই না। ডার্বির আগের দিন ওই ম্যাচ নিয়ে কথা বলব। আপাতত আমার লক্ষ্য এফসি গোয়া ম্যাচ। ডার্বির আগে আরও দু’টো ম্যাচ খেলতে হবে আমাদের। সেই ম্যাচগুলো নিয়ে আপাতত ভাবছি।” আপুইয়ার চোট নিয়ে আরও বলেন, “আপুইয়া ম্যাচ খেলার মতো ফিট রয়েছে। হয়তো নব্বই মিনিট ম্যাচ খেলার মতো তৈরি নয়। তবে কত মিনিট খেলাবে, সেটা এখন বলতে পারছি না। এখনও কয়েকটা ট্রেনিং বাকি রয়েছে। দেখা যাক কী হয়।” লোবেরা গুরুত্ব দিচ্ছেন এফসি গোয়ার কোচ মানালো মার্কুয়েজকে। এই মুহূর্তে নয় ম্যাচে ২০ পয়েন্ট পেয়ে লিগ টেবিলের তৃতীয় স্থানে রয়েছেন ম্যাকলারেনরা। এই ম্যাচ জিতলে ফের লিগ টেবিলের শীর্ষে চলে যাবে মোহনবাগান। সেই লক্ষ্য নিয়েই গোয়া উড়ে যাচ্ছে মোহনবাগান।

আইপিএলের মাঝেই ‘গুরু’ যুবরাজকে দামি উপহার পন্থের!

ছাত্রের সংখ্যা বেড়েই চলেছে যুবরাজ সিংহের। তাঁরা প্রত্যেকেই এখন আইপিএলে খেলছেন। ব্যস্ত সূচির মাঝেও গুরু যুবরাজ সিংহের জন্মদিন ভোলেননি ঋষভ পন্থ। যুবরাজকে জন্মদিনের উপহার পাঠিয়েছেন তিনি। সেই উপহার পেয়ে বাকি ছাত্রদের খোঁচা মেরেছেন যুবি।জন্মদিনে যুবরাজকে গল্ফ কিট উপহার দিয়েছেন পন্থ। বেশ দামি সেই গল্ফ কিট। যুবরাজের গল্ফ প্রীতি রয়েছে। অবসর সময়ে তিনি চলে যান গল্ফ কোর্সে। মাঝে মাঝে নিজের পুরনো বন্ধুদেরও নিয়ে যান সেখানে। সেই কারণেই যুবরাজকে গল্ফ কিট দিয়েছেন পন্থ।সমাজমাধ্যমে সেই উপহার সকলকে দেখিয়েছেন যুবরাজ। উপহারের পাশাপাশি জন্মদিনের শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন পন্থ। তিনি লিখেছেন, “যুবি পাজি (পঞ্জাবিতে বড় দাদাকে এই নামে ডাকা হয়), আপনার সাহায্য ও পথপ্রদর্শনের জন্য অনেক ধন্যবাদ। গল্ফ কোর্সে দেখা হবে।”যুবরাজ সমাজমাধ্যমে সেই ভিডিয়োতে বলেছেন, “বাকিদের লজ্জা হওয়া উচিত।” বাকিদের বলতে নিজের বাকি ছাত্রদের কথা বলেছেন ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার। অবশ্য কারও নাম করেননি তিনি।

পন্থ ছাড়াও অভিষেক শর্মা, শুভমন গিল, প্রিয়াংশ আর্য, প্রভসিমরন সিংহ, নমন ধীর, আব্দুল সামাদেরা যুবরাজের ছাত্র। কঠিন সময়ে প্রত্যেকেই যান তাঁর কাছে। যুবরাজ তাঁদের সঙ্গে সময় কাটান। কোথায় খুঁত হচ্ছে তা ধরিয়ে দেন। এ বার আইপিএলের আগে পন্থকেও দেখা গিয়েছে যুবির সঙ্গে। সেই কারণেই গুরুকে উপহার দিয়েছেন তিনি। কিন্তু বাকিরা হয়তো দেননি। সেই কারণেই নাম না করে অভিষেক, শুভমনদের খোঁচা মেরেছেন যুবি।

দলের সঙ্গে রায়পুরে গেলেন না হার্দিক!

এখনও কি সুস্থ হয়ে ওঠেননি হার্দিক পাণ্ড্য? তাঁকে নিয়ে ধোঁয়াশা চলছে। সোমবার লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে খেলেননি হার্দিক। রবিবার রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধেও তাঁর খেলা অনিশ্চিত। দলের সঙ্গে রায়পুরে যাননি হার্দিক।

বুধবার ছত্তীসগড়ের রায়পুরে উড়ে গিয়েছে মুম্বই দল। তার আগে মুম্বই বিমানবন্দরে বাকিদের দেখা গেলেও হার্দিককে দেখা যায়নি। এমন কোনও খবরও পাওয়া যাচ্ছে না যে, পরে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন হার্দিক। তাতে ধোঁয়াশা আরও বেড়েছে।

লখনউয়ের বিরুদ্ধে টস করতে নামেন সূর্যকুমার যাদব। তিনি জানিয়েছিলেন, হার্দিক একটু অসুস্থ। তাই তিনি শুধু এক ম্যাচের জন্য অধিনায়কত্ব করবেন। সেই ম্যাচ জেতে মুম্বই। পরে দল জানায়, পিঠে ব্যথার কারণে খেলেননি হার্দিক। ম্যাচের আগে এই সমস্যা শুরু হওয়ায় তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল তাগের।

চলতি আইপিএলে আগে দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধেও একটি ম্যাচে খেলেননি হার্দিক। যাঁরা জোরে বল করেন, তাঁদের ক্ষেত্রে পিঠের ব্যথা খুবই সাধারণ। হার্দিক আগেও এই সমস্যায় পড়েছেন। পিঠের ব্যথায় দীর্ঘ দিন মাঠের বাইরেও থেকেছেন। সেই কারণেই হয়তো তাঁকে নিয়ে আর ঝুঁকি নিতে চাইছে না মুম্বই ইন্ডিয়ান্স।

তবে এমন একটা সময়ে হার্দিককে মুম্বই পাবে না, যখন তাদের সব ম্যাচই মরণ-বাঁচন। খাতায় কলমে এখনও তাদের সুযোগ রয়েছে। বাকি সব ক’টি ম্যাচ জিতলে মুম্বইয়ের সর্বোচ্চ পয়েন্ট হবে ১৪। সে ক্ষেত্রেও বাকিদের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে মুম্বইকে। এই পরিস্থিতিতে অধিনায়ককে না পেলে মুম্বইয়ের সমস্যা আরও বাড়বে।

TRIPURA PUBLIC SERVICE COMMISSION
AGARTALA

Advt. No. 03/2026

Online applications are invited from bonafide citizens of India for selection of candidates for recruitment to 08 (eight) nos. Of temporary posts of Junior Engineer, Grade-I & Grade-II, Electrical Engineering under Rural Development Department, Govt. of Tripura through the "Combined Competitive Examination Rules-2022".
For detailed Advertisement please visit **https://tpsc.tripura.gov.in.**

(S.Mog,IAS)
Secretary,
Tripura Public Service Commission.

আইপিএলের প্লে-অফ ও ফাইনাল সরিয়ে দেওয়ায় বোর্ডের উপর ক্ষুব্ধ কর্নাটক ক্রিকেট সংস্থা

সাধারণত চ্যাম্পিয়ন দলের ঘরের মাঠেই পরের বারের আইপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচ, প্লে-অফ ও ফাইনাল হয়। সেই নিয়ম মেনে এ বার উদ্বোধনী ম্যাচ হয়েছিল বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে। প্লে-অফ ও ফাইনাল হওয়ার কথাও ছিল সেখানে। কিন্তু প্রতিযোগিতার মাঝে হঠাৎ সিদ্ধান্ত বদলেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। প্লে-অফ ও ফাইনাল সরিয়ে দেওয়া হয়েছে বেঙ্গালুরু থেকে। বোর্ডের এই সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ কর্নাটক ক্রিকেট সংস্থা।

একটি বিবৃতিতে কর্নাটক ক্রিকেট সংস্থা বলেছে, “কর্নাটক ক্রিকেট সংস্থার সভাপতি তথা প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার বেঙ্কটেশ প্রসাদ শুরু থেকেই বোর্ডের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছিলেন। আইপিএলের প্লে-অফ ও ফাইনাল চিন্নাস্বামীতে আয়োজন করতে যে আমরা তৈরি ছিলাম, সেই তথ্য বোর্ডকে দেওয়া হয়েছিল। এ বার বেঙ্গালুরুতে যে কয়েকটা ম্যাচ হয়েছে, তা খুব সুষ্ঠুভাবে করা হয়েছে। কারও কোনও সমস্যা হয়নি। কোনও বিতর্ক হয়নি। তার পরেও ম্যাচ সরিয়ে নেওয়া হল। কেন এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল জানি না।”

কর্নাটক ক্রিকেট সংস্থার এই বিবৃতি থেকে স্পষ্ট, বোর্ডের সিদ্ধান্ত তারা বুঝতে পারছে না। তারা যে আইপিএলের প্লে-অফ ও ফাইনাল আয়োজনের জন্য তৈরি ছিল এবং বোর্ডকে সেই কথা জানানো ছিল, সেটাও স্পষ্ট করে দিয়েছে কর্নাটক সংস্থা। ম্যাচ সরানোর সিদ্ধান্তে যে তারা ক্ষুব্ধ, তা এই বিবৃতি থেকেই পরিষ্কার।

অবশ্য শুধু এ বার নয়, গত বারও ফাইনালের ক্ষেত্রে এই ছবি দেখা গিয়েছিল। তার আগের বছর কলকাতা নাইট রাইডার্স ট্রফি জিতলেও ফাইনাল ইডেনে না হয়ে অহমদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে আয়োজন করা হয়েছিল। এ বছরও ফাইনাল আয়োজনের অক্ষমতার যুক্তি দেখিয়ে ম্যাচ চিন্নাস্বামী থেকে সরানো হয়েছে অহমদাবাদে। এই নিয়ে তিন বার আইপিএলের ফাইনাল আয়োজন করতে চলেছে অহমদাবাদ।

বোর্ড বুধবার একটি বিবৃতিতে প্লে-অফের চারটি ম্যাচের সূচি ঘোষণা করেছে। বেঙ্গালুরু কোনও ম্যাচই পায়নি। সাধারণত ফাইনালের পাশাপাশি একটি ম্যাচ পায় গত বারের বিজয়ী দলের মাঠ। এ বার সেই নিয়মও মানা হয়নি। বোর্ডের যুক্তি, বেঙ্গালুরুতে ফাইনাল হওয়ার কথা থাকলেও বোর্ডের নির্দেশিকা এবং প্রোটোকল মেনে স্থানীয় ক্রিকেট সংস্থা এবং কর্তৃপক্ষের থেকে যে যে জিনিস চাওয়া হয়েছিল তা দিতে তারা অপারগ। তাই প্লে-অফের ম্যাচ অন্যত্র সরানো হয়েছে। পাশাপাশি জানানো হয়েছে, পরিচালনাগত এবং যাতায়াতের কিছু সমস্যার কারণে প্লে-অফ মাত্র তিনটি মাঠে রাখা হয়েছে।

বোর্ডের ঘোষিত সূচি অনুযায়ী, ২৬ মে প্রথম কোয়ালিফায়ার হবে হিমাচল প্রদেশের ধর্মশালায়। এলিমিনেটর ২৭ মে, মুল্লানপুরে। ২৯ মে সেই মাঠেই দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার হবে। ৩১ মে ফাইনাল। সেটি হবে অহমদাবাদে।গত বছর ইডেনে ফাইনাল হওয়ার কথা থাকলেও ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের কারণে সপ্তাহখানেক বন্ধ ছিল আইপিএল। পরে যে পরিবর্তিত সূচি ঘোষণা করা হয়, সেখানে কলকাতা থেকে ম্যাচ সরিয়ে অহমদাবাদে নিয়ে যাওয়া হয়। নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে ম্যাচ সরানো হয়েছিল। যদিও কলকাতার চেয়ে অহমদাবাদ পাকিস্তানের বহু কাছের শহর। তার পরেও মাঠ বদল হয়। এ বারও সেই ছবি দেখা গেল।

২০২৭ বিশ্বকাপে রোহিত, কোহলির সঙ্গে খেলার স্বপ্ন দেখছেন লখনউয়ের পেসার

ভারতীয় দলের হয়ে এখনও কোনও ফরম্যাটে অভিষেক হয়নি তাঁর। এমনকি, এ বারের আইপিএলের আগে তাঁর নাম খুব একটা শোনা যায়নি। এ বার নজর কেড়েছেন প্রিন্স যাদব। লখনউ সুপার জায়ান্টসের হয়ে এ বারের আইপিএলে ৯ ম্যাচে ১৩ উইকেট নিয়েছেন প্রিন্স। বেগনি টুপির তালিকায় ছ’নম্বরে রয়েছেন তিনি। ওভার প্রতি ৮.০৬ রান দিয়েছেন তিনি। মহম্মদ শামি, মহসিন খানকে টপকে

লখনউয়ের হয়ে সবচেয়ে বেশি উইকেটের মালিক তিনি। ভাল বল করছেন তিনি। এখন থেকেই পরের বছরের বিশ্বকাপ খেলার স্বপ্ন দেখছেন তিনি। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার সঙ্গে বিশ্বকাপে খেলার লক্ষ্য প্রিন্সের।

লখনউ সুপার জায়ান্টস প্রিন্সের একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেছে। সেখানে তিনি বলেন, “বিরাট ও রোহিত ভাইয়ের সঙ্গে ২০২৭ সালের এক দিনের বিশ্বকাপ খেলতে চাই। ওঁদের বিশ্বকাপ জেতাতে চাই। এটাই আমার স্বপ্ন। এটাই আমার লক্ষ্য।”

ভারতীয় দল থেকে এখনও দূরে রয়েছেন প্রিন্স। কিন্তু আইপিএলে ভাল খেলে জাতীয় দলে জায়গা পাওয়ার উদাহরণ কম নেই। প্রিন্সও সেটা জানেন। তিনিও চান, নিজের যোগ্যতায় বিশ্বকাপের দলে জায়গা করে নিতে। এ বারের আইপিএলের পর ভারতের সাদা বলের ক্রিকেটে, বিশেষ করে টি-টোয়েন্টি দলে সুযোগ পেতে পারেন প্রিন্স। তবে এক দিনের দলে জায়গা পাওয়ার অনেকে রয়েছেন। তার পরেও স্বপ্ন দেখা ছাড়ছেন না এই ডানহাতি পেসার।

বীরেন্দ্র সহবাগের নজফগড়ের কাছেই প্রিন্সের গ্রাম দরিয়াপুর খুর্দ। আর পাঁচটা ছেলের মতো বন্ধুদের সঙ্গে গ্রামের মাঠে খেলতেন। নিছক আনন্দে। বাবাকে লুকিয়ে খেলতে হত তাঁকে। রেল পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী বাবা ক্রিকেট পছন্দ করতেন না। তিনি চাইতেন, ছেলে পড়াশোনা করে বড় হয়ে ভাল চাকরি করুক। জানতে পারলেই প্রিন্সের পিঠে পড়ত মার! তা হলে? একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে প্রিন্স বলেছেন, “খেলার জন্য বাবার কাছে একটা সময় পর্যন্ত প্রচুর মার খেয়েছি। খেলাধুলো বাবা পছন্দ করতেন না। তাই ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্ন দেখিনি কখনও। বন্ধুদের সঙ্গে এমনিই টেনিস বলে খেলতাম গ্রামে। মনের আনন্দে খেলতাম। যেমন সব বাচ্চারা খেলে। ১৭ বছর বয়স পর্যন্ত এ ভাবেই চলেছে।” একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে প্রিন্স বলেছেন, “খেলার জন্য বাবার কাছে একটা সময় পর্যন্ত প্রচুর মার খেয়েছি। খেলাধুলো বাবা পছন্দ করতেন না। তাই ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্ন দেখিনি কখনও। বন্ধুদের সঙ্গে এমনিই টেনিস বলে খেলতাম গ্রামে। মনের আনন্দে খেলতাম। যেমন সব বাচ্চারা খেলে। ১৭ বছর বয়স পর্যন্ত এ ভাবেই চলেছে।”

কী করে বদলাল পরিস্থিতি? এ বার অবাক করলেন প্রিন্স। লখনউয়ের বোলার বললেন, “বদলায়নি তো। এখনও বন্ধুদের সঙ্গে টেনিস বলে খেলি। গত বার আইপিএলের পর বাড়ি ফিরেও গ্রামে চুটিয়ে টেনিস বলে খেলেছি। একটা জিনিস অবশ্য বদলেছে। এখন খেললেও বাবার কাছে আর মার খেতে হয় না।”

পরিবারের মূল আয়ের মাধ্যম এখন চাষাবাদ। গম চাষের টাকায় চলে প্রিন্সদের সংসার। ক্রিকেট থেকে বিরতি পেলে চাষের কাজে হাত লাগান প্রিন্স। তিনি বলেছেন, “বাড়িতে থাকলে জমিতে চলে যাই। চাষের কাজ করতে আমার ভালই লাগে। আইপিএল খেলতে আসার আগেও তো গম চাষ নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম।”

দিল্লির হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলছেন ২০২৪ সাল থেকে। আইপিএলে তিনি ঋষভ পন্থের দলের প্রথম একাদশের নিয়মিত সদস্য। এখনও টেনিস বলে খেলেন? প্রিন্সের জবাব, “সকলের কথা বলতে পারব না। আমার উপকার হয়। টেনিস বলে খেললে হাতের গতি বাড়ে। কারণ টেনিস বলে জোরে বল করলে প্রচুর চাপ পড়ে। বলে বেশ ভাল গতি না থাকলে ইয়র্কার দেওয়া যায় না। টেনিস বলে খেলায় আমার বলের গতি অনেক বেড়েছে।” প্রিন্স এখন বিসিসিআইয়েরও সুনজরে। ভবিষ্যতের ভারতীয় দলের জন্য যে তরুণ জোরে বোলারদের আলাদা করে তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, সেই তালিকায় রয়েছে প্রিন্সের নাম। এখন দেখার, তাঁর স্বপ্নপূরণ হয় কি না।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

ধর্মনগরে মহাসমারোহে পালিত হল 'নারদ জয়ন্তী'

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৭ মে: বিশ্ব সংবাদ কেন্দ্র, ত্রিপুরা-এর উদ্যোগে আজ সন্ধ্যা ৬:০০ মিনিটে ধর্মনগরের অরবিন্দ ভট্টাচার্য ভবন (ছোট টাউন হল)-এ মহাসমারোহে পালিত হল 'নারদ জয়ন্তী'। ভারতীয় সংবাদ ও যোগাযোগ পরম্পরার অন্যতম প্রেরণাপুরুষ মহর্ষি নারদের জন্মতিথি উপলক্ষে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও শুভানুধ্যায়ীদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের অখিল ভারতীয় সহ প্রচার প্রধান মাননীয় নরেন্দ্র কুমার ঠাকুর। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের -এর জেলা সঙ্ঘচালক বিবেকানন্দ ভট্টাচার্জি এবং ত্রিপুরা প্রান্তের প্রান্ত কার্যবাহ শ্রী সেনাপতি রায়।

অনুষ্ঠানে ২০২৬ সালের 'নারদ পুরস্কার' প্রদান করা হয় বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্রীমতি কাকলি রাউথ-কে। দীর্ঘদিন ধরে সাংবাদিকতা জগতে নিষ্ঠা, সততা ও সমাজমুখী সংবাদ পরিবেশনের জন্য তাঁকে এই সম্মানে ভূষিত করা হয়। পুরস্কার গ্রহণের পর তিনি তাঁর অনুভব ব্যক্ত করতে গিয়ে সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা ও বর্তমান সময়ে দায়িত্বশীল সংবাদ পরিবেশনের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানের সূচনায় মঞ্চে অতিথিদের আমন্ত্রণ ও বরণ জানানো হয় এবং প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। এসময় 'দীপম জ্যোতি পরম জ্যোতি' মন্ত্র পাঠ করা হয়। পরবর্তীতে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশিত হয়।

এরপর স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন অভিজিৎ দেব। তিনি তাঁর বক্তব্যে নারদ জয়ন্তীর তাৎপর্য, ভারতীয় সাংবাদিকতার ঐতিহ্য এবং সমাজ জীবনে ইতিবাচক সংবাদ পরিবেশনের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন।

প্রধান অতিথির ভাষণে মাননীয় নরেন্দ্র কুমার ঠাকুর বলেন যে, বর্তমান সময়ে সংবাদ মাধ্যম কেবল তথ্য পরিবেশনের ক্ষেত্র নয়, বরং সমাজকে সঠিক দিশা প্রদানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। ভারতীয় সংস্কৃতি, জাতীয় চেতনা ও নৈতিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে গঠনমূলক সাংবাদিকতার প্রয়োজনীয়তার উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি ভারতের প্রতিটি নাগরিককে নিজের মধ্যে স্ব-বোধ জাগ্রত করার আহ্বান রাখেন। স্ব-ভাবকে জাগ্রত করার চেষ্টায় মানুষকে ভারতের নিজস্বতায় বিশ্বাস রাখায় আহ্বান জানান। ভারতের নিজস্বতা হলো তার প্রাচীনত্ব। সেই প্রাচীনত্বের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির খোঁজ করলেই প্রতিটি নাগরিকের মধ্যে স্ব-বোধ জাগ্রত হবে তিনি আলোচনা রাখেন।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও সমাপ্তি ভাষণ প্রদান করেন জেলা সঙ্ঘচালক বিবেকানন্দ ভট্টাচার্জি। 'বন্দেমাতরম' গানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সফল সমাপ্তি ঘটে।

থানা থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে দুই দোকানে দুঃসাহসিক চুরি

বিলোনিয়া, ৭ মে : বিলোনিয়া থানার একেবারে কাছেই পরপর দুটি দোকানে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শহরজুড়ে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যবসায়ীদের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। চুরির ঘটনা ঘটেছে একটি সেলাইয়ের দোকান এবং একটি হোমিওপ্যাথি ওষুধের দোকানে।

জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সকালে হোমিওপ্যাথি ওষুধের দোকানের মালিক সঞ্জয় চক্রবর্তী দোকান খুলতে এসে পাশের সেলাই দোকানের দরজা খোলা এবং মেঝেতে তালা পড়ে থাকতে দেখে সন্দেহ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেলাই দোকানের মালিক সুলেখা দেবকে খবর দেন।

সুলেখা দেব ঘটনাস্থলে এসে দেখেন, তার দোকানের মাঝখানের পার্টিশনের টিনের বেড়া কেটে চোরেরা পাশের হোমিওপ্যাথি দোকানে প্রবেশ করেছে। পরে সঞ্জয় চক্রবর্তী নিজের দোকান খুলে দেখেন, দোকানের অন্যান্য জিনিসপত্র অক্ষত থাকলেও ক্যাশবাক্সের জায়গা সম্পূর্ণ তছনছ অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, দুটি দোকান থেকেই কিছু নগদ অর্থ চুরি হয়েছে। তবে ঠিক কত টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা এখনও স্পষ্ট নয়।

ঘটনার খবর পেয়ে বিলোনিয়া থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে দরজা ভাঙার কিছু সরঞ্জাম উদ্ধার করেছে। ইতিমধ্যে চুরির মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে। আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

এদিকে থানার এত কাছেই চুরির ঘটনায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিলোনিয়া ব্যবসায়ী সমিতি। সমিতির সভাপতি মানিক পাল পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, থানার কাছেই যদি দোকান নিরাপদ না থাকে, তাহলে সাধারণ ব্যবসায়ীরা কোথায় যাবে?

তিনি অবিলম্বে শহরে রাতের পুলিশ টহল বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন। পরপর চুরির ঘটনায় রাতের বিলোনিয়া শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে ব্যবসায়ী মহলে।

বকেয়া ভাড়া না দিয়েই অফিস সরানোর অভিযোগ, বিশালগড়ে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৭ মেঃ বকেয়া ভাড়া পরিশোধ না করেই গোপনে অফিসের সামগ্রী সরিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে 'আশীর্বাদ মাইক্রো ফাইন্যান্স' নামে একটি বেসরকারি সংস্থার বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বুধবার বিশালগড় নামার বাজার এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। অভিযোগ করেছেন বাড়ির মালিক তথা ব্যবসায়ী রাখাল বণিক ওরফে ভুট্টো বণিক।

জানা গেছে, গত কয়েক বছর ধরে বিশালগড় নামার বাজার এলাকায় রাখাল বণিকের দালান বাড়িতে ভাড়ায় অফিস পরিচালনা করছিল আশীর্বাদ মাইক্রো ফাইন্যান্স। উভয় পক্ষের মধ্যে নোটারির মাধ্যমে একটি চুক্তিপত্রও সম্পাদিত হয়েছিল। সেই চুক্তি অনুযায়ী, ১৬ মে ২০২৪ থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত মোট ৩৩ মাস অফিসঘর ব্যবহারের কথা ছিল।

অভিযোগ, প্রথমদিকে নিয়মিতভাবে ভাড়া পরিশোধ করা হলেও ২০২৬ সালের জানুয়ারি মাস থেকে সমস্যা শুরু হয়। বাড়ির মালিককে কোনওরকম পূর্ব নোটিশ না দিয়েই অন্যত্র অফিস স্থানান্তরের প্রস্তুতি নিচ্ছিল কোম্পানির কর্মকর্তারা।

এদিন দুপুরে কোম্পানির কয়েকজন কর্মচারী গোপনে অফিসের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রী, ল্যাপটপ ও কম্পিউটার ছোট ছোট ব্যাগে ভরে বাইকে করে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ। বিষয়টি নজরে আসতেই বাড়ির মালিক রাখাল বণিক বাধা দেন। তিনি দাবি করেন, বকেয়া অর্থ ও চুক্তি সংক্রান্ত হিসাব-নিকাশ সম্পূর্ণ না করে কোনও সামগ্রী সরিয়ে নেওয়া যাবে না।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাড়ির মালিক ও কোম্পানির কর্মকর্তাদের মধ্যে তীব্র বাকবিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে বিশালগড় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে পুলিশের উপস্থিতিতেই অফিসের মূল ফটকে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। রাখাল বণিকের দাবি, কোম্পানির সঙ্গে চুক্তির এখনও প্রায় এক বছর বাকি রয়েছে। পাশাপাশি চার মাসের ভাড়াও বকেয়া রয়েছে বলে অভিযোগ। তিনি আরও জানান, কোম্পানির অনুরোধে কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় করে অফিসঘর সংস্কার ও আধুনিকীকরণ করা হয়েছিল। এরপরও কোম্পানির পক্ষ থেকে প্রতারণা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। এদিকে বিশালগড় থানার পুলিশ জানিয়েছে, বিষয়টি প্রশাসনিকভাবে মিটমাট করার চেষ্টা চলছে। বর্তমানে অফিসঘরটি তালাবন্দি অবস্থায় রয়েছে।

সরকারি রাস্তা কেটে চলাচল বন্ধের অভিযোগ, জল সরবরাহেও বাধা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মেঃ ঋষ্যমুখ বিধানসভা কেন্দ্রের মুসলিম পাড়া এলাকায় সরকারি রাস্তা বুলডোজার দিয়ে কেটে চলাচলের অযোগ্য করে দেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনায় গফুর দে ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকাবাসী। অভিযোগ, রাস্তা কাটার পাশাপাশি সরকারিভাবে বসানো পানীয় জলের পাইপলাইনও ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে, যার ফলে এলাকায় জল সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, গত বুধবার দুপুরে গফুর দে-র নেতৃত্বে প্রায় ২০ থেকে ২৫ জনের একটি দল বুলডোজার নিয়ে এসে ১২ ফুট চওড়া সরকারি রাস্তা কাটতে শুরু করে। এলাকাবাসীদের দাবি, সরকারি নকশা অনুযায়ী রাস্তা সম্পূর্ণভাবে সরকারি জমির উপর অবস্থিত। তারা বাধা দিতে গেলে অভিযুক্তরা ভয়ভীতি প্রদর্শন করে বলে অভিযোগ উঠেছে। পরবর্তীতে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে অভিযুক্তরা এলাকা ছেড়ে চলে যায় বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। এলাকাবাসীর আরও অভিযোগ, রাস্তার নিচ দিয়ে বাড়ি বাড়ি জল সরবরাহের জন্য বসানো সরকারি পাইপলাইনও কেটে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে বহু পরিবার বর্তমানে জল সংকটে ভুগছেন। রাস্তা কেটে দেওয়ায় এলাকায় যানবাহন চলাচলও সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে পড়েছে। স্থানীয়রা জানান, বিষয়টি জেলা শাসক ও মহকুমা শাসকের নজরে আনা হলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে তহশিলদার পাঠিয়ে রাস্তার ডি-মার্কেশন করা হয়। কিন্তু তারপরও অভিযুক্তরা প্রশাসনিক নির্দেশ মানতে চাইছেন না বলে অভিযোগ। মতাই গ্রাম পঞ্চায়েতকেও বিষয়টি জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত প্রধান, উপপ্রধান বা সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের পক্ষ থেকে কোনও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে দাবি এলাকাবাসীর। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অবিলম্বে রাস্তা ও জল সরবরাহ স্বাভাবিক করার দাবিতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

বিজেপির জয় উদযাপনে ধনপুরে বিজয় মিছিল ও সমাবেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মেঃ পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, পুদুচেরি এবং ধর্মনগরে ভারতীয় জনতা পার্টির সাফল্যকে সামনে রেখে বুধবার ২৩ ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রে এক বিজয় মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করা হয়। এই কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন ধনপুরের বিধায়ক বিন্দু দেবনাথ। এদিন বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে একটি বর্ণাঢ্য মিছিল বের হয়। মিছিলে অংশ নিয়ে দলের জয়ের আনন্দ ভাগ করে নেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। র্যালিটি ধনপুর থেকে শুরু হয়ে কাঁঠালিয়া বাজারে এসে এক সমাবেশে পরিণত হয়। সমাবেশে দলীয় নেতৃত্ব বিজেপির সাফল্যকে মানুষের সমর্থনের প্রতিফলন বলে উল্লেখ করেন। পাশাপাশি আগামী দিনে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানানো হয়।

পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রতিমা ভৌমিক পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে মন্তব্য করেন। তিনি দাবি করেন, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিজেপির প্রতি মানুষের সমর্থন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এই ফলাফল তারই প্রতিফলন। পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রতিক ঘটনাবলী নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি। এদিনের কর্মসূচিকে ঘিরে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়।

এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের অর্থোপেডিক্স ডিপার্টমেন্টের সাফল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে: পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জিরানিয়া মহাকুমার জয়নগরের বাসিন্দা নিবাস দাস (৪৬ বছর) পেশায় রড মিস্ত্রি, গত ১৬ জানুয়ারি উঁচু মাটির টিলা থেকে পড়ে গিয়ে ডান পায়ের হাঁটুতে চোট পান এবং হাঁটুর উপরের অংশ ভেঙ্গে যায়, মাল্টিপল ফ্র্যাকচার হয়। ১৬ জানুয়ারি তাকে জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় দুপুর ১২:৪৬ মিনিটে। তারপর ঐ দিনই উনাকে ট্রমা থেকে অর্থোপেডিক্স বিভাগে রেফার করা হয়। ১৭ জানুয়ারি উনার ডান পায়ে স্টিলের এক্সটার্নাল ফিক্সেটর লাগানো হয় অস্থায়ীভাবে। কারণ উনার পা ভেঙ্গে হাড় বেরিয়ে গিয়েছিল, মাল্টিপল ফেকচার হয়েছিল। তারপর ১১ ফেব্রুয়ারী স্থায়ীভাবে উনার ডান পায়ের অস্ত্রোপচার করা হয় এবং কৃত্রিম অস্থি বসানো হয়। এই অস্ত্রোপচার শুরু হয় সকাল ১০টায় এবং সন্ধ্যা ৬টায় শেষ হয়। এই অস্ত্রোপচারের পর উনার কিডনির সমস্যা হয়েছিল তখন উনাকে নেফ্রলজি বিভাগে চিকিৎসা করানো হয় এবং তারপর সুস্থ হয়ে উঠেন। ১৯ ফেব্রুয়ারী উনাকে জিবিপি হাসপাতাল থেকে ডিসচার্জ করা হয়। ৮ই মার্চ নিবাস বাবু জিবিপিতে ফলোআপে আসেন। ডাঃ স্বরজিৎ দেববর্মা দেখেন যে উনার পা সুস্থ হয়েছে, নতুন অস্থি হয়ে ভাঙ্গা হাড় জোড়া লাগা শুরু হয়েছে, কোন ইনফেকশন নেই। এ ধরনের অস্ত্রোপচার খুবই বিরল এবং জটিল। এখন তিনি সুস্থ হয়ে উঠেছেন। নিজের পায়ে ভর দিয়ে উঠতে বসতে পারেন। এই অস্ত্রোপচারে অর্থোপেডিক্স বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ স্বরজিৎ দেববর্মার সাথে ছিলেন ডাঃ সন্তোষ রিয়াং, ডাঃ পুলক সাহা, ডাঃ অনিন্দ্য দেবনাথ। অ্যানেস্থেসিষ্ট ছিলেন ডাঃ ভাস্কর মজুমদার, ডাঃ অসিত ভট্টাচার্য এবং ওটি অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলেন সানি দেবনাথ ও অরূপ চৌধুরী। উল্লেখ্য, আয়ুষ্মান কার্ডের মাধ্যমে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে উক্ত সফল অস্ত্রোপচারের সুবিধা পেয়ে উনার পরিবার পরিজনেরা জিবিপি হাসপাতালের চিকিৎসকসহ সকল স্বাস্থ্যকর্মীদের ধন্যবাদ জানান।

৯ মে জাতীয় লোক আদালত

আগরতলা, ৭ মে : আগামী ৯ মে রাজ্যে এবছরের দ্বিতীয় জাতীয় লোক আদালত অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। ত্রিপুরা হাইকোর্ট সহ রাজ্যের সমস্ত জেলা ও মহকুমা আদালত চত্বরে একযোগে এই লোক আদালতের আয়োজন করা হবে।

এবারের জাতীয় লোক আদালতে মোট ৪৬টি বেঞ্চে ২৫ হাজার ৫১৪টি মামলা নিষ্পত্তির জন্য তোলা হবে। এর মধ্যে আদালতে দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা ২০ হাজার ৭৭৯টি মামলা এবং মামলা পূর্ব বিরোধ বা প্রি-লিটিগেশন সংক্রান্ত ৪ হাজার ৭৩৫টি মামলা রয়েছে। জানা গেছে, জাতীয় লোক আদালতে মোটর দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত ৩৪৭টি মামলা, বৈবাহিক বিরোধ সংক্রান্ত ১৯৭টি মামলা, ব্যাংক ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত ৪ হাজার ৪৮৫টি মামলা, বিএসএনএল বিল সংক্রান্ত ২৫০টি মামলা এবং আপোষযোগ্য ফৌজদারি বিরোধের ২০ হাজার ১৮৪টি মামলা নিষ্পত্তির জন্য তোলা হবে। এছাড়াও চেক বাউন্স সংক্রান্ত ২৭টি মামলা, দেওয়ানি মামলা ৫টি, আরবিট্রেশন সংক্রান্ত ৫টি বিষয়, কমার্শিয়াল স্যুট ৩টি এবং চাকরি সংক্রান্ত ১১টি মামলাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ত্রিপুরা হাইকোর্টে একটি বিশেষ বেঞ্চে ২৮টি মামলা নিষ্পত্তির জন্য তোলা হবে বলে জানা গেছে। ইতিমধ্যে মামলার পক্ষ ও বিপক্ষ উভয়পক্ষকেই নোটিস পাঠানো হয়েছে।

ত্রিপুরা রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের এগজিকিউটিভ চেয়ারম্যান বিচারপতি অমরনাথ গৌড় জাতীয় লোক আদালত সফলভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছেন। এদিকে ত্রিপুরা রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের সদস্য-সচিব ভি পি দেববর্মা দ্রুত, সহজ এবং বিনা আইনি খরচে মামলা নিষ্পত্তির সুযোগ গ্রহণ করতে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন।

রক্তের সংকট দূরীকরণে খোয়াই মহকুমা শাসক কার্যালয়ে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৭ মেঃ রাজ্যের বিভিন্ন ব্লাড ব্যাংকে চলমান রক্তের সংকট দূরীকরণের লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার খোয়াই মহকুমা শাসক কার্যালয়ে এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। খোয়াই মহকুমা শাসক নির্মল কুমার ঝা-র উদ্যোগে আয়োজিত এই শিবিরে মহকুমা শাসকের অধীনস্থ বিভিন্ন সরকারি কর্মচারীরা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

শান্তিনগর বিদ্যালয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঠালিয়া, ৭ মেঃ শান্তিনগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে বুধবার পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-এর আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন করা হয়। এই উদ্যোগের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন ত্রিপুরা পুলিশের প্রাক্তন এসআই রাখাল চন্দ্র দেবনাথ। তিনি নিজস্ব অর্থ ব্যয়ে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বিদ্যাসাগরের আবক্ষ মূর্তি নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

এদিনের অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে আবক্ষ মূর্তির ফিতা কেটে শুভ উদ্বোধন করেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। উপস্থিত ছিলেন ধনপুরের বিধায়ক বিন্দু দেবনাথ সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

পরবর্তীতে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, পরিচালন কমিটির সদস্য এবং অভিভাবকদের নিয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় বক্তারা পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কারমূলক অবদান এবং শিক্ষার প্রসারে তাঁর ভূমিকার উপর আলোকপাত করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রতিমা ভৌমিক ও বিধায়ক বিন্দু দেবনাথ শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের আদর্শ অনুসরণের আহ্বান জানান। গোটা কর্মসূচিকে ঘিরে এলাকাবাসীর মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও সাড়া লক্ষ্য করা যায়।

বিজেপিতে ভাঙন, ৩৩ ভোটার যোগ দিলেন তিপ্রা মথায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে : পাহাড়ে বিজেপি শিবিরে ভাঙনের ইঙ্গিত মিলল সিমনায়। বৃহস্পতিবার সিমনা বিধানসভার বৈকুণ্ঠপুর ভিসির অন্তর্গত হেজামারা বাজারস্থিত তিপ্রা মথা দলীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে বিজেপি ছেড়ে ১১ পরিবারের ৩৩ জন ভোটার তিপ্রা মথা দলে যোগদান করেন।

নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে দলে বরণ করে নেন উপস্থিত নেতৃত্ব। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রমন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মা, এডিসির সিমনা-তমাকারী কেন্দ্রের প্রাক্তন ইএম ও বর্তমান এমডিসি রবীন্দ্র দেববর্মা, তিপ্রা মথার হেজামারা ব্লক সভাপতি নির্মল দেববর্মা সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে নেতৃবৃন্দ বলেন, দলের প্রতিষ্ঠাতা প্রদ্যুৎ বিক্রম মাণিক্য দেববর্মা-র হাতকে শক্তিশালী করতে এবং জনজাতি জনগণের উন্নয়নের লক্ষ্যে সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবেন।

পাঠ্যক্রমে ডারউইনবাদ পুনরায় অন্তর্ভুক্তির দাবিতে ডেপুটেশন

আগরতলা, ৭ মে : পাঠ্যক্রমে অবৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তু বাদ দেওয়া এবং বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার দাবিতে বৃহস্পতিবার এসসিইআরটি অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন প্রদান করল ত্রিপুরা যুক্তিবাদ বিকাশ মঞ্চ। সংগঠনের পক্ষ থেকে তিন দফা দাবি তুলে ধরা হয়।

ত্রিপুরা যুক্তিবাদ বিকাশ মঞ্চের প্রতিনিধি সৈকত কুমার রায় জানান, সম্প্রতি প্রকাশিত গণিত বইয়ের প্রচ্ছদে রাহু-কেতুর ছবি ব্যবহার করা হয়েছে, যা অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে। পাশাপাশি পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত সমস্ত ধরনের অবৈজ্ঞানিক বিষয় বাতিল করার দাবি জানানো হয়।

এছাড়াও, বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার স্বার্থে পাঠ্যক্রমে পুনরায় ডারউইনবাদ অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি। তাদের বক্তব্য, শিক্ষাব্যবস্থায় যুক্তিবাদ ও বৈজ্ঞানিক মনোভাব গড়ে তুলতে হলে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিতে হবে। ডেপুটেশন গ্রহণের পর বিষয়গুলি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন এসসিইআরটি কর্তৃপক্ষ।

ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর

কবিপ্রণাম

২৫ শে বৈশাখ, ১৪৩৩
(৯ মে, ২০২৬)

প্রভাতী কবি প্রণাম অনুষ্ঠান : সকাল ৬টা.৩০ মিনিট
রবীন্দ্র কানন, আগরতলা

প্রধান অতিথি
শ্রীমতি সান্ত্বনা চাকমা,
মাননীয়া মন্ত্রী, শিল্প ও বাণিজ্য এবং অন্যান্য দপ্তর , ত্রিপুরা সরকার

বিশেষ অতিথি
শ্রী দীপক মজুমদার,
মাননীয় মেয়র, আগরতলা পুর নিগম ও বিধায়ক, ত্রিপুরা বিধানসভা
শ্রী সুব্রত চক্রবর্তী, ভাইস চেয়ারম্যান, রাজ্যভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটি

সম্মানিত অতিথি
শ্রীমতি কাবেরী গুপ্তা, বিশিষ্ট রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী

সান্ধ্যকালীন কবি প্রণাম অনুষ্ঠান : সন্ধ্যা ৬ টা
রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন

সবার সাদর আমন্ত্রণ

বিম্বিসার ভাট্টাচার্য
অধিকর্তা

ICA/D-145/26

ফটিকরায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে পর্যালোচনা মন্ত্রী সুধাংশু দাসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ফটিকরায়, ৭ মেঃ ফটিকরায় বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে বৃহস্পতিবার আম্বেদকর কলেজের কনফারেন্স হলে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের আয়োজন করা হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী সুধাংশু দাস।

এদিনের পর্যালোচনা বৈঠকে বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্টের আধিকারিক, পঞ্চায়েত সচিব এবং জনপ্রতিনিধিরা অংশ নেন। মূলত ফটিকরায় বিধানসভা এলাকায় চলমান উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি বৃদ্ধি, রাস্তাঘাটের উন্নয়ন এবং সাধারণ মানুষের কাছে বিশুদ্ধ পানীয় জলের পরিষেবা সঠিকভাবে পৌঁছে দেওয়ার বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

মন্ত্রী সুধাংশু দাস বৈঠকে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে দ্রুততার সঙ্গে কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন এবং মানুষের সমস্যা সমাধানে আরও সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার ওপর জোর দেন। বৈঠকে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন তমাল মজুমদার, জেলা সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, কুমারঘাট পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন সুমতি দাস, কুমারঘাট আরডি ব্লকের বিডিও ডঃ সুদীপ ভৌমিক সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা।

রামনগরের উন্নয়নমূলক কাজ খতিয়ে দেখতে মাঠে নামলেন মেয়র

আগরতলা, ৭ মে : রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৮ নং রোড এলাকার বিভিন্ন সমস্যা ও উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে বুধবার এলাকাটি পরিদর্শন করেন পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। তাঁর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল এদিন এলাকায় ঘুরে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং বিভিন্ন সমস্যা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করেন।

পরিদর্শনের সময় এলাকার রাস্তা, নিকাশি ব্যবস্থা, পানীয় জল, আলোকসজ্জা সহ একাধিক নাগরিক পরিষেবা সংক্রান্ত বিষয় খতিয়ে দেখা হয়। পাশাপাশি চলমান উন্নয়নমূলক কাজগুলির অগ্রগতিও পর্যালোচনা করেন মেয়র। এলাকাবাসীর তরফে বেশ কিছু সমস্যার বিষয় তুলে ধরা হলে সেগুলি গুরুত্ব সহকারে শোনেন প্রতিনিধিদলের সদস্যরা।

পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মেয়র দীপক মজুমদার জানান, এলাকায় যে সমস্ত জরুরি কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা প্রয়োজন, সেগুলিকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করা হবে। তিনি বলেন, পুর নাগরিকদের স্বাচ্ছন্দ্য ও উন্নত পরিষেবা প্রদানই পুর নিগমের মূল লক্ষ্য। কাজ চলাকালীন সময়ে যে সমস্যাগুলি সামনে এসেছে, সেগুলি সমাধানের জন্য পুর নিগমের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

তিনি আরও জানান, নাগরিক পরিষেবাকে আরও উন্নত ও কার্যকর করতে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন ওয়ার্ড পরিদর্শন করা হচ্ছে। স্থানীয় মানুষের সমস্যা দ্রুত চিহ্নিত করে সমাধানের ব্যবস্থা নেওয়ার উপর গুরুত্ব দিচ্ছে পুর নিগম।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 08-05-2026, 01:02